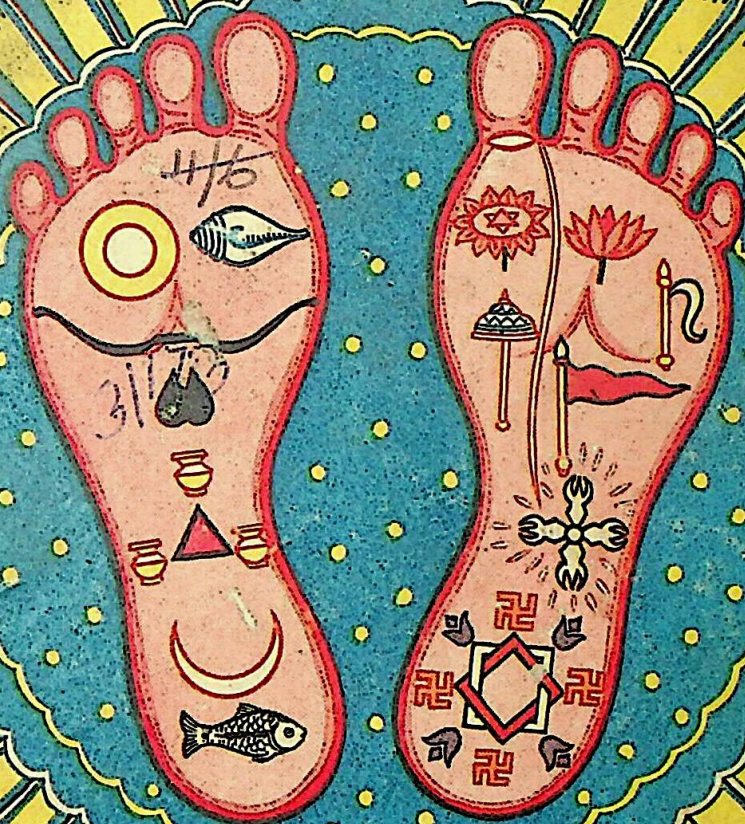


শ্রীনাথভাগবতম্



শ্রীপূর্ণেন্দু মোহন ঘোষ ঠাকুর

39

11/6

শ্রীনাম-ভাগবতম্

প্রথম খণ্ড

11/6

- ১। কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাগ্নানম্ মখিলাগ্নানাম্
জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া

—শ্রীভাঃ ১০।১৪।৫৫

- ২। শৃংখতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণন্ত্যশ্চ স্ব চেষ্টিতম্
নাতি দীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতেহুদি

—শ্রীভাঃ ২।৮।৩

- ৩। নাম সঙ্কীৰ্ত্তনং যন্ত সৰ্ব্বপাপ প্রণাশনম্
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নম্যাম হরিং পরম্

—শ্রীভাঃ ১২।১৩।২৩

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন ঘোষঠাকুর

বিজ্ঞাবিনোদ, ভাগবতশাস্ত্রী; বি. এল.

মূল্য—৫/-

প্রকাশক—শ্রীউৎসবানন্দ ঘোষঠাকুর

(তপোবন)—১/২২ অরবিন্দ নগর

পোঃ যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, কলিকাতা—৩২

মুদ্রাকর—শ্রীযোগেশচন্দ্র সরথেল

কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা—২

কভার মুদ্রণ—শ্রীকালী আর্ট প্রেস

৪নং সরকার বাই লেন, কলিকাতা—৭

প্রচ্ছদপট—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র কর্মকার

২-৩, দে পাড়া লেন, শিবপুর

ব্লক—রয়েল হাফটোন কোং

৪, সরকার বাই লেন, কলিকাতা—৭

বাঁধাই—একলাস উদ্দিন এণ্ড ব্রাদার্স

৩/১, পাটওয়ার বাগান লেন, কলিকাতা—২

প্রথম প্রকাশ

১৩৬৬ সনের ৯ই ভাদ্র জন্মাষ্টমী বুধবার

শ্রীকৃষ্ণের ৫১৮৫তম জন্মতিথি

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান

১। তপোবন—১/২২ অরবিন্দ নগর, কলিকাতা—৩২

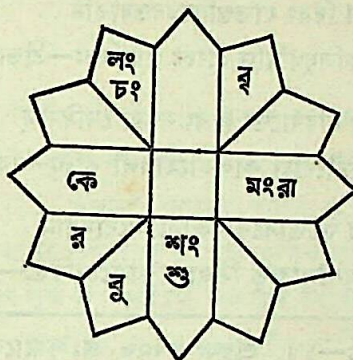
২। প্রকাশ মন্দির—৩নং কলেজ রো, কলিকাতা—২

৩। ভারত সেবাশ্রম সম্বৎ—২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ

শ্রীনাম-ভাগবতম্ (দ্বিতীয় খণ্ড) বহুস্ত

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শুভ-জন্ম পত্রিকা

শ্রীকৃষ্ণের
আবির্ভাব—
খ্রী: পূর্বাব্দ
৩২২৬
ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী
বুধবার



শ্রীকৃষ্ণের
তিরোভাব—
খ্রী: পূর্বাব্দ
৩১০১
ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী
বুধবার

- ১। উচ্চস্থা: শনি ভৌম চাল্লি শনয়ো লগ্নবৃষো লাভগো
জীব: সিংহ তুলানিষ্ ক্রমবশাৎ পুষোশনারাহব:
নৈশীথ সময়োষ্টমী বৃষদিনং ব্রহ্মক্ষমত্রক্ষেণে
শ্রীকৃষ্ণাভিধামষুজেক্ষণমভূদাবি: পরং ব্রহ্মতং

—খ মাণিক্য জ্যোতিষ

- ২। অষ্টাবিংশতিমে তদ্বাদ্যপরশ্রাং শ সংক্ষেয়ে
নষ্টে ধর্মে তদায়জ্ঞে বিষ্ণুর্বৃষ্ণি কুলে প্রভু:

—বায়ুপুরাণ ৯৮।৯৭

- ৩। সিংহরাশি গতে সূর্য্যে গগনে জলদাগমে
মাসিভাদ্রপদে বৃষা কৃষ্ণপক্ষেহর্দ্ররাত্রিকে
বৃষরাশিস্থিতে চন্দ্রে নক্ষত্রে রোহিণী যুতে
বহুদেবেন দেবক্যামহং জাতোজনা: স্বয়ম্

—ভবিষ্যপুরাণ ৫৬।১৫।১৬

- ৪। ষড়্বংশেশবতীর্ণশ্র ভবত: পুরুষোত্তম
শরচ্ছতং ব্যতীতায় পঞ্চবিংশাদিকংপ্রভো

—শ্রীভাগবত ১।১।৬।২৫

- ৫। পঞ্চবিংশতি বর্ষঞ্চ শতবর্ষাধিকং মূনে
তিষ্ঠন্ জগাম গোলোকং পৃথিব্যাঞ্চ পুরাতন:

—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড ৫৪।২৩

(৪)

৬। যস্মিন্ কৃষ্ণে দিবং যাতন্তু স্মিন্নেবতদাহনি

প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহঃ পুরাবিদঃ—শ্রীভাগবত ১২।৩।৩৩

৭। যস্মিন্ দিনে হরির্ধাতো দিবং সন্তয্য মেদিনীম্

তস্মিন্নেবাবতীর্ণোয়ং কালকায়োবলী কলিঃ—বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৮।৮

৮। ষট্‌ত্রিংশেহথ ততোবর্ষে বৃক্ষীনামনয়োমহান্

অন্তোনাং মুসলৈশ্চেতু নিজম্নুঃ কালচোদিতঃ—মভাঃ মোঃ ১।১৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—১। শ্রীকৃষ্ণ ৩২২৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বুধবারে সিংহলগ্নে, বৃষ রাশিতে রোহিণী নক্ষত্রে, অভিজিৎ ক্ষণে জয়ন্তী নামক শর্বরী অর্থাৎ নিশীথ রাত্রিতে মধ্যভারতে যমুনা নদী-তীরস্থ মথুরার কংস কারাগারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২। শ্রীকৃষ্ণ ৩১০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি বুধবারে ১২৫ বর্ষ আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে পশ্চিম ভারতে সরস্বতী সাগর সঙ্গম তীরে প্রভাস ক্ষেত্রে যদুবংশ ধ্বংশের পরে লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

৩। আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির এবং ভারতাচার্য্য হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশের গণনানুযায়ী ৩১০১ খ্রীঃ পূর্বাব্দে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টাব্দ ১২৫২ + ৩১০১ = ৫০৬০ বর্ষ পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব হইয়াছিল।

৪। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ১২৫ বর্ষ লীলাদেহে ছিলেন। সুতরাং ৩১০১ + ১২৫ = ৩২২৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে অর্থাৎ ৫০৬০ + ১২৫ = ৫১৮৫ বর্ষ পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল।

৫। শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের প্রথম তিথিতে লীলা সম্বরণ করেন।

৬। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী বিধায় তাঁহার তিরোধান তিথি অবশ্যই ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি ছিল।

৭। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৩৬ বর্ষ পরে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব হওয়াতে ঐ যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল ১২৫ - ৩৬ = ৮৯ উন-নব্বই বর্ষ।

উৎসর্গ

বিশাল বিশ্বের যে কোন ব্যক্তি,
 ভাবীকালে শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন-চরিত প্রণয়ণ করিবেন,
 সেই অজানা স্বহৃদের পবিত্র হৃদে
 স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলিকাতা মহানগরীর
 দক্ষিণ-পূর্ব উপ-কণ্ঠস্থিত এক ক্ষুদ্র উদাস্ত পল্লীর
 'তপোবন' নামক দীন কুটির-বাসী
 সৌকালীন গোত্রজ বাহান্তর বর্ষ বয়স্ক
 'দিন দিন তরুণীণ' সর্বহারী গ্রন্থকার কর্তৃক
 তাহার দশ বৎসরের-সাধনালব্ধ
 সর্বস্ব-ধন লীলা-সুত্র-গ্রন্থ
 “শ্রীলাম-ভাগবতম্”
 অথ শ্রীকৃষ্ণের ৫১৮৫তম পুণ্য আবির্ভাব তিথি
 ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী বুধবারে
 শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থে
 ভাগবত কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সাদরে অর্পিত হইল—
 তুমি কি শুনেছ মোর বাণী!
 হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি'
 জানি না তোমার নাম তোমাতেই সঁপিলাম
 আমার ধ্যানের ধন খানি ।

তপোবন

ইং ২৬।৮।১৯৫৯

বাং ৯।৫।১৩৬৬

শ্রীঘোষ ঠাকুর

শ্রী নাম-ভাগবতম্

১ম খণ্ড

গ্রন্থ সূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

গ্রন্থের নাম	সংক্ষিপ্ত	সংস্করণ
অগ্নি পুরাণ	অগ্নি পুঃ	বঙ্গবাসী কার্যালয়
অত্রি সংহিতা	অঃ সং	"
কালিকা পুরাণ	কালিকা পুঃ	"
কুর্খ পুরাণ	কুর্খ পুঃ	"
কোব্-আন্		ভাই গিরিশচন্দ্র সেন
খণ্ডিত ভারত		ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ
খ মাণিক্য জ্যোতিষ		
গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড	গর্গ বিঃ	বঙ্গবাসী
„ —মাধুর্য্য খণ্ড	গর্গ মাঃ	"
„ —দ্বারকা খণ্ড	গর্গ দ্বাঃ	"
„ —গিরিরাজ খণ্ড	গর্গ গিঃ	"
„ —অশ্বমেধ খণ্ড	গর্গ অশ্ব	"
গোপাল তাপনী উপনিষদ্	গোঃ তাঃ উঃ	বহুমতী
চৈতন্যচরিতামৃত	চৈঃ চঃ	হরিশ মজুমদার
দেবী ভাগবত	দেবী ভাঃ, দে ভাঃ	বঙ্গবাসী
পদ্মপুরাণ —স্বর্গ খণ্ড	পদ্মঃ স্বর্গঃ	"
„ —উত্তর খণ্ড	পদ্মঃ উঃ	"
প্রাণতোষণী তন্ত্র	প্রাঃ তোঃ তঃ	বহুমতী
বাল্মীকি রামায়ণ —বালকাণ্ড	বাঃ রাঃ বাঃ	পণ্ডিত প্রেস বেনারস
„ —যুদ্ধকাণ্ড	বাঃ রাঃ যুঃ	
„ —উত্তর কাণ্ড	বাঃ রাঃ উঃ	
বায়ু পুরাণ	বায়ু পুঃ	বঙ্গবাসী
বিষ্ণু পুরাণ	বিষ্ণু পুঃ	গীতা প্রেস গোরক্ষপুর
বৃহদ্রথ পুরাণ	বৃঃ ধঃ পুঃ	বঙ্গবাসী
ব্রহ্ম পুরাণ	ব্রঃ পুঃ	"

(୧)

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ	ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁ:	ବନ୍ଧବାସୀ
,, —ରାଧା ହୃଦୟ	ବ୍ର: ପୁ: ରା:	ବଟତଳା
ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଖଣ୍ଡ	ବ୍ର: ବୈ: କୃ:	ବନ୍ଧବାସୀ
ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ	ଭବିଷ୍ୟ ପୁ:	,,
ମଂତ୍ର ପୁରାଣ	ମଂତ୍ର ପୁ:	,,
ମହାଭାଗବତ ପୁରାଣ	ମହାଭାଗ	,,
ମହାଭାରତ —ଆଦି ପର୍ବ	ମହା: ଆ:	ଗୀତା ପ୍ରେସ ଗୌରନାଥପୁର
,, —ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ	ମହା: ଭୀ:	,,
,, —ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବ	ମହା: ଉ:	,,
ମହାନିର୍ବାଣ ତତ୍ତ୍ବ	ମ: ନି: ତ:	ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରନାଥ
ମାନସୀ		ସ୍ବରୀକ୍ଷ୍ଣନାଥ
ସୁଧିଷ୍ଠିରର ସମୟ	ମ: ମ: ହରିଦାସ	ସିଦ୍ଧାନ୍ତବାଗୀଶ
ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ	ଲିଙ୍ଗ ପୁ:	ବନ୍ଧବାସୀ
ଶବ୍ଦ-ମାଗର-ଅଭିଧାନ		ହିନ୍ଦୀ
ଶବ୍ଦ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଅଭିଧାନ		ଆର ରାଧାକାନ୍ତ ଦେବ
ସୌର ପୁରାଣ	ସୌର ପୁ:	,,
ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ —ପ୍ରଭାସ ଖଣ୍ଡ	ସ୍କ: ପୁ: ପ୍ର:	,,
,, —ମାହେଶ୍ବର ଖଣ୍ଡ	ସ୍କ: ପୁ: ମା:	,,
,, —ନାଗର ଖଣ୍ଡ	ସ୍କ: ପୁ: ନା:	,,
ଶ୍ରୀମନ୍ଦାଗବତ	ଶ୍ରୀଭା:	ବହ୍ମମତୀ
ହରିବଂଶ—ବିଷ୍ଣୁପର୍ବ	ହରି: ବି:, ହ: ବି:	ବନ୍ଧବାସୀ

Geographical Dictionary of

ancient & Mediaval India

N. L. De

The Vedic Age vol. I

R. C. Mozumdar

Story that was Guzardesh

K. M. Munshi

The Glorious Koran

M. M. Pickthal

The Holy Koran

A. Yusuf Ali

The Holy Bible

Collins C. T. Press

(৮)

প্রথম খণ্ড

সূচীপত্র

১। শ্রীবৃন্দাবন লীলা	২৮। স্বাপদ-বিনাশে কৃষ্ণ	২৮
১। অনন্তশয়নে কৃষ্ণ	২৯। কালিয়-দমনে কৃষ্ণ	২৯
২। জাগরণে কৃষ্ণ	৩০। যমুনা-জল-শোধনে কৃষ্ণ	৩০
৩। পরিকর প্রেরণে কৃষ্ণ	৩১। দাবাগ্নি-ভক্ষণে কৃষ্ণ	৩১
৪। আগমন কারণে কৃষ্ণ	৩২। গোষ্ঠ-গমনে কৃষ্ণ	৩২
৫। যুগ নির্দ্ধারণে কৃষ্ণ	৩৩। বস্ত্র-হরণে কৃষ্ণ	৩৩
৬। জন্ম-তিথি-নক্ষত্র-নির্ণয়	৩৪। জীব-সেবা-শিক্ষণে কৃষ্ণ	৩৪
৭। জন্মস্থান-নিরূপণ		
৮। দিব্যাবির্ভাবে কৃষ্ণ	৩৫। অন্ন-ভিক্ষণে কৃষ্ণ	৩৫
৯। দিব্য-পদ-চিহ্নে কৃষ্ণ	৩৬। গিরিধারণে কৃষ্ণ	৩৬
১০। দিব্য-পলায়নে কৃষ্ণ	৩৭। অন্নকূট-প্রবর্তনে কৃষ্ণ	৩৭
১১। দিব্য-যমুনোত্তরণে কৃষ্ণ	৩৮। গোবিন্দ-নাম-প্রাপ্তি	৩৮
১২। গোকুলাগমনে কৃষ্ণ	৩৯। বরণ-বিজয়ে কৃষ্ণ	৩৯
১৩। শ্রীমদ-নন্দন কৃষ্ণ	৪০। মদন-মোহনে কৃষ্ণ	৪০
১৪। পুতনো-দ্ধারণে কৃষ্ণ	৪১। শাপ-মোচনে কৃষ্ণ	৪১
১৫। নাম-করণে কৃষ্ণ	৪২। অরিষ্ট-নিধনে কৃষ্ণ	৪২
১৬। বাল্য-চাপল্যে কৃষ্ণ	৪৩। কৃষ্ণ-কালীরূপে কৃষ্ণ	৪৩
১৭। যুক্তিকা-ভক্ষণে কৃষ্ণ	৪৪। হোলিকা-লীলায় কৃষ্ণ	৪৪
১৮। দাম-বন্ধনে কৃষ্ণ	৪৫। হিন্দোল-লীলায় কৃষ্ণ	৪৫
১৯। পাছুকাবহনে কৃষ্ণ	৪৬। কৈশোর-রূপায়ণে কৃষ্ণ	৪৬
২০। ফল-ক্রয়ে কৃষ্ণ	৪৭। রাজ-দূতাভ্যর্থনে কৃষ্ণ	৪৭
২১। ধূলি ধূসরণে কৃষ্ণ	৪৮। গোপীসাত্বনে কৃষ্ণ	৪৮
২২। শ্রীবৃন্দাবন-প্রয়াণে কৃষ্ণ	৪৯। অক্রুরমোহনে কৃষ্ণ	৪৯
২৩। শ্রীবৃন্দাবন-প্রবেশে কৃষ্ণ	৫০। নাম-দাম-বন্দি কৃষ্ণ	৫০
২৪। অঘাঘর-উদ্ধারণে কৃষ্ণ	৫১। গোপী-নয়নানন্দ কৃষ্ণ	৫১
২৫। পুলিন-ভোজনে কৃষ্ণ	৫২। নিয়ত-কর্ম-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ	৫২
২৬। ব্রহ্ম-মোহনে কৃষ্ণ	৫৩। স্তম্ভল-নাম কৃষ্ণ	৫৩
২৭। গো-চারণে কৃষ্ণ	৫৪। স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ	৫৪

২। শ্রীমথুরা লীলা

১। অকুর-প্রস্থাপনে কৃষ্ণ	৫৫
২। জনতার অভ্যর্থনায় কৃষ্ণ	৫৬
৩। নগর-প্রবেশে কৃষ্ণ	৫৭
৪। অশিষ্ট-শাসনে কৃষ্ণ	৫৮
৫। শিষ্ট-পালনে কৃষ্ণ	৫৯
৬। জন-প্রিয়-আচরণে কৃষ্ণ	৬০
৭। স্বরূপ-করণে কৃষ্ণ	৬১
৮। ধনু-উৎসবে কৃষ্ণ	৬২
৯। নগর-ভ্রমণে কৃষ্ণ	৬৩
১০। কুবলয়-কলনে কৃষ্ণ	৬৪
১১। ভাবানুরূপায়ণে কৃষ্ণ	৬৫
১২। সর্ব-রস-রূপায়ণে কৃষ্ণ	৬৬
১৩। দুষ্ট-মল্ল দমনে কৃষ্ণ	৬৭
১৪। কংস-নিষেধনে কৃষ্ণ	৬৮
১৫। কংস-সদগতি প্রদান	৬৯
১৬। আদর্শ-পুত্র কৃষ্ণ	৭০
১৭। রাখালের-রাজ্যদান	৭১
১৮। লোকমঙ্গলেমাতুলবধ	৭২
১৯। আদর্শ-শত্রু কৃষ্ণ	৭৩
২০। পুনর্বাসন-দানে কৃষ্ণ	৭৪
২১। নন্দ-বিদায়ে কৃষ্ণ	৭৫
২২। উপনয়ন-গ্রহণে কৃষ্ণ	৭৬
২৩। আদর্শ-বিদ্যার্থী কৃষ্ণ	৭৭
২৪। আদর্শ-বিদ্বান কৃষ্ণ	৭৮
২৫। আদর্শ-কলাবিদ-শিল্পী	৭৯
২৬। আদর্শ-শ্রম-দাতা কৃষ্ণ	৮০
২৭। আদর্শ-দক্ষিণ-দাতা	৮১
২৮। আশীর্বাদ-প্রাপ্তি	৮২
২৯। আদর্শ-সমাজ সেবক	৮৩

৩০। আদর্শ-প্রিয়-আচরণ	৮৪
৩১। সত্য-পালনে কৃষ্ণ	৮৫
৩২। আদর্শ-মিত্র কৃষ্ণ	৮৬
৩৩। আদর্শ-সেনাপতি কৃষ্ণ	৮৭
৩৪। দিব্যাস্ত্র-লাভে কৃষ্ণ	৮৮
৩৫। আদর্শ-স্বৈচ্ছা-সেবক	৮৯
৩৬। আদর্শ-জন-নেতা কৃষ্ণ	৯০
৩৭। আদর্শ-দেশ-পরিচক	৯১
৩৮। অভিজ্ঞোপদেশ-গ্রহণ	৯২
৩৯। কৃত্রিম-বৃষ্টি-বর্ষণে কৃষ্ণ	৯৩
৪০। অজ্ঞাত-মিত্র-লাভে কৃষ্ণ	৯৪
৪১। রাজ্যদানে কৃষ্ণ	৯৫
৪২। আদর্শ-ক্ষমাশীল কৃষ্ণ	৯৬
৪৩। পিতৃ-ভবন-বাসে কৃষ্ণ	৯৭
৪৪। অ-রাজার অপমান	৯৮
৪৫। অ-রাজার আসন শঙ্কটে কৃষ্ণ	৯৯
৪৬। সহ-অবস্থান-অনুশাসনে কৃষ্ণ	১০০
৪৭। অপমান-সহনে কৃষ্ণ	১০১
৪৮। অপমানিতের-ঔদার্য	১০২
৪৯। অ-দত্তাপহারী কৃষ্ণ	১০৩
৫০। নিঃস্বার্থ-রাষ্ট্র-সেবক	১০৪
৫১। কৃষ্ণ-সর্প-প্রেরণে কৃষ্ণ	১০৫
৫২। পঞ্চ-দশ-সমর বিজয়	১০৬
৫৩। মথুরা পরিত্যাগ বিচারে কৃষ্ণ	১০৭
৫৪। উপনিবেশ পরিকল্পনা	১০৮
৫৫। দ্বারাবতী-দ্বীপোন্নয়নে কৃষ্ণ	১০৯

৫৬। ভূস্বর্গ-নির্মাণে কৃষ্ণ	১১০	১৬। পত্নীর প্রিয়াচরণে কৃষ্ণ	১৩৬
৫৭। দুর্জয়-বর্জনে কৃষ্ণ	১১১	১৭। সংশয় নিরসনে কৃষ্ণ	১৩৭
৫৮। আদর্শ-রণ-নীতিবিদ	১১২	১৮। পিশাচ-মোচনে কৃষ্ণ	১৩৮
৫৯। অভিনব-পলায়ণে কৃষ্ণ	১১৩	১৯। সিদ্ধি-লাভে কৃষ্ণ	১৩৯
৬০। পর্বতোৎপত্তনে কৃষ্ণ	১১৪	২০। দীক্ষা-গ্রহণে কৃষ্ণ	১৪০
৬১। নাম-কীর্তন-সমুত্ত	১১৫	২১। পাণ্ডব-সখা স্থাপনে কৃষ্ণ	১৪১
৬২। নাম-কীর্তন বন্দিত	১১৬	২২। স্বজন-সাহায্যে কৃষ্ণ	১৪২
৬৩। নাম-কীর্তনাদৃত	১১৭	২৩। পুত্র-স্বীকরণে কৃষ্ণ	১৪৩
৬৪। নাম-কীর্তনোন্মাস	১১৮	২৪। স্বজন কল্যাণে কৃষ্ণ	১৪৪
৬৫। নাম-কীর্তনার্চিত	১১৯	২৫। রাজ্যারূপ-প্রাপনে কৃষ্ণ	১৪৫
৬৬। স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ	১২০	২৬। নগর স্থাপনে কৃষ্ণ	১৪৬
৩। শ্রীদ্বারাবতী লীলা		২৭। পাণ্ডব-উপদেশে কৃষ্ণ	১৪৭
১। কল্যাণ-রাষ্ট্র কল্পনে কৃষ্ণ	২২১	২৮। সখা-সম্ভাষণে কৃষ্ণ	১৪৮
২। কল্যাণ-রাষ্ট্র গঠনে কৃষ্ণ	২২২	২৯। অর্জুন-অভ্যর্থনে কৃষ্ণ	১৪৯
৩। কল্যাণ-সমাজ প্রতিষ্ঠা	২২৩	৩০। আতিথ্য-করণে কৃষ্ণ	১৫০
৪। অতি-সঙ্কল্পী-শাসনে কৃষ্ণ	২২৪	৩১। হৃদয়-হরণে কৃষ্ণ	১৫১
৫। সর্বজন-দৈন্ত-নিরসন	২২৫	৩২। নাম-করণে কৃষ্ণ	১৫২
৬। বাণিজ্যোন্নয়নে কৃষ্ণ	২২৬	৩৩। তাপসী-পরিণয়ে কৃষ্ণ	১৫৩
৭। পশুশালা-শোভনে	২২৭	৩৪। খাণ্ডব-দাহনে কৃষ্ণ	১৫৪
৮। ফল-পুষ্পোচ্ছান পালন	২২৮	৩৫। দানব-শিল্পী-রক্ষণে কৃষ্ণ	১৫৫
৯। গার্হস্থ্য প্রবেশনে কৃষ্ণ	২২৯	৩৬। নব-শিল্পোদ্ভাবনে কৃষ্ণ	১৫৬
১০। কল্মষী মান বর্জনে কৃষ্ণ	২৩০	৩৭। শিষ্ট-আচরণে কৃষ্ণ	১৫৭
১১। মণিহরণাপবাদে কৃষ্ণ	২৩১	৩৮। অবস্থি-কণ্ঠা বিবাহে কৃষ্ণ	১৫৮
১২। সগোত্রা-পরিণয়ে কৃষ্ণ	২৩২	৩৯। কোশল-কণ্ঠা বিবাহে কৃষ্ণ	১৫৯
১৩। কুন্তী-কুল্য-করণে কৃষ্ণ	২৩৩	৪০। কেকয়-কণ্ঠাপরিণয়ে কৃষ্ণ	১৬০
১৪। কপট-ক্রন্দনে কৃষ্ণ	২৩৪		
১৫। চোর-অধেষণে কৃষ্ণ	২৩৫		

- ৪১। মদ্র-কণ্ঠ্যপরিণয়ে কৃষ্ণ ১৬১
 ৪২। মুর-নরক নিধনে কৃষ্ণ ১৬২
 ৪৩। ধর্মিতোদ্ধারণে কৃষ্ণ ১৬৩
 ৪৪। পরিজ্ঞাত-হরণে কৃষ্ণ ১৬৪
 ৪৫। মর্ত্যে স্বর্গ সৃজনে কৃষ্ণ ১৬৫
 ৪৬। প্রভাস-মিলনে কৃষ্ণ ১৬৬
 ৪৭। জন্ম নারায়ণ কৃষ্ণ ১৬৭
 ৪৮। লীলানরাবতংশ কৃষ্ণ ১৬৮
 ৪৯। পতিত-পাবন কৃষ্ণ ১৬৯
 ৫০। পুরুষ-প্রধান কৃষ্ণ ১৭০
 ৫১। প্রজ্ঞান-প্রবুদ্ধ কৃষ্ণ ১৭১
 ৫২। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ১৭২

৪। শ্রীপিণ্ডারক লীলা

- ১। দ্বাপরাস্ত পরিবেশে কৃষ্ণ ১৭৩
 ২। উগ্রসেনের-যজ্ঞে কৃষ্ণ ১৭৪
 ৩। নারায়ণী-সেনা সংগঠনে
 কৃষ্ণ ১৭৫
 ৪। বিশ্ব-জয়-ঘাত্রায় কৃষ্ণ ১৭৬
 ৫। পশ্চিম-ভারত বিজয়ে কৃষ্ণ
 ১৭৭
 ৬। খেতাদ বিদ্রোহে কৃষ্ণ ১৭৮
 ৭। দক্ষিণ-ভারত বিজয়ে কৃষ্ণ
 ১৭৯
 ৮। দক্ষিণপূর্ব-ভারত বিজয়ে
 কৃষ্ণ ১৮০
 ৯। পূর্বোত্তর ভারত বিজয়ে
 কৃষ্ণ ১৮১
 ১০। মধ্যভারত বিজয়ে কৃষ্ণ ১৮২
 ১১। কান্নব বিজয়ে কৃষ্ণ ১৮৩
 ১২। কম্পিলা বিজয়ে কৃষ্ণ ১৮৪

- ১৩। সৌহার্দ স্থাপনে কৃষ্ণ ১৮৫
 ১৪। জম্বুজয়োদ্ধোদনে কৃষ্ণ ১৮৬
 ১৫। উত্তর-ভারত বিজয়ে কৃষ্ণ
 ১৮৭
 ১৬। কাশ্মীর ও গান্ধার বিজয়ে
 কৃষ্ণ ১৮৮
 ১৭। স্বেচ্ছ-দেশ বিজয়ে কৃষ্ণ ১৮৯
 ১৮। হিমাদ্রি-লঙ্ঘনে কৃষ্ণ ১৯০
 ১৯। কিস্পুরুষ-বিজয়ে কৃষ্ণ ১৯১
 ২০। হেমকূট-বিজয়ে কৃষ্ণ ১৯২
 ২১। হরিবর্ষ-বিজয়ে কৃষ্ণ ১৯৩
 ২২। উত্তরকুরু-বিজয়ে কৃষ্ণ ১৯৪
 ২৩। হিরণ্ময়-বিজয়ে কৃষ্ণ ১৯৫
 ২৪। রম্যক-বিজয়ে কৃষ্ণ ১৯৬
 ২৫। ভদ্রাশ্ব-বিজয়ে কৃষ্ণ ১৯৭
 ২৬। ইলাবৃত-বিজয়ে কৃষ্ণ ১৯৮
 ২৭। মধুধারা-বিজয়ে কৃষ্ণ ১৯৯
 ২৮। বিত্বাধরী বিজয়ে কৃষ্ণ ২০০
 ২৯। কেতুমাল-বিজয়ে কৃষ্ণ ২০১
 ৩০। ভারত-প্রত্যাবর্তনে কৃষ্ণ
 ২০২
 ৩১। বিজয়-বার্তা শ্রবণে কৃষ্ণ
 ২০৩
 ৩২। বিশ্বজিৎ অভ্যর্থনে কৃষ্ণ
 ২০৪
 ৩৩। রাজসূয়-সমাপনে কৃষ্ণ ২০৫
 ৩৪। শ্রাম বর্ণোৎকর্ষে কৃষ্ণ ২০৬
 ৩৫। শ্রাম-সুন্দর কৃষ্ণ ২০৭
 ৩৬। স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ ২০৮
 ৩৭। কৃষ্ণলীলাশ্রী পঞ্জী ২০৯-১০
 ৩৮। কলা-বিদ্যাসূচী ২১১-১২

প্রস্তাবনা

১। শ্রীনাম ভাগবতম্ কোন কাব্য বা ইতিহাস বা তত্ত্বগ্রন্থ নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একশত পঁচিশ বর্ষব্যাপী মহামহিমময়-লীলা সমূহের ইহা একটি সূত্রগ্রন্থ মাত্র।

এই গ্রন্থে অনুস্বার, বিসর্গ এবং সংস্কৃত বিভক্তি ও ক্রিয়াপদ যথা সম্ভব বর্জিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী সংস্কৃতমূলক প্রাকৃত-ভাষা অর্থাৎ বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মৈথিলী, তামিল, তেলেগু ও অন্যান্য ভাষাভাষী জনসাধারণের সহজ বোধগম্য ভাষায় লিখিত হইল।

২। শ্রীনাম-ভাগবতম্ গ্রন্থে সংকলিত মধুময় ও পূণ্যজনক কৃষ্ণ কথাসমূহ বাহাতে পুস্তক মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সহর ও পল্লীর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের কণ্ঠে কণ্ঠে থাকে এবং বাস্তব যুদ্ধাদি সহযোগে বিভিন্ন স্থর তালে সংযোজিত হইয়া সমগ্র কৃষ্ণ-জীবনী স্বাধীন ভারতের সর্বত্র কীর্তনের মাধ্যমে প্রচারিত হয় সেই জন-কল্যাণ উদ্দেশ্যে প্রতিটি লীলাই অনন্তের যশোদ্বিত সর্ব-জন পাপ-হর কৃষ্ণ-নাম স্বেলিত করিয়া রচিত হইল। (১)

৩। শ্রীনাম-ভাগবতম্ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারিকী লীলা সমূহ একস্থানে সংগৃহীত হইয়াছে। পুরাণশাস্ত্র স্পষ্ট ভাষায় বলেন “লীলৈব দ্বিবিধা প্রোক্তা বাস্তবী ব্যবহারিকী” (স্বঃ বিঃ ১।২৫) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলা দুই প্রকার—বাস্তবী ও ব্যবহারিকী।

(১) তদ্ব্যাহিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতি শ্লোকমবদ্ববতাপি নামাত্ত-
নন্তশ্চ যশোদ্বিতানি যৎ শ্রুন্তি গায়ন্তি গৃনন্তি সাধবঃ ॥ শ্রীভাঃ ১।৫।১১

বাস্তবী তত্ত্বসংবেদ্য জীবানাং ব্যবহারিকী

আত্মাং বিনা দ্বিতীয়া ন দ্বিতীয়া নাট্যগা কচিৎ ।—স্কঃ বিঃ ১।২৬

ইহার ভাবার্থ এই যে এই লীলাদ্বয়ের মধ্যে তত্ত্ব দ্বারা বাস্তবী লীলা জানা যায় এবং সাধারণ জীবমাত্রই ইহার ব্যবহারিকী লীলা বুদ্ধিতে পারে ব্যবহারিকী লীলা ভিন্ন বাস্তবী লীলার অনুভূতি হয় না।

বিশ্বের সাধারণ স্থূলবুদ্ধি সংসারি মানবের জন্মই এই লীলা সমূহ সংগৃহীত হইল। (সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণ গুহ্যং—শ্রীভাঃ ১।২।৩) যাহারা তত্ত্ববিদ তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই ব্যবহারিকী বা লৌকিকী লীলা সমূহ হইতে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

৪। শ্রীনাম ভাগবতম্ ভাগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জগন্মঙ্গল লীলা সমূহের স্থান ও কাল যথাসম্ভব ভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দশটি ভাগে বিভক্ত হইল। প্রত্যেক ভাগ একটি “অঞ্জলি” নামে অভিহিত হইল। শ্রীবৃন্দাবন-লীলা নামা প্রথমঅঞ্জলিতে শ্রীকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাব হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত লীলা সমূহ। শ্রীমথুরা লীলা নামা দ্বিতীয়াঅঞ্জলিতে, দ্বাদশ বর্ষ হইতে বাইশ বর্ষ পর্য্যন্ত লীলা সমূহ। শ্রীদ্বারাবতী লীলা নামা তৃতীয়া অঞ্জলিতে তেইশ বর্ষ হইতে সত্তর বর্ষ পর্য্যন্ত লীলার কতকাংশ। শ্রীপিণ্ডারক লীলা নামা চতুর্থাঅঞ্জলিতে একাত্তর বর্ষ হইতে পঁচাত্তর বর্ষ পর্য্যন্ত লীলা সমূহ নিবদ্ধ হইয়া শ্রীনাম ভাগবতম্ভের প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইল। শ্রীইন্দ্রপ্রস্থ লীলা নামা পঞ্চমাঅঞ্জলিতে শ্রীকৃষ্ণের ছিয়াত্তর বর্ষ হইতে অষ্টাশীতি বর্ষ পর্য্যন্ত লীলা সমূহ। শ্রীকুরুক্ষেত্র লীলা নামা ষষ্ঠাঅঞ্জলিতে উননব্বইতম বর্ষের পরমাদৃত লীলা সমূহ। শ্রীহস্তিনাপুর লীলা নামা সপ্তমাঅঞ্জলিতে, নব্বই বর্ষ হইতে বিরানব্বই বর্ষ পর্য্যন্ত লীলা সমূহ। শ্রীগাঁহস্থ্য লীলা নামা অষ্টমাঅঞ্জলিতে তেইশ বর্ষ হইতে একশত এগার বর্ষ পর্য্যন্ত পরম মনোহর গাঁহস্থ্য জীবনের অবশিষ্ট লীলা সমূহ। শ্রীগুপ্ত-বৃন্দাবন লীলা নামা নবমাঅঞ্জলিতে

একশত বার বর্ষ হইতে একশত চব্বিশ বর্ষ পর্যন্ত অজ্ঞাত বাসের লীলা সমূহ। এবং শ্রীপ্রভাস লীলা নামা দশমাজ্জলিতে একশত পঁচিশতম বর্ষের যুগপৎ কঠোর ও কোমল অন্ত্যলীলা সমূহ গ্রথিত হইয়া শ্রীনাথ ভাগবতময়ের দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইল।

৫। শ্রীনাথ ভাগবতম্ গ্রন্থ, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুরাণাদি বহু গ্রন্থ সমন্বিত বিশাল সাহিত্য সমুদ্র মন্বনোদ্ভব পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃত। শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব বা ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নানা মনীষী ব্যক্তি বহু শতাব্দী যাবৎ নানা অভিমত প্রচার করিতেছেন। কেহ বলেন পৌরাণিক ভারতে কৃষ্ণ নামধেয় তিন ব্যক্তির সম্মান পাওয়া যায়। কেহ বলেন পুরাণ সমূহে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ বৃন্দাবনের নন্দনন্দন কৃষ্ণ বা ব্রজের রাখাল কানাই এবং মহাভারতে বর্ণিত পার্থ-সারথি এবং গীতা-বক্তা শ্রীকৃষ্ণ এক ব্যক্তি নহেন। আবার কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ, কুরু-পাণ্ডব এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ একটা আধ্যাত্মিক রূপক মাত্র। বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, কোন কোন মনীষী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক একটা মহাসত্য সাধারণ মানবের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবদগীতা কৃষ্ণার্জুন সংবাদরূপে মহাভারতের স্তায় একটা রূপক কাব্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এক কথায় শ্রীকৃষ্ণ একটা কবি-কল্পনা মাত্র। তাঁহার কোন বাস্তব সত্ত্বা বা পাণ্ডব অস্তিত্ব বা লীলা বা কর্ম কোন দিন ছিল না। আবার অনেক কৃষ্ণভক্তের মুখে শুনিয়াছি যে ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন কি ছিলেন না ভক্তের তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। ভাবের বা রসের শ্রীকৃষ্ণ চিরদিন ভাবেই আছেন ও থাকিবেন। শ্রীনাথ ভাগবতম্ এই সমস্ত উক্তির প্রতিবাদ গ্রন্থ।

৬। শ্রীনাথ ভাগবতম্ বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বিরাট জীবন কথার

(১৫)

সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ মাত্র, এই মহান্ জীবন কথা-সুধা বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যে অর্থাৎ এক লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত গ্রন্থের অষ্টাদশ পর্ক মধ্যে স্ববৃহৎ প্রথম ষোড়শ পর্কে, চারিলক্ষ শ্লোকাত্মক অষ্টাদশ মহাপুরাণের অধিকাংশের বিভিন্ন অধ্যায়ে এবং প্রায় লক্ষ শ্লোকাত্মক অষ্টাদশ উপপুরাণ, গর্গ-সংহিতা প্রভৃতি সংহিতা সাহিত্যে, নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি ভক্তি সাহিত্যে-গোপাল-তাপনী প্রভৃতি উপনিষদ সাহিত্যে, শ্রীমদ্ভাগবত, তন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্র সাহিত্যে এবং জৈমিনিভারত, হরিবংশ প্রভৃতি মহাভারতের পরিশিষ্ট সাহিত্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই গ্রন্থ সমূহেরও অনেকগুলি বাংলা ভাষায় দুস্ত্রাপ্য হইয়াছে এবং হইতেছে এবং যে সমস্ত গ্রন্থ বিভিন্ন গ্রন্থালয়ের এক কোণে অনাদরে রক্ষিত হইতেছে, সেই অনাদৃত সুধা-ভাণ্ড হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া এক অজ্ঞাত অখ্যাত খেয়ালি বৃদ্ধ ব্যক্তির দশ বৎসর পরিশ্রমে সংগৃহীত এই মৃত-সঞ্জীবনী সুধা একটি নগণ্য মৃৎপাত্রস্বরূপ, এই সুত্র-গ্রন্থে পরম শ্রদ্ধায় রক্ষিত হইল। সংগ্রহীতার বিশ্বাস কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বর্জিত শিক্ষায় সুশিক্ষিত আধুনিক বহু পদস্থ ভারতীয় এই কৃষ্ণ কথা-সুধা পানে মহা অনর্থের কবল হইতে নিজেরা রক্ষিত হইবেন, এবং স্বাধীন ভারতকেও অচির ভবিষ্যতে মহাবিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

৭। শ্রীনাম ভাগবতম্ সুত্র গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তিরোভাব বৎসর নূতন দৃষ্টিকোন্ হইতে বিচারে নিরূপিত হইল।

(১) বহুবংশেশবর্তীর্ণস্ত ভবতঃ পুরুষোত্তম
শরচ্ছতং ব্যতীতায় পঞ্চবিংশধিকং প্রভো

—শ্রীভাঃ ১১।৬।২৫

(২) পঞ্চবিংশতি বর্ষঞ্চ শতবর্ষাধিকং মূনে
তিষ্ঠন্ জগাম গোলোকং পৃথিব্যাঞ্চ পুরাতনঃ

—ব্রঃ বৈঃ কৃঃ ৫৪।২৩

(১৬)

(৩) যৎ পঞ্চবিংশত্যাধিকং বর্ষাণাং শতকং গতম্

তাক্তেমাং স্বপদং যাসি রুদতীং বিরহাতুরাম্

—ত্রঃ বৈঃ ক্লঃ ১২২।১২

উপরোক্ত শাস্ত্র বচনানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ একশত পঁচিশ বর্ষ মর্ত্যে বাস করিয়া নীলা সম্বরণ করেন—সুতরাং তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব যে কোন একটি বৎসর নিরূপিত হইলেই অপরটি সহজেই নির্দ্ধারিত হইবে। নিম্নে বর্ণিত শাস্ত্র বিচারে কলি-যুগের প্রথমা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব হইয়াছিল নিরূপণ করিয়া ঐ তিথি হইতে ঠিক একশত পঁচিশ বর্ষ পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বৎসর নিরূপিত হইল।

আর্য্যভট্ট ও বরাহমিহিরের গণনানুসারে ৩১০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল। আধুনিক বাংলার সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ভারতচন্দ্র শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয় তাঁহার ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত “যুগিতির সমর” নামক পুস্তিকায় নানা শাস্ত্র প্রমাণে পূর্বোক্ত বরাহ মিহিরের গণনাই মূলতঃ স্বীকার করিয়াছেন। তিনিও খ্রীঃপূর্ব ৩১০১ অব্দকেই কলিযুগারম্ভ বৎসর নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীনামভাগবতম্ ঐ তিনটি নির্দ্ধারণ মত ৩১০১ খ্রীঃ পূর্বাব্দকে কলিযুগারম্ভ বৎসর স্বীকার করিয়া তাহার ১২৫ বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বৎসর নির্দ্ধারণ করিলেন—অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১২৫৯ + ৩১০১ = ৫০৬০ বর্ষ পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান হইয়াছিল সুতরাং ৩১০১ + ১২৫ = ৩২২৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ—অর্থাৎ—৫০৬০ + ১২৫ = ৫১৮৫ বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি জন্মাষ্টমী তিথি,—এবং তাহা ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতিথি—ঐদিন বুধবার এবং রোহিণী নক্ষত্রাধিত ছিল এবং নিশীথ রাত্রিকালে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল এই বিষয়ে সর্বশাস্ত্র একমত—সুতরাং ৩২২৬

শ্রী: পূর্বাত্মের ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী তিথি বুধবারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন নির্দ্ধারিত হইল।

৮। শ্রীনামভাগবতম্ এই অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের পরবর্ত্তী মহামানবগণ মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্ত্তক গৌতম বুদ্ধ ৮০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে তাঁহার জন্মতিথি বৈশাখী পূর্ণিমাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ইসলাম্ ধর্ম প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ ৬৩ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে তাঁহার জন্মদিন ১২ই রবিআল্ আউয়াল্ তারিখেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। গৌতমবুদ্ধের জন্মের কিঞ্চিদধিক আড়াই সহস্র বৎসর পূর্বে আবির্ভূত ভাগবতধর্মের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ ও ১২৫ বৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহার জন্মতিথি ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি বুধবারে লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন ইহাই শ্রীনামভাগবতের স্থচিস্তিত সিদ্ধান্ত। এই তিথি কলিযুগের প্রথমা তিথি ছিল ইহাও শ্রীনামভাগবতমের নির্দ্ধারণ এবং এই নির্দ্ধারণে নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্র বচনই সমর্থিত হইল। এবং শাস্ত্র বাক্যের সহজ সরল অর্থই করা হইল। কোন কষ্ট কল্পিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইল না।

(১) যস্মিন্ কৃষ্ণে দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।

প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাচঃ পুরাবিদঃ। শ্রীভাঃ ১২।২।৩৩

(২) যস্মিন্ কৃষ্ণে দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।

প্রতিপন্নং কলিযুগং তত্ত্ব সংখ্যাং নিবোধমে। বিষ্ণু পুঃ ৪।২৪।১১৩।

(৩) যস্মিন দিনে হরির্ধাতো দিবং সন্তজ্য মেদিনীম্।

তস্মিন দিনেহবতীর্গোয়ং কালকায়ঃ কলি কিল।

ব্রহ্মঃ পুঃ ২।১২।৮৪

ইহার ভাবার্থ—যে দিন যে মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে গমন করেন সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। পুরাবিদগণের এইরূপ অভিমত।

খ

২। শ্রীনাম ভাগবতম্ অবশ্যই অবগত আছেন যে বৃন্দদেশের পঞ্জিকাকারগণ “মাঘী পূর্ণিমা” তিথিকে কলিযুগের আত্মাতিথি বা প্রথমা তিথি বলেন। এবং মূহূর্ত্ত-চিন্তামণি নামক বিখ্যাত জ্যোতিষগ্রন্থ “মাঘী অমাবস্তাকে” প্রথমা তিথি বলেন। এবং স্বন্দ পুরাণ মাহেশ্বর খণ্ড (৫।১২৩) ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিকে কলিযুগের প্রথমা তিথি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীনামভাগবতম্ শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান তিথি হিসাবেই কলিযুগের প্রথমা তিথি ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি ছিল এই চতুর্থ অভিমত প্রকাশ করিলেন।

পঞ্জিকাকারগণ সহ (১) মাস (২) পক্ষ (৩) তিথি এই তিনটি বিষয়েই মত বৈধ হইল। কিন্তু স্বন্দ পুরাণ শ্রীনামভাগবতমের তিনটি নির্দ্ধারণ মধ্যে (১) ভাদ্রমাস এবং (২) কৃষ্ণপক্ষ এই দুইটি নির্দ্ধারণ সমর্থন করেন। কেবলমাত্র তিথি সম্বন্ধে বিরোধ রহিয়াছে। স্বন্দ পুরাণ বলেন “ত্রয়োদশী তিথি” শ্রীনামভাগবতম্ বলেন “অষ্টমী তিথি” মাত্র ৫টি তিথির দূরত্ব। শ্রীকৃষ্ণ যে একশত পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে লীলা সম্বরণ করিয়াছেন এবং অষ্টমী তিথিতে আবিভূত হইয়াছেন এই বিষয়ে মতবৈধ নাই, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথির হিসাবে তাঁহার তিরোভাব তিথি একশত পঁচিশ পূর্ণ বর্ষ বা যে কোন পূর্ণ বর্ষ হইলেই অষ্টমী তিথি হইবে এই বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ অল্প শাস্ত্র। অপর কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।

১০। শ্রীনাম ভাগবতমের সিদ্ধান্ত এই যে যখন ভারতীয় মানব সমাজে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান চরমে উঠিয়াছিল তখন “দ্বাপরশাংশ সংক্ষয়ে” অর্থাৎ—যখন দ্বাপর যুগ ক্ষয় হইয়া কলিযুগের স্পর্শ আসিতেছিল। সেই যুগ সন্ধিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ আবিভূত হইয়াছিলেন এবং কলিযুগের অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী সম্পূর্ণ ১২৫বর্ষ কাল তাঁহার লীলা সময়।

(১০)

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব বিশ্বের জাতি, বর্ণ, জ্ঞীপুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র মানব সমাজকে সর্ব বিষয়ে সমান অধিকার যুক্ত অতি সহজ সরল “ভাগবত ধর্ম” সংস্থাপন করিতে শুরসেন রাজ্যের রাজধানী মথুরা নিবাসী একমহা নির্যাাতীত সর্বহারা সজ্জন ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহার জনক যদুবংশীয় বহুদেব এবং জননী সূর্য্যা নাম্নী দেবকী, (সূর্য্যা নাম্নী চ দেবকী বৃঃ ধঃ পুঃ ১৬।৫।৬) হৃদীর্ঘ অষ্টবর্ষকাল কারারুদ্ধ ছিলেন। মথুরার তৎকালীন রাজা কংসের কারাগারেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃ ও মাতৃ বংশ উভয়েই গৌর বর্ণ বিশিষ্ট ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গৌর বর্ণ বিশিষ্ট জনক জননীর সন্তানরূপে জন্ম লইলেও তৎকালে সর্বধর্ম ও সর্ব-মানবাধিকার বঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রের গাত্রবর্ণে লীলাদেহ আচ্ছাদন করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

১১। শ্রীনামভাগবতম্ অবগত আছেন যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সময় হইতেই তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ লইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও গোপ সমাজে বহু আলোচনা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গিরি-ধারণ লীলায় তাঁহার অমাতুল্যিক শক্তি-দর্শনে নন্দ গোকুলের গোপগণ সন্দেহাকুলচিত্তে স্পষ্ট ভাবাতেই নন্দ ও যশোদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কৃষ্ণবর্ণপুত্রের পিতা এবং মাতা কে ?

গৌরবর্ণা যশোদে স্বং নন্দস্বং গৌরবর্ণধৃক্

অয়ং জাতঃ কৃষ্ণবর্ণ এতৎ কুল বিলক্ষণম্।

গর্গঃ গিঃ ৫।৫

ইহার ভাবার্থ :—“হে যশোদে হে নন্দ তোমরা উভয়েই গৌর বর্ণ তোমাদের পুত্র হইয়াছে কৃষ্ণবর্ণ ইহাত কুলধর্মের বিপরীত ঘটনা” বহুদেব ও দেবকী উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুত্র স্বীকার করিলেও ভারতীয় রাজত্ববর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে গৌরবর্ণ ক্ষত্রিয় বহুদেবের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত ছিলেন।

(২০)

বহুদেবাদ্ গৌরবর্ণাদয়ঃ শ্রামঃ কুতোহভবৎ

পিতামহোপি গৌরশ্চ দুঃখ হাশ্রমিদং বচঃ । গর্গঃ বিঃ ৭১৫

ইহার ভাবার্থ পিতাপিতামহাদিক্রমে বহুদেব গৌরবর্ণ তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ পুত্র হইল ইহা অতীব দুঃখের এবং হাশ্রমের কথা ।

তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের মনেও শ্রীকৃষ্ণের এই শ্রাম বর্ণত্ব হেতু একটা সন্দেহ জাগিয়াছিল তাঁহারা ইহার হেতু নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের গাত্রবর্ণ বাস্তবিক কৃষ্ণ বা শ্রামবর্ণ নহে ।

উহা উজ্জল বর্ণ যেমন সমুদ্র বা আকাশের বর্ণ শ্রাম নহে উহা উজ্জলবর্ণ বিধায় দূর হইতে শ্রামবর্ণ দেখা যায়, তদ্রূপ—

“জলং চাশ্বরং চোজ্জলং নাপিকৃষ্ণং” ।—গর্গঃ অশ্বঃ ৬১৪

তাঁহারা আরও একটা ব্যাখ্যা দিয়া বলিয়াছিলেন যে “শৃঙ্গার রসের” বর্ণ শ্রাম—“শ্রামংতু শৃঙ্গার রসশ্রুতপং”—গর্গঃ অশ্বঃ ৬১৪ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার রসের দেবতা সেই হেতু তাঁহার বর্ণ শ্রাম । আধুনিক অনেক মনীষী ব্যক্তির মনেও শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় বিষয়ে একটা সন্দেহ রহিয়াছে । সেই হেতু তাঁহারা এই কৃষ্ণ বর্ণত্বের একটা হেতু প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ কদাপি গৌরবর্ণ আর্ধ্য-বংশোদ্ভব ছিলেন না । তিনি অবশ্যই কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য বংশসম্ভূত ব্যক্তি । যেহেতু বেদেও কৃষ্ণ নামক এক অনার্য্য রাজার উপাখ্যান আছে । আবার শাস্ত্রমতে দণ্ডনীতির বর্ণও শ্রাম ।

যদি শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িককালে আর্ধ্যকূলে তিনিই একমাত্র কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি হইতেন তবে এই প্রথম তিন যুক্তির একটা মূল্য দেওয়া যাইত । কিন্তু দেখা যাইতেছে যে সেই যুগের আর্ধ্যকূলের সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিৎ শস্ত্রবিদ ও ধর্মবিৎ নরনারীর মধ্যে আরও অনেক কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি ছিলেন । তাঁহারা সকলেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত ভাগবত ধর্মের ও দুষ্ট দমনলীলার সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট যথা—(১) বেদব্যাস (২) শুকদেব

(২১)

(৩) দ্রোণাচার্য (৪) অর্জুন (৫) উদ্ধব (৬) অভিমন্যু (৭) পরীক্ষিত
(৮) প্রহ্লাদ (৯) অনিরুদ্ধ (১০) দ্রোণদী ও অন্ত্যাত্ম । স্বতরাং পূর্বোক্ত
তিনটি যুক্তির সারবস্তু কি স্বীকার যোগ্য ? স্বয়ং ভগবান্ নিজ
প্রয়োজনানুরূপ কালোচিত কৃষ্ণবর্ণ পরিবেশসহ পৃথিবীতে আবির্ভূত
হইয়াছিলেন । কারণ তাঁহার তিরোভাবের দিন হইতেই কৃষ্ণবর্ণ
শুদ্রযুগ বা কলিযুগ ভারতে আগমন করিয়াছিল । এবং এই কলিযুগেই
শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত ভাগবত ধর্ম বিভিন্ন নামে ও রূপে ও ভাষায় সারা
বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং এই ভাগবত ধর্ম প্রবর্তনে শাস্ত্র ও
শস্ত্রধারী বহু ছুষ্টির দমন হইয়াছিল এবং ইহার সম্যক আচরণ
প্রভাবেই “জীশূদ্বিজবন্ধু” জাতিকে নির্ধ্যাতন পাপে শূদ্রে বা দাসে
অবনমিত ।

“ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে ।”

১২। শ্রীনাম ভাগবতমের স্থচিস্তিত সিদ্ধান্ত এই যে কৃষ্ণের বিশ্ব
কল্যাণ লীলা সমূহের মুকুটমণি হইল তাঁহার শ্রীবন্দাবন লীলা ।
ইহা একটা দুষ্কর্মান্বিত অধঃপতিত সমাজকে কেবল মাত্র প্রেমের স্পর্শে
পরম শ্লাঘ্য সজ্জন ও ভাগবত সমাজে পরিবর্তিত করিবার চূড়ান্ত
দৃষ্টান্ত । শ্রীকৃষ্ণ আভীর গোপ পল্লীতে প্রবেশ কালে সেই সমাজের
নরনারীর নৈতিক অবস্থা ছিল এইরূপ :

“যদয়মে জনাঃ সর্কে পশুধর্মরতোঃসবাঃ

সোদর্ঘ্যা ভগিনীঃ স্বাক্তা জননীঃ তথাপরাম্”

“তস্তাঃ কুলে প্রসেবন্তে সর্কাঃ নারীঃ জনাঃ পরাম্”

“নাতজ্জানাতি কর্তব্যং ধর্মং স্বোদর-সংশ্রয়াং”

“অন্ত্যজাঅপি নো কর্ম যৎকুর্বন্তিবিগর্হিতম্

আভীরাস্তচ্চ কুর্বন্তি তৎ কিমেতদ্ধয়া কৃতম্”

—স্কঃ নাঃ ১২২।৩৫, ৩৬, ৩৮, ৩৯

(২২)

ইহার ভাবার্থ:—“যৌন সম্পর্কে সহোদরা ভগিনী ও জননী বাতীত অপর কোন নারী সম্বন্ধে ইহাদের কোন বিচার ছিল না। ইহাদের যৌন আচরণ পশুবৎ ছিল। নিজ নিজ উদর পোষণ বাতীত ইহাদের অপর কোন কর্তব্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না। নিভাস্ত অন্ত্যজ জাতির লোকও যে সব দুর্কর্ম্ম করিত না আভীরগণ সেই সমস্ত কুর্কর্ম্ম করিত।”

শ্রীকৃষ্ণ এই লীলায় পতিত গ্রাম্য গোপ সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সঙ্গে সমান প্রেমে গ্রাম্য ভাবেই মিশিতেন :

“গ্রাঠেমা সমং গ্রাম্যবদীশ চেষ্টিতঃ”—শ্রীভাঃ ১০।১৫।১০

এইরূপে গোপ সমাজে যোল আনা গোপাচার বিশিষ্ট হইয়াই তিনি এগার বৎসর এই সমাজে বাস করিয়া ইহাকে একটি আদর্শ সজ্জন সচ্চরিত্র ভাগবত সমাজে উন্নীত করিয়াছিলেন।

সপ্তম বর্ষেই স্বোদর পরায়ণ গোপ বালকগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন—

“এতাবজ্জন্ম সাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু

প্রাণৈরর্থৈর্ধিরা বাচা শ্রেয় এবাচরেৎসদা”—শ্রীভাঃ ১০।২২।৩৫

ইহার ভাবার্থ:—“নিজ প্রাণ, ধন, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা অপরের সেবা দ্বারাই মানবদেহ ধারণ সার্থক হয়।”

সপ্তম বর্ষেই স্বার্থপর বৃদ্ধ গোপগণকে শিখাইয়া ছিলেন অভাবগ্রস্ত-জনকে সুখাত্ত দানেই স্বোপার্জিত অর্থের সন্ধ্যায় হয় :—

“অন্নং বহু বিধং তে ভ্যো দেয়ং বো ধেনু দক্ষিণা

অগ্নেভ্যশ্চ স্বচাণাল পতিতেভ্যো যথার্থতঃ”

—শ্রীভাঃ ১০।২৪।২৭, ২৮

ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল, পতিত প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর মানুষকে প্রচুর পরিমাণ সুখাত্ত যথাযথ বিতরণ করিতে হইবে এবং এই বিতরণে গৃহ পালিত কুকুর প্রভৃতি পশুও বাদ পড়িবে না।

(২৩)

অষ্টম বর্ষে রাসলীলার প্রাকালে স্বাধীনা গোপীগণকে শিক্ষা
দিয়াছিলেন ভারতীয় সনাতন পাতিব্রত্যা ধর্ম বা পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম :

তত্ত্বশুশ্রূষণং জ্ঞীণাং পরোধর্মহুমায়া

তদ্বন্ধুনাঞ্চ কল্যাণঃ প্রজ্ঞানাঞ্চান্ন পোষণম্”

—শ্রীভা: ১০।২২।৩৪

ইহার ভাবার্থ :—অকপট ভাবে পতির এবং তাঁহার আত্মীয়গণের
শুশ্রূষা এবং সন্তানগণের পালন করাই জ্ঞীলোকদিগের পরম ধর্ম”

এবং “পশু-ধর্ম-রতোৎসবা” নারীগণকে সম্যকভাবে বুঝাইয়া
ছিলেন যে :—

অস্বর্গ্যমযশশ্চক্ষুঃ ক্ষুদ্রং কুচ্ছং ভয়াবহম্

জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র উপপত্যং কুলজিয়ঃ ।—শ্রীভা: ১০।২২।৩৬

ইহার ভাবার্থ :—উপপতি সেবা কুলজিগণের পক্ষে সর্বধা নিন্দনীয়
শ্রীকৃষ্ণের অমোঘ বাক্যের একটি অক্ষরও তাঁহার প্রিয় গোপ জনতাতে
বার্থ হয় নাই । স্বভাবহুর্ভূত গোপ সমাজকে অধিকতর দোষ যুক্ত
করিতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে যান নাই । গিয়াছিলেন সেই সমাজকে সর্ব
শুণযুক্ত ভাগবত সমাজে পরিণত করিতে ।

শ্রীরাসলীলার প্রারম্ভেই শ্রীকৃষ্ণ উর্বর গোপী ক্ষেত্রে যে পাতিব্রত্যা
এবং গার্হস্থ্য ধর্ম-নীতি বীজ বপন করিয়াছিলেন । তাহা অল্পদিন
মধ্যেই এক কল্প বৃক্ষে পরিণত হইয়া পরম পবিত্র ফল প্রদান
করিয়াছিল । শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগের পাঁচ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণের
দয়িত সখা পরম ভাগবত শ্রীউদ্ধব তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া উচ্ছসিত কণ্ঠে
বলিয়াছিলেন :

কেমা: স্ত্রিয়ো বনচরী ব্যাভিচার দুষ্টা:

কৃক্ষে কটৈষ পরমাত্মনি রূঢ় ভাব:

—শ্রীভা: ১০।৪৭।৫২

ইহার ভাবার্থ :—এতকাল যে বনচারিণী গোপীদিগকে ব্যাভিচার

দুষ্টা জানিয়াছি আজ তাঁহাদিকে পরম পবিত্রা পতিব্রতা ভাগবত নারীরূপে দেখিতেছি। মহাবুদ্ধিমান উদ্ধবের জানা অগ্ন্যাগ্ন নারী সমাজের সঙ্গে তুলনা করিয়া এই নন্দ ব্রজের গোপীগণের পতিব্রতা ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়া আবার বলিয়াছিলেন :

বন্দে নন্দ ব্রজ স্ত্রীণাং পাদপদ্মমভীক্ষণঃ

যাসাং হরিকথোদগীতং পুন্যতি ভুবন ত্রয়ম্—শ্রীভাঃ ১০।৪৭।৬৩

ইহার ভাবার্থ :—যাঁহাদের হরিকথাগান ত্রিভুবন পবিত্র করিতে সমর্থ সেই নন্দ ব্রজের গোপীগণের পাদপদ্ম বন্দনা করি। এই শ্লোক নরোত্তম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অমোঘ বাক্য ও পবিত্র সঙ্গেরই মাহাত্ম্য কীর্তন মাত্র। মহা-বিষধর সর্প ও স্বাপদ সম্বল বৃন্দাবনের জলস্থল যেমন শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বদোষ বিমুক্ত হইয়াছিল বৃন্দাবন বাসী গোপ সমাজের ভিতর বাহির ও তদ্রূপ সর্বদোষ শূন্য পবিত্র আদর্শ ভারতীয় ভাগবত সমাজে পরিণত হইয়াছিল। এই সত্য অস্বীকার করা কৃষ্ণ নিন্দারই নামান্তর। ইহা হইল শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রাকৃত, লৌকিকী ব্যবহারিকী, বা স্থলবুদ্ধি সংসারি জনসাধারণের বোধগম্য লীলা কথা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি উচ্চাধিকারীগণের বোধগম্য ব্যাখ্যাও তত্ত্ববিদগণ করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনের মানব সমাজ দূরের কথা পশুপক্ষী বৃক্ষলতা নদী পর্বত ও শ্রীকৃষ্ণের পাদরেণু স্পর্শে পরমপুণ্য ভাগবত জীবনলাভ করিয়াছিল। সেই হেতুই শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রাদিনে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে যে ক্রন্দন রোল উঠিয়া ছিল এই পাঁচ সহস্র বৎসর পরেও তাহা ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে :

(১) আধুনিক যুগে মহাত্মা গান্ধীর হরিজন পল্লীতে বাসও শ্রীকৃষ্ণভূসরণ বলিলে অভ্যক্তি হইবে না।

(২৫)

তুঁহ রহলি মধুপুর

ব্রজ-কুল আকুল

দুহুল কলরব

কাহ্ন কাহ্ন করি ব্লুর

১৩। শ্রীনাথ ভাগবতম্ পুণ্যলোক শ্রীকৃষ্ণের মথুরা, দ্বারাবতী ও পিণ্ডারক লীলার নিম্ন বর্ণিত রূপে আশ্বাদন করিয়াছেন। মানব-সমাজের কল্যাণব্রতী ব্যক্তি সিংহাসনে বা কোন উচ্চ রাজকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলেও সর্বাধিক জগন্মঙ্গল করিতে পারেন। দুষ্ট কংস বধের পর শ্রীকৃষ্ণ তৎকালীন বিধিমতে মথুরা রাজ্যের অধিকারী হইলেও স্বয়ং রাজা না হইয়া কংস কর্তৃক রাজ্যচ্যুত তৎপিতা ও নিজ জ্যেষ্ঠ-মাতামহ বৃদ্ধ উগ্রসেনকেই মথুরা সিংহাসন দান করেন।

মাতামহবৃদ্ধসেনং যদুনামকরোমৃপম্—শ্রীভাঃ ১০।৪৫।১২
এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাহুবলে সেই বৃদ্ধকে বিশ্বজয়ী মহারাজা করিবেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে ভৃত্যের গ্ৰায় চিরদিন সেবা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

ময়িভৃত্য উপাসীনে ভবতো বিবুধাদয়ঃ

বলিং হরন্ত্যবনতাঃ কিমুতান্তে নরধিপাঃ।—শ্রীভাঃ ১০।৪৫।১৪

শ্রীকৃষ্ণ একাদশ বর্ষ মথুরাবাসের পরে ভারত পরিত্যাগ করেন এবং পশ্চিম সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বারাবতী দ্বীপে যাদব উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথায় এক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এবং নিজ পরিকল্পিত এই নব রাষ্ট্রেও বৃদ্ধ উগ্রসেনকেই রাজা করেন এবং প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি প্রধান উপদেষ্টা প্রভৃতি সমস্ত মর্যাদা পূর্ণ রাজকীয় পদে বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং সাধারণ অল্পগত প্রজা-রূপেই সেই রাষ্ট্রে চিরদিন বাস করিয়াছিলেন।

উগ্রসেনং নরপতিং কাশ্চং চাপি পুরোহিতম্

সেনাপতিমনাধুষ্টিং বিকঙ্কং মন্ত্রি পুঙ্গবম্

(২৬)

ষাদবানাং কুল করান্ স্থবিরান্ দশ তত্র বৈ
মতিমান্ স্থাপয়ামাস সৰ্ব্ব কার্যেধনন্তরান্ ।

হরিঃ বিঃ ৫৮৮১

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাল্যের আশ্রয়দাতা উচ্ছৃঙ্খল আত্মীয় গোপজাতির কল্যাণার্থ এই কুল হইতেই বিশ্বজয়ী শৃঙ্খল নারায়ণী সেনা সংগঠন করেন এবং নিজ পুত্র প্রহ্লাদের নেতৃত্বে সমগ্র জম্বুদ্বীপ জয় করিয়া রাজা উগ্রসেনের রাজস্বয়ম্বজ্ঞ এবং পৌত্র অনিরুদ্ধের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার সমগ্র ভারত জয় করিয়া তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বৈচ্ছায় স্বয়ং অ-রাজা থাকিয়া বহু ব্যক্তিকে বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্যের রাজা করিয়াছেন। স্বয়ং অ-রাজা থাকিবার জন্ত বিদর্ভ স্বয়ম্বরে এবং যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞ সভায় বহু নিন্দিত ও অপমানিত হইয়াছেন তবুও নীতির বশবর্তী হইয়া স্বয়ং রাজা বা কোন রাজপুরুষ হন নাই। এহেন আদর্শ নীতিবাদী অ-রাজা শ্রীকৃষ্ণের চূড়ান্ত নিন্দাই হইল তাহাকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা সাজান এবং অথগু ব্রহ্মচারী এবং অবরুদ্ধ-সৌরত কৃষ্ণকে পরদার সেবী সাজান।

সম্ভবতঃ এই অনবদ্য চরিত্র বিশ্ব-নমস্তনরোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে লোক-চক্ষুতে হীন করিবার অসহুদেগ্ধে কোন কূটবুদ্ধি কৃষ্ণদেবী-সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সর্বশাস্ত্র বিরুদ্ধ নানা কাল্পনিক মিথ্যা কাহিনী ও সঙ্গীতাদি জন-সমাজে রটনা করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের জগৎ-পবিত্রকারী লীলা-গানের মধ্যে মধ্যে প্রচারের কূট কৌশলে এই কৃষ্ণনিন্দা প্রবেশ করাইয়াছেন। কালক্রমে সেই অসত্য ও ছুরভিসন্ধিমূলক প্রচারই অল্প জনসমাজ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে ও তাহা অবলম্বনে আরও কত গীতাदि পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত তথাকথিত কৃষ্ণলীলার অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও কেহ কেহ করিয়াছেন।

(২৭)

এইরূপে কূট-কৌশলে প্রচারিত কৃষ্ণ নিন্দার দৃষ্টান্ত মধ্যে একটি হইল
শ্বেচ্ছায় অ-রাজা শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষুদ্র মথুরার রাজা সাজান এবং স্বৈরীণী
কুব্জাকে তাঁহার পাটরাণী সাজাইয়া নানা কুৎসিত রন্ধরস সৃষ্টি।
এই কূট প্রচারে এক টিলেই দুই পাখি মারা হইয়াছে।

১৪। শ্রীনাম ভাগবতমের অভিমত এই যে শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত ধর্ম
প্রবর্তন দ্বারা বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দুই বিরুদ্ধ ধর্মাচারের সমন্বয়
সাধন করিয়া বহুধা বিভক্ত ভারতীয় সমাজকে যুক্ত করিয়াছিলেন।
ভাগবত ধর্ম কাহাকে বলে?

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে

অঙ্গঃ পুংসামবিহুবাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্।

—শ্রীভাঃ ১১।২।৩৪

ইহার ভাবার্থঃ—মূর্খ জনসাধারণ যাহাতে অনায়াসে আত্মলাভ
করিতে পারে সেই নিমিত্ত ভগবান্ যে সমস্ত উপায় উপদেশ করিয়াছেন
সেই সকলকে ভাগবত ধর্ম জানিবে।

এক কথায় ভাগবত ধর্মের অপর নাম স্বয়ং ভগবৎ কথিত-ধর্ম।
ভাগবত-ধর্ম প্রচারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভারতের ধর্মজীবন ও
সামাজিক ইতিহাস সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল। ষাণ্ময় যুগান্তে
উদ্ভূত ভারতীয় দৃষ্ট রাজশ্রবণের স্বার্থে তৎবৃত্তিভোগী এবং অতীব
স্থিতিশীল মনোবৃত্তি সম্পন্ন পণ্ডিতগণ শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন—

শ্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরাঃ

—শ্রীভাঃ ১।৪।২৫

ইহার ভাবার্থ বর্ণাশ্রমী ভারতের গৌরবর্ণ দ্বি-জাতি অর্থাৎ
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সমস্ত নারী এবং কৃষ্ণবর্ণ (এক
জাতি) অর্থাৎ শূদ্র জাতির সমস্ত নারী-পুরুষ এবং উপরোক্ত
তিনটি দ্বি-জাতি মধ্যে যে সমস্ত পুরুষ পূর্বোক্ত দৃষ্ট রাজশ্রবণের

(২৮)

অল্পগত ও যুক্তিহীন আচার বিচারসম্পন্ন পণ্ডিতগণের শাস্ত্র ব্যাখ্যা মানিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন—তাহাদিগকে “বিজবন্ধু” অর্থাৎ “জঘন্য বিজ্ঞ” নাম প্রদান করিয়া বৈদিক সমাজ হইতে বহিস্কার করা হইয়াছিল।” অর্থাৎ এই জ্ঞী, শূদ্র ও বিজবন্ধু জাতীয় ব্যক্তিগণ “ওঁকার” প্রভৃতি সর্ব বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ বা শ্রবণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। শুধু এই আইন বা শাস্ত্র প্রচার করিয়াই তাঁহারা নিবৃত্ত হয়েন নাই। মানব সমাজের অর্ধেক জ্ঞী জাতি এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ শূদ্র জাতিকে চিরকাল পশুতুল্য অসহায় ও মূর্থ রাখিবার অসহুদেয়ে আরও নৃশংস শাস্ত্র বা আইন প্রণীত ও ছুষ্ট রাজশক্তির সাহায্যে প্রতি রাজ্যে প্রবর্তিত হইয়াছিল এই আইনের মধ্যে একটি মাত্র নিম্নে লিখিত হইল—

জপ স্তপ স্তীর্থ যাত্রা প্রব্রজ্যামন্ত্রসাধনম্

দেবতারাধনাক্ষেব স্ত্রীশূদ্র পতনানিষট্ (অত্রিসংহিতা)

ইহার ভাবার্থ—(১) জপ (২) তপস্যা (৩) তীর্থ যাত্রা (৪) সন্ন্যাস (৫) কোন মন্ত্র সাধন (৬) কোন দেবতার আরাধনা এই ছয়টি কার্য জ্ঞীজাতি ও শূদ্র জাতির পক্ষে মহা অপরাধ গণ্য হইয়াছিল অর্থাৎ উপরোক্ত কোন “দুষ্কার্য” করিলে সেই অপরাধি শূদ্র ও নারী সমাজে পতিত দাস ও দাসী বলিয়া গণ্য হইত। এবং এই দাস ও দাসী প্রকাশ্য বাজারে পশুর ত্রায় ক্রীত বিক্রীত হইত। সামাজিক কোন বিষয়ে এই দাসদের কোন অধিকার ছিল না। এমন কি ইচ্ছামত ধনোপার্জনের স্বোপার্জিত ধনের দান বা ব্যয়েও তাহাদের কোন অধিকার ছিল না। এই শাস্ত্রের প্রণেতা ছিলেন (পণ্ডিত) ব্রাহ্মণ এবং প্রয়োক্তা ছিলেন (কুলীন) ক্ষত্রিয় এবং সহায়ক ছিলেন (ধনী) বৈশ্য সম্ভবতঃ চৈতন্য চারিতামৃত কার তাঁহার সমসাময়িক এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

“পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান।”

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর, বুদ্ধিমান, ক্ষমতাবান ও অর্থবান সংখ্যান্ন সম্প্রদায় যখন সম্ভবদ্বা ভাবে মূৰ্খ দরিদ্র ও বহু শ্রেণীতে বিভক্ত সংখ্যাগুরু ভারতীয় জনতার উপর ধর্মের নামে এইরূপ অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে পশুতে পরিণত করিতে ছিলেন তখন এই নির্যাতনের প্রতিবাদ করিবার অপর কোন শক্তি ভারতে ছিল না।

১৫। শ্রীনাম ভাগবতের আরও অভিমত এই যে দ্বী শূদ্র ও দ্বিজবন্ধু জাতির প্রতি এই অত্যাচারের প্রথম প্রতিবাদ আসিয়াছিল বহির্ভারত হইতে। কৈলাসশিখরাসীন দেবদেব জগদগুরু সদাশিব ইহার প্রথম প্রতিবাদ করিলেন—তন্ত্রশাস্ত্রের মাধ্যমে। তিনি ঘোষণা করিলেন কলিযুগের মানব অল্পধীঃ ও অল্পশক্তি সম্পন্ন স্ততরাং বেদাচার পালনে অসমর্থ। তাই তন্ত্রশাস্ত্র স্পষ্টভাষায় প্রচার করিলেন আগত-প্রায় কলিযুগে বেদ পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের কোনই মূল্য নাই। সত্য ত্রেতাাদি যুগে তাহার মূল্য ছিল কলিযুগে নিকিষ সর্পের গ্নায় ঐ শাস্ত্রসমূহ নিকীর্ষ্য ও মৃত-তুল্য”

নিকীর্ষ্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগাইব

সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব’

মহানির্বাণ তন্ত্রঃ ২।১৫

তন্ত্রশাস্ত্র আরও প্রচার করিলেন কলিযুগে যে ব্যক্তি তন্ত্রোক্ত মার্গ উল্লঙ্ঘন পূর্বক অগ্র পথের পথিক হয় তাহার সদগতি হয় না ইহা সম্পূর্ণ সত্য ইহাতে মোটেই সন্দেহ নাই।

কলাবাগমুল্লঙ্ঘ্য যোহগ্র মার্গে প্রবর্ততে

ন তশ্চ গতিরন্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ

মঃ নিঃতঃ ২।২

সদাশিবের এই বাণী মহাবাত্যার গ্নায় ভারতে প্রবেশ করিল।

(৩০)

দলে দলে ভারতীয় নির্যাতিত জনতা এই উদার তান্ত্রিক ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বৈদিক চাতুর্ভূজ সমাজ ভাঙ্গিয়া পঞ্চবর্ণবিশিষ্ট তান্ত্রিক সমাজ সৃষ্ট হইল। (১) ব্রাহ্মণ (২) ক্ষত্রিয় (৩) বৈশ্য (৪) শূদ্র ও (৫) সামান্য। এই পঞ্চ বর্ণ।

কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকীর্তিতাঃ

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এবচ

মঃ নিঃ তঃ ৮।৫

বৈদিক সমাজে ছিল চারি আশ্রম—(১) ব্রহ্মচর্য্য (২) গার্হস্থ্য (৩) বাণপ্রস্থ ও (৪) সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম মধ্যে তান্ত্রিক সমাজে মাত্র দুইটি আশ্রম স্বীকৃত হইল—(১) গার্হস্থ্য ও (২) সন্ন্যাস।

ব্রহ্মচর্য্যশ্রমো নাস্তি বাণপ্রস্থোহপি ন প্রিয়ে

গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমো দ্বৌ কলৌযুগে

মঃ নিঃ তঃ ৮।৮

সুতরাং বর্ণাশ্রমী বৈদিক সমাজের বর্ণ ও আশ্রম ব্যবস্থা অস্বীকৃত হইল এবং চারিবর্ণ স্থলে পাঁচবর্ণ এবং চারি আশ্রমস্থলে দুইটি মাত্র আশ্রম হইল। বৈদিক সমাজের সংখ্যান্ন প্রেণী কম্পিত হইলেন ভারতীয় সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। তন্ত্র আরও ঘোষণা করিলেন যে তন্ত্রোক্ত পূজায় মন্ত্রে, আচারে-বিচারে নরনারী নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের সমান অধিকার কেহ কাহাকে এই ধর্ম হইতে বহিস্কার করিতে পারিবে না বা এই নব ধর্ম গ্রহণে বাধা দিতে পারিবে না—

“বিপ্রা বিপ্রোত্তরাষ্টৈব সর্বেহপ্যজ্ঞাধিকারিনঃ”

মঃ নিঃ তঃ ৩।১৪২

সুতরাং পূর্বোক্ত ‘জপ-স্তপস্তীর্থযাত্রা’ প্রমুখ বেআইনী আইন-সমূহের কোনই মর্যাদা রহিল না।

(৩১)

পরবর্তীকালে এই তত্ত্বোক্ত ধর্মের সমর্থক হইলেন শ্রীকৃষ্ণ সেই
হেতু তত্ত্বশাস্ত্রের অপর নাম হইল “আগম শাস্ত্র ।”

আগতং শব্দবক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজা শ্রুতো

মতঞ্চ বাসুদেবশ্চ তস্মাদাগম উচ্যতে—প্রাঃ তোঃ তঃ ১৩

এই তত্ত্বশাস্ত্র শিব মুখ হইতে আগত হইয়াছিল। দেবী ভগবতী
ইহার প্রথম শ্রোত্রী এবং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন—
সেই হেতু এই তত্ত্বশাস্ত্রের অপর নাম আগম শাস্ত্র ।

১৬। শ্রীনাম ভাগবতম আরও অভিমত প্রকাশ করিতেছেন
যে অনেক দুষ্ট রাজাও নিজ দুষ্ট-অভিসন্ধি সাধন জন্ত তান্ত্রিক ধর্ম
গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই তান্ত্রিক আচারের মধ্যেও
বহু প্রকার দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল। তান্ত্রিক সাধনার তৎকালীন
কেন্দ্র বারাণসীর রাজা হৃদক্ষিণের প্ররোচনায় তথাকার তান্ত্রিক
ব্রাহ্মণগণ অভিচার প্রয়োগে শ্রীকৃষ্ণকে নিধন করিতে চেষ্টা করিয়া
বারাণসী পুরীসহ বজ্রমান ও পুরোহিত সকলেই ভস্মীভূত হইয়া-
ছিলেন।

বারাণসীঃ পরিসমেত্য হৃদক্ষিণঃ তং

সদ্বিগ্জনং সমদহৎ স্বকৃতোহভিচারঃ—শ্রীভাঃ ১০।৬৬।৪০

শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতধর্ম প্রবর্তন দ্বারা বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দুই বিরুদ্ধ
মতবাদের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতধর্মে বৈদিকী ও
তান্ত্রিকী উভয় মতের পূজাই সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন উভয় পথেই
সিদ্ধি-লাভ করা যায়।

১। এবং-ক্রিয়াযোগপঠৈঃ পুমান্ বৈদিক তান্ত্রিকৈঃ

অর্চন্ ভয়তঃ সিদ্ধিং যন্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্

শ্রীভাঃ ১১।২৭।৪২

(৩২)

শ্রীকৃষ্ণ অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য এবং কাম, ক্রোধ ও লোভ হীনতা এবং সর্বভূতের কল্যাণ কার্য্য করাই সর্ব বর্ণের সমান ধর্ম্ম উপদেশ করিলেন ।

২ । অহিংসা সত্যমশ্বেয়মকামক্রোধলোভতা

ভূতপ্রিয়-হিতেহা চ ধর্ম্মোহয়ং সার্ববর্ণিকঃ

শ্রীভাঃ ১১।১৭।২১

শ্রীকৃষ্ণ পৌরাণিক বা অন্যান্যভক্ত-কৃত স্তবস্ততি দ্বারা ভগবৎ উপাসনা এবং ভগবানের করুণা প্রার্থনা করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামই পূজার প্রধান উপকরণ বলিলেন ।

৩ । স্তবৈরুচ্চাবটৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি

স্তম্বা প্রসীদ ভগবন্নীতি বন্দেত দণ্ডবৎ” শ্রীভাঃ ১১।২৭।৪৫

শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিলেন জাতি, কুল, মান, বিদ্ভা, অর্থ প্রভৃতি কোন গুণ না থাকিলেও একমাত্র শ্রদ্ধাজনিত ভক্তিদ্বারাই আত্মা বা ভগবানকে পাওয়া যায় এবং অতি হীন জাতিও ভক্তিদ্বারা পরম পবিত্র হইয়া থাকে ।

৪ । ভক্ত্যাহমেকস্মা গ্রাহ্যং শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্

ভক্তিং পুনাতি ময়িষ্ঠা শ্বপাকানপিসম্ভবাৎ

শ্রীভাঃ ১১।১৪।২১

শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত ধর্ম্মাবলম্বীকে অর্থ উপার্জন সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করিয়া বলিলেন যে কুপথে অর্জিত অর্থ দ্বারা কদাচ সুখ হয় না দুঃখতদের অর্থদ্বারা ইহকালে অন্ততাপ ও অশান্তি ভোগ হয় এবং পরকালে নরক ভোগ হয়—এইমাত্র লাভ ।

৫ । প্রায়োনার্থাঃ কদম্ব্যাণাং ন সুখায় কদাচন

ইহ আত্মোপতাপায় যুতশ্চ নরকায় চ শ্রীভাঃ ১১।২৩।১৫

সংক্ষেপতঃ—ইহাই ভাগবত ধর্ম্মাচারের মূল নীতি । এই ধর্ম্মাচরণে কাহারও সঙ্গে বিরোধ বাধিতে পারে না ।

(৩৩)

১৭। শ্রীনাম ভাগবতম্ লক্ষ্য করিয়াছেন যে—তাত্ত্বিক ধর্ম কেবল ভারতীয় পঞ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু ভাগবত ধর্ম অ-ভারতীয় স্বেচ্ছ যবন প্রভৃতি সমাজের ব্যক্তিগণকেও এই ধর্ম গ্রহণের অধিকার দিয়াছেন—

কিরাত হনাক্সপুলিন্দ পুঙ্কসা আভীর কঙ্কায়বনা খনাদয়ঃ

বেহন্তেচপাপা বহুপাশ্রয়াশ্রয়া শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্যবেনমঃ

ভাগবত ধর্মের আচার্য্য পদেও কোন বর্ণ বা জাতি বিশেষের একচেটিয়া অধিকার ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ লীলা-সম্বরণের পূর্বে অব্রাহ্মণ উদ্ধবকে ভাগবত ধর্মের প্রধান আচার্য্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। (গর্গঃ মঃ ২৪।৭৬) এবং বৈদিক ধর্মের প্রধান কেন্দ্র বদরিকাশ্রমের ঋষিকুলে তাঁহাকে এই ধর্ম প্রচারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীভাঃ ১১।২২।৪১,৪৪

১৮। শ্রীনাম ভাগবতম্ আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে বৈদিক ধর্মে নির্দিষ্ট তিনটি বর্ণের ব্যক্তি ব্যতীত অপরের প্রবেশ অধিকার ছিলনা। তাত্ত্বিক ধর্মে ভারতীয় পঞ্চবর্ণের অতিরিক্ত কাহারও প্রবেশ অধিকার ছিলনা। কিন্তু ভাগবত ধর্মগ্রহণে কোন জাতি বর্ণ বা কুলের বাধা ছিলনা। বাধা ছিল ব্যক্তিগত চরিত্রের। যে কোন বর্ণের বা জাতির দাস্তিক, নাস্তিক, শঠ, ভক্তিহীন, পিতৃমাতৃ প্রভৃতি গুরু শুশ্রূষাবিহীন এবং দুর্বিনীত ব্যক্তির এই ধর্মে প্রবেশাধিকার ছিলনা।

নৈতত্বয়া দাস্তিকায় নাস্তিকায়, শঠায় চ

অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাম্ শ্রীভাঃ ১১।২২।৩০

ভাগবত ধর্ম জাতি বা বর্ণ বা পদমর্যাদার উপরে স্থান দিয়াছেন ব্যক্তিগত সদাচার ও সচ্চরিত্রতার।

১৯। শ্রীনাম ভাগবতম্ আবিষ্কার করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ নরলীলায় অবস্থান কালে দুইবার এবং তাঁহার তিরোভাবে অর্দ্ধশতাব্দি

মধ্যে আর একবার ভারতীয় সাংস্কৃতিক অভিযান সমগ্র জম্মুদ্বীপ বা এসিয়া মহাদেশ জয় করিয়াছিল। প্রথম অভিযানের নেতা প্রহ্লাদ (গর্গ: বি: ২৩৪৮) দ্বিতীয় অভিযানের নেতা অর্জুন (মভা: সভা: ২৮১৮) এবং তৃতীয় অভিযানের নেতা পরীক্ষিত—(শ্রীভা: ১১৬১৪-১৫ পরীক্ষিতের অভিযানের যে বিবরণ শ্রীভাগবতে আছে তাহাতে জানা যায় যে পূর্বে ভদ্রাশ্ব-বর্ষের (চীনের) রাজধানী চন্দ্রাবতীপুর (পিকিং) হইতে পশ্চিমে কেতুমাল-বর্ষের রাজধানী মন্থ-শালিনীপুর (মক্কা) পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগে শ্রীকৃষ্ণ কথা সম্যকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল এবং ঐ ঐ দেশের গায়কগণ সর্বত্র কৃষ্ণলীলা গান করিতেন।

১। ভদ্রাশ্ব কেতুমালঞ্চ ভারতং চোত্তরান্ কুরুণ্
কিম্পুরুষাদিনি বর্ষাণি বিজিত্য জগৃহে বলিম্

২। তত্র তত্রোপশ্ৰয়ান: স্বপূর্বেবাং মহাত্মনাম্
প্রগীয়মানঞ্চ যশ: কৃষ্ণ মাহাত্ম্য সূচকম্

৩। তেভ্য: পরম সংহৃষ্টে শ্রীতুজ্জ্বলিত লোচন:
মহা ধনানি বাসাসি দদৌ হারান্নহামনা:

শ্রীভা: ১১৬১২, ১৩, ১৫

ইহার ভাবার্থ—পরীক্ষিত দিগ্বিজয় উপলক্ষে এশিয়ার যে কোন দেশেই গিয়াছেন সেই সেই দেশেই কৃষ্ণমাহাত্ম্য সূচক গান শ্রবণ করিয়া শ্রীতিসহকারে গায়কদের মহামূল্য পুরস্কার দিয়াছেন।

এই বিবরণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পরীক্ষিত এই সমস্ত দেশে গমন করিবার পূর্বেই ঐ সমস্ত দেশে কৃষ্ণলীলা কথা এবং ভাগবত ধর্ম প্রবেশ করিয়াছিল এবং সঙ্গীতাদির মাধ্যমে ঐ কৃষ্ণকথা জনসাধারণে প্রচারিত হইত।

২০। শ্রীনাম ভাগবতমের অভিমত শ্রীভাগবত বর্ণিত মত রাজা পরীক্ষিত কেতুমাল বর্ষে যে কৃষ্ণলীলা গান শুনিয়াছিলেন তাহার

(৩৫)

প্রমাণ ঐ বর্ষে অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে উদ্ভূত (১) ইহুদী বাইবেল (Old Testament) (২) খ্রীষ্টিয়ান বাইবেল (New Testament) এবং আরব দেশে অবতীর্ণ (৩) আল্ কোরআন্ গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবেই রহিয়াছে। এই প্রস্তাবনায় তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব। অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা হইতেছে। ইহুদী বাইবেলের অন্তর্গত (Songs of Solomon) “সলোমনের সঙ্গীত” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

“I am black but comely O Ye,
daughters of Jerusalem.” Ch. 1.5

“Look not upon me because I am black. Ch. 1-6.

এই স্থানে প্রশ্ন হয় জেরুসালেমের এই কৃষ্ণ স্তম্ভর পুরুষটি কে ? ইহুদী রাজা সলোমন এবং সেই দেশের অধিবাসীরা সকলেই গৌরবর্ণ এই “black but comely”; পুরুষটি অবশ্যই সেই পুরাতন ভূবন-মোহন কৃষ্ণ ঋষিহারা লীলাকথা পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বে রাজা পরীক্ষিত ঐদেশে গুনিয়াছিলেন। এই কথা কেহ বলিলে কি অযৌক্তিক হইবে ?

জার্মান পণ্ডিত ডাঃ লবিন্সর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় শ্রীমদ্ভগদগীতা অনুবাদ করেন। ঐ পুস্তকের পরিশিষ্টে তিনি দেখাইয়াছেন যে বাইবেলে শ্রীকৃষ্ণ কথিত গীতার অন্ততঃ এক-শতটি বাক্যের ভাব ও শব্দ সাদৃশ্য আছে। এই শব্দ ও ভাব সাদৃশ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে শ্রীগীতা ঐ সমস্ত ভাব বাইবেল হইতে লইয়াছেন। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু পণ্ডিত ব্যক্তি প্রমাণ করিয়াছেন যে গীতা গ্রন্থ বাইবেল হইতে বহুশত বৎসরের পুরাতন স্মরণ্য এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য হয় যে ঐ এক-শতটি বাক্যের জ্ঞান বাইবেলই শ্রীগীতার নিকট ঋণী। স্মরণ্য বাইবেলের দেশে শ্রীকৃষ্ণ কথিত গীতার প্রবেশ পূর্বেই হইয়াছিল।

(৩৬)

খ্রীষ্টিয় বাইবেল গ্রন্থের কিঞ্চিদধিক ৬০০ বৎসর পরে আরব দেশে কোরআন্ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়। এই গ্রন্থের মধ্যেও শত শত কৃষ্ণকথা লুকায়িত রহিয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীভাগবত, মহাভারত ও উপনিষদাদি গ্রন্থ এবং আল্ কোরআন্ পড়িয়াছেন তাহারা অবশ্যই ইহা স্বীকার করিবেন।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ “খণ্ডিত ভারত” নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন “আরবের অধিবাসীগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। কিতাবলবুধ ও বিলাওয়াহর ওয়া বুদাসিফ্” নামক দুইটি পুস্তক হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাহাদের কৃত বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে সিন্ধিন্ধ (সিন্ধান্ত) শব্দ (শুশ্রূত) ও স্রাক্ (চরক) গল্প সাহিত্যে “কালিলাহ্ দামনাহ্” (পঞ্চতন্ত্র) কিতাব সিন্ধাবাদ, নীতিশাস্ত্রে “শ্রানক” (চাণক্য) বিদ্যা (হিতোপদেশ) প্রভৃতি পুস্তক ছাড়াও ন্যায়শাস্ত্র ও সামরিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক হিন্দু গ্রন্থ হইতে অনুদিত হয়।”

“যে সমস্ত জাতির সংস্পর্শে ইহারা আসিতেন তাহাদের আচার ব্যবহার জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ইহাদের কৌতুহলের অবধি ছিল না” (খণ্ডিত ভারত—ধর্ম—৩৭ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত উক্তির সঙ্গে মাত্র ২১৪টি কথা যোগ করিলেই শ্রীনাম ভাগবতমের বক্তব্য বলা হইবে। আরবী “শব্দদের” মধ্যে যেমন সংস্কৃত “শুশ্রূত” লুকাইয়া রহিয়াছেন ‘স্রাক্’-এর মধ্যে যেমন ‘চরক’ ‘শ্রানক্’-এর মধ্যে যেমন (চাণক্য) রহিয়াছেন, ঠিক তেমনি ভাবেই (১) আল্হাম্‌মুলিল্লাহে (আল্‌কোরআন্ ১১১) (ক) এর মধ্যে

(ক) বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই সম্যক প্রশংসা—আঃ কোঃ গিরীশ সেন।

(৩৭)

“যশ্চনাম মহদ্ যশঃ” (খেতঃ উঃ ৪।১২) লুকাইয়া রহিয়াছে (২) ‘এহেদিনা সেরাতল্ মুস্তাকিম্’ (কোর ১।৫) (খ) এর মধ্যে “অগ্নে নয় হুপথা রায়ে অশ্বান্” (ঈশঃ উঃ ১৮) লুকাইয়া আছে (৩) “সেরাতল্ লাজিনাআন্ আমতা আলায়হীম্” (কোর ১।৬) (গ) এর মধ্যে “মহাজনো যেন গতঃ স পহা” (মভাঃ বন ১১৩।১১৭) লুকাইয়া আছে, কারীমের মধ্যে বিষ্ণুসহস্র নাম স্তবের “কৃষ্ণ”, “সাবুরের” মধ্যে ‘সহিষ্ণু’, ‘সাকুরের’ মধ্যে ‘কৃতজ্ঞ’; ‘সাহিদের’ মধ্যে ‘সাক্ষি’, হাক্ক’ এর মধ্যে ‘সত্য’ নাম লুকাইয়া রহিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা দ্বারা আরবের সঙ্গে গৌতম বুদ্ধেরও আড়াই সহস্র বৎসর পূর্বে ভাগবত ধর্ম প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কই প্রমাণিত হয়।

২০। শ্রীনাম ভাগবতম্ শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সন্ধিহান ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টি স্বাধীনভারত বিখ্যাত শ্রী কে, এম্, মুন্সীর নিম্নলিখিত মন্তব্যের প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন।

“There is now a general consensus of opinion in favour of the historicity of Krishna. Many also hold the view that Vasudeva, the Yadav hero, the cowhard of Gokul, the councillor of the Pandavas, and the great philosopher of the Bhagavat-Gita or in short Krishna of the Puranaas and Krishna of the Mahabharat were one and the same person.”

The Vedic Age. Vol I. Page 229. By R. C. Mozumder. C/o Glory that was Guzardesh. by K. M. Munshî.

শ্রীকৃষ্ণার্ণগমস্তু

(খ) Show us the Straight path—M. M. Pickthal.

(গ) The way of those on whom thou past bestowed.
Thy Grace. A. Yusufalî.

কৃতজ্ঞতা

এই গ্রন্থ প্রণয়ণে যে সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হইতে গ্রন্থকার নানা-প্রকার সাহায্য লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে সর্বপ্রথমে নামোল্লেখ করিতেছেন মেদিনীপুর নারী মহা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা গ্রন্থকারের কন্যা প্রতিমা কল্যাণীয়া কুমারী সুনীলা মণ্ডল, M.A. B.T.র। তাহার উৎসাহ, উদ্বীপনা ও নানা-প্রকার সাহায্য ব্যতীত এই বৃদ্ধ বয়সে এই গ্রন্থ সঙ্কলনের বিপুল শ্রম হয়ত বহন করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয় নাম করিতেছেন তাঁহার পুত্র-প্রতিম শ্রীমান জীতেন্দ্রমোহন সাহার। এই মহানুভব সমাজসেবী নীরব দাতার দানের তুলনা নাই। তাহার অযাচিত অর্থ সাহায্য ব্যতীত এই গ্রন্থ কদাপি প্রকাশিত হইত না। সর্বদর্শী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমানের অন্ত্যান্ত গোপন দানের জন্য এই মহৎ দানটি অবশ্যই দেখিয়াছেন। এক্ষণে যাহাদের নাম করা হইতেছে এই গ্রন্থ সম্পাদনে তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধনীয়। ভারত সেবাশ্রম সমাজের সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ স্বামী বেদানন্দজী মহারাজ গ্রন্থকারের কনিষ্ঠ সহোদর তুল্য প্রীতিভাজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী, M.A. B.L: P.R.S. D. Litt. শাস্ত্রী-গ্রন্থকারের পরম প্রীতিভাজন জ্ঞাতি ভ্রাতা টাঙ্গাইল কুমুদিনী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর M.A. সপ্ত-তীর্থ, গ্রন্থকারের বন্ধু পণ্ডিত স্বরেন্দ্রনাথ গুহ কাব্যতীর্থ, কন্যাতুল্যা শ্রীমতী সীতা রায়চৌধুরী M.A., পুত্রবধূ লক্ষ্মী ঘোষঠাকুর B.A., কুমারী মনীষা পাল, শ্রীক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তী, শ্রীস্বধর্ম্য দত্ত, শ্রীজগবন্ধু গুরু শ্রীজ্ঞানরঞ্জন রায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জ্যায়মাননীয় রায় বাহাদুর ৩পুর্ণেন্দুনারায়ণ রায় দেববর্মা গ্রন্থকারের মুসলীম বন্ধু জনাব আবদুল করিমখান বি, এল, এবং পূর্বতন মোহরার ও মহোপকারী বন্ধু শ্রীউপেন্দ্রমোহন ভৌমিক, প্রকাশ মন্দিরের শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার বসু ও অন্ত্যান্ত মহানুভব

(৩৯)

ব্যক্তিগণ নানা সহপদেশ ও উৎসাহ দানে, কেহ নিজ নিজ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাদি ব্যবহার করিতে দিয়া, কেহ হস্তলিপি লিখিয়া, কেহ প্রুফ দেখিয়া কেহ গ্রন্থের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ও অন্যান্য বহু প্রকারে গ্রন্থকারকে সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্বিন্ন নিম্নলিখিত গ্রন্থালয় আমাদের বিগত দশ বৎসর যাবৎ বহু দিন বহু গ্রন্থ পাঠ করিতে দিয়া সাহায্য করিয়াছেন (১) ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থালয়, (২) ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ গ্রন্থালয়, (৩) মহানির্বান মঠের জ্ঞানানন্দ-গ্রন্থালয়, (৪) আনন্দ বাজার পত্রিকা-গ্রন্থালয়, (৫) সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থালয় এবং (৬) কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজ-গ্রন্থালয়।

পরম দয়াল প্রভু গ্রন্থকারকে পূর্ববঙ্গের লাভজনক আইন ব্যবসা পৈত্রিক ও স্বোপার্জিত সমস্ত সঞ্চিত ধন সম্পত্তি ও সুন্দর গৃহাদি হইতে বঞ্চিত করিয়া পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী কলিকাতার ত্রায় বিদ্যানগরীর সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান পল্লীর দীন কুটিরে স্থান দান করিয়াছেন। বিগত দশ বৎসর যাবৎ কত রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামের মধ্যে রাখিয়াও এক পক্ষ দ্বারা পর্বত-লঙ্ঘন করাইয়াছেন আজ পরম কৃতজ্ঞ হৃদয়ে কায়মন ও বাক্যে জগদারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ চরণে গ্রন্থকার প্রণাম করিতেছেন আর—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতেছেন :—

১। আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে
এ রূপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে

আরও উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছেন

২। করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
সহসা দেখিছ নয়ন মেলিয়ে এনেছ তোমারি ছদ্মারে।

ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্ণমস্তু।

—গ্রন্থকার

সূচনা

একদা কোন এক মহাক্ষণে ভগবান শ্রীপ্রেমবাহুদেব তাঁর প্রার্থী ভক্তকে বলেছিলেন। “আমার ধ্যানে মগ্ন হয়ে আমাকে যদি পেতে চাও তবে আমার স্বরূপ খোজো গীতায় ভাগবতে, বৈষ্ণব-শাস্ত্রাবলীতে। আমার প্রতিটি নামের অর্থ অহুধ্যান করতে চেষ্টা কর। তাহলে আমার রূপ তোমার কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

মহতী রূপায় আবিষ্ট হয়ে যিনি নিজেকে ভক্তের কাছে দান করে গেলেন, আর কেমন করে’ তাঁকে পেতে হবে, সেই পথের ইঙ্গিত আপনি ভিত্তারীর অন্তরে পরিস্ফুট ক’রে তুলে থাকেন, তাঁরই প্রেরণায় শ্রীশূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ ঠাকুর বৈষ্ণব শাস্ত্রাবলীর অন্তর্নিহিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তিসমুদ্র মন্বন করে’ এই নামামৃতসার সঙ্কলনের প্রয়াস পেয়েছেন। কীর্তন ভক্ত বংশলের কীর্তনকারী ভক্তি পথপ্রদ, এই সঙ্কলন ও গাথা গীত গুলিতে ভক্তজনেরই সানন্দ অধিকার। বাঙ্কিত অমরাবতী হতে আমরা যারা বহুদূরে তারা এর সূচনাই বা কি লিখব প্রস্তাবনাই বা কি করব? একটি ভক্তি পরিপ্লুত হৃদয়ের রচিত সঙ্গীত নিচয়ের তাই এই সামান্য ভূমিকাটি শেষ করি। মনে হয় লেখক এরই মধ্যে তাঁর প্রাণের স্রবের সমতন্ত্রী বহুবার খুঁজে পেয়ে পরিতৃপ্ত হবেন।

“আমার মন রসনা জপ

হরে কৃষ্ণ নাম!

নামে নিরানন্দ দূরে যাবে

হবিরে তুই পূর্ণকাম!

নামের স্বরূপ হয় সচ্চিদানন্দময়,

সফল জনম হবে, কর রে তুই নামাশ্রয়!

নাম নামী ভিন্ন নয়, নাম রূপ একই হয়,

ওরে গাইবি আনন্দ ঘন হৃদিমাঝে রাধাশ্রম!

নিবেদিকা

করুণাকর্ণা প্রেমভণ্ড

জগদীশ্বরী, ১৩৬৬

শ্রীনাথ-ভাগবতম্

শ্রীহৃদ্যবন-লীলা

[দিব্য জন্ম হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত]

নারায়ণঃ নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্
দেবীঃ সরস্বতীঃ ব্যাসঃ ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

১। অনন্ত-শয়ন

[ক্ষীরসমুদ্র]

১। ব্রহ্মপরাশ্রম্ ভগবন্	কৃষ্ণ
২। অব্যাদ্বয়তত্ত্ব ভূমন্	কৃষ্ণ
৩। শ্রদ্ধালুমানসোদ্ভাসিত	কৃষ্ণ
৪। জ্ঞানবৈরাগ্যোপাসিত	কৃষ্ণ
৫। সকলভূতাত্মদয়িত	কৃষ্ণ
৬। অনন্তশয়নশয়িত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত প্রথম স্কন্ধ-লীলা

১। হে কৃষ্ণ! তোমাকে কেহ বলেন ব্রহ্ম, কেহ বলেন পরমাত্মা এবং কেহ বলেন ভগবান।—শ্রীভাঃ ১।২।১১

২। হে কৃষ্ণ! তোমাকে কেহ বলেন অব্যয়, কেহ বলেন অদ্বয়, কেহ বলেন ভূমি, এবং কেহ বলেন তত্ত্বজ্ঞান।—শ্রীভাঃ ১।২।১১

৩। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রদ্ধালু মানসে উদ্ভাসিত হও।—শ্রীভাঃ ১।২।১২

৪। হে কৃষ্ণ! তুমি জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা উপাসিত হও।
—শ্রীভাঃ ১।২।১২

৫। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বাত্মারূপেই সর্বপ্রিয়তম।—শ্রীভাঃ ১।২।১২

৬। হে কৃষ্ণ! তুমি ক্ষীর-সাগরে অনন্ত-শয়নে শয়িত।
—শ্রীভাঃ ১।৩।১২

শ্রীনাম-ভাগবতম্

২। জাগরণ

[কীরসমুদ্র]

৭।	আমুরধরাভারপ্রাবিত	কৃষ্ণ
৮।	সুরসন্দোহসম্ভাবিত	কৃষ্ণ
৯।	কীরসাগরতীরার্চিত	কৃষ্ণ
১০।	ব্রহ্মশিবাদিসমাহিত	কৃষ্ণ
১১।	সমবেতস্তুতিনিবেদিত	কৃষ্ণ
১২।	পুরুষোত্তমসংবোধিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (গাতীরূপধারিণী) ধরণীর দুঃখের কথা
(ব্রহ্মাদি দেবগণের) সমীপে শুনিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।১।১২

৮। হে কৃষ্ণ! তুমি সমস্ত দেবগণকর্তৃক ভাবিত হইয়াছিলে।
—শ্রীভাঃ ১০।১।১২

৯। হে কৃষ্ণ! তুমি কীর-সাগরের তীরে সমাগত দেবগণ
দ্বারা পূজিত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।১।১২

১০। হে কৃষ্ণ! তুমি ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবগণ দ্বারা অর্চিত
হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।১।১২

১১। হে কৃষ্ণ! সমস্ত দেবগণ সমবেত-ভাবে তোমাকে স্তুতি
নিবেদন করিয়াছিলেন।—শ্রীভাঃ ১০।১।২০

১২। হে কৃষ্ণ! তুমি পুরুষোত্তম, দেবগণের সমবেত-স্তবে
তোমার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল।—শ্রীভাঃ ১০।১।২০

শ্রীনাম-ভাগবতম্

৩

৩। পরিকল্প-প্রেরণ

[কীরসমুদ্র]

১৩।	পুরুষসুহৃৎসম্বোধিত	কৃষ্ণ
১৪।	আকাশবাণীবিষোষিত	কৃষ্ণ
১৫।	ধরাজ্বরসস্তাপহরণ	কৃষ্ণ
১৬।	দেবগণমাধুর্যপ্রেরণ	কৃষ্ণ
১৭।	শ্রীঅনন্তদেবনির্দেশ	কৃষ্ণ
১৮।	দেবীবিষ্ণুমায়াপদেশ	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-গীতা

১৩। হে কৃষ্ণ! তুমি পুরুষসুহৃৎ নামক-বিখ্যাত বৈদিক মন্ত্রে উদ্বোধিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১।২০

১৪। হে কৃষ্ণ! তুমি আকাশবাণী দ্বারা তোমার আদেশ ঘোষণা করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১।২১

১৫। হে কৃষ্ণ! তুমি ধরণীর সকল দুঃখ হরণ করিবে বলিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১।২২

১৬। হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরার যত্নবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিতে দেবদেবীগণকে প্রেরণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১।২২

১৭। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রীঅনন্তদেবকেও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১।২৪

১৮। হে কৃষ্ণ! তুমি বিষ্ণুমায়া দেবীকেও পৃথিবীতে জন্ম নিতে উপদেশ দিয়াছিলে।—কুর্শ পু: ২৪।৭৪ ; শ্রীভা: ১০।১।২৫

৪। আগমন-কারণ

[ভারতবর্ষ]

১৯।	ধর্মসংস্থাপনার্থাগত	কৃষ্ণ
২০।	অধর্মপ্রশমনাগত	কৃষ্ণ
২১।	সজ্জনরক্ষণার্থাগত	কৃষ্ণ
২২।	দুর্জ্জনভক্ষণার্থাগত	কৃষ্ণ
২৩।	ধর্মস্থানিপ্রধানাগত	কৃষ্ণ
২৪।	যুগে-যুগে ভারতাগত	কৃষ্ণ

মহাভারত ভীষ্মপর্ব-নীলা

১৯। হে কৃষ্ণ! তুমি ধরণীতে ধর্ম-স্থাপনার্থ অবতার-দেহ ধারণ করিয়া আগমন করিয়া থাক।—মভাঃ ভীঃ ২৮।৮

২০। হে কৃষ্ণ! তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অধর্ম-প্রশমন-জন্তু ধরায় আগমন করিয়া থাক।—মভাঃ ভীঃ ২৮।৭

২১। হে কৃষ্ণ! তুমি সাধুসজ্জনকে পরিভ্রাণ করিতে ধরায় আগমন করিয়া থাক।—মভাঃ ভীঃ ২৮।৮

২২। হে কৃষ্ণ! তুমি দুষ্ট-দুর্জ্জনকে বিনাশ করিতে ধরায় আগমন করিয়া থাক।—মভাঃ ভীঃ ২৮।৮

২৩। হে-কৃষ্ণ! তুমি ধর্মের স্থানি দূর করিতে ধরায় আগমন করিয়া থাক।—মভাঃ ভীঃ ২৮।৭

২৪। হে কৃষ্ণ! তুমি যুগে যুগে বিভিন্ন অবতাররূপে ভারতে আগমন করিয়া থাক।—মভাঃভীঃ ২৮।৮

শ্রীনাম-ভাগবতম্

৫

৫। যুগ-নির্দ্ধারণ

[মথুরা]

২৫।	দ্বাপরযুগান্তরসম্ভব	কৃষ্ণ
২৬।	তৃতীয়যুগপর্যায়োদ্ভব	কৃষ্ণ
২৭।	যুগাষ্টবিংশতিসমুদ্ভূত	কৃষ্ণ
২৮।	জয়ন্তীযোগসমুদ্ভূত	কৃষ্ণ
২৯।	যদুবংশাবতংসযাদব	কৃষ্ণ
৩০।	মধুতন্তুদ্যামণিমাধব	কৃষ্ণ

বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণ লীলা

২৫। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বাপর যুগে (কলিযুগের প্রারম্ভে ভারতে
সুরসেন রাজ্যে) আবির্ভূত হইয়াছিলে।—মতাঃ ভীঃ ৬৬।৪০,
বিষ্ণু পুঃ ২৩।২৪

২৬। হে কৃষ্ণ! তুমি তৃতীয় যুগ পর্যায়ের প্রকাশিত হইয়াছিলে।
—শ্রীভাঃ ১।৪।১৪

২৭। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বাপরের অষ্টাবিংশতি যুগে জন্ম স্বীকার
করিয়াছিলে।—বায়ু পুঃ ২৮।২৭

২৮। হে কৃষ্ণ! তুমি জয়ন্তীযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে।
—স্কঃ পুঃ প্রঃ ১২।২০, হরিঃ বিঃ ৪।১৭, ভ্রঃ বৈঃ কৃঃ ৭।৬৫

২৯। হে কৃষ্ণ! তুমি যদুবংশে উদ্ভূত ব্যক্তিগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া
যাদব নামে বিখ্যাত হইয়াছিলে।—বিষ্ণুঃ পুঃ ২৩।২৩

৩০। হে কৃষ্ণ! তুমি যদুবংশের মধুকুলের সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া
মাধব নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলে।—বায়ুঃ পুঃ ২৮।২৭

৬

শ্রীনাম-ভাগবতম্

৬। জন্মতিথি-নক্ষত্র-নির্ণয়

[মথুরা]

৩১।	বৃষশ্বে শশাঙ্কে ভাসিত	কৃষ্ণ
৩২।	বুধবাসরসুবাসিত	কৃষ্ণ
৩৩।	ভাদ্রাসিতাষ্টমীসুজাত	কৃষ্ণ
৩৪।	রোহিণীনক্ষত্রবিভাত	কৃষ্ণ
৩৫।	অভিজিৎসুক্ষণসমুত	কৃষ্ণ
৩৬।	মৃগপতিলগ্নাবিভূত	কৃষ্ণ

মহাভাগবতপুরাণ-লীলা

৩১। হে কৃষ্ণ! তুমি বৃষরাশিতে প্রকাশিত হইয়াছিলে।

—গর্গ সং ১১, ভবিষ্য পুঃ ৫৫।১৬, মহাভাগ পুঃ ৫০।৬৭

৩২। হে কৃষ্ণ! তুমি জন্মগ্রহণ দ্বারা বুধবারকে সুগন্ধযুক্ত করিয়াছিলে।—(খ মানিক্য জ্যোতিষ) গর্গ সং ১১ পদ্মঃ স্বর্ণ ৪৩।২২৫

৩৩। হে কৃষ্ণ! তুমি ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শুভ জন্ম লইয়াছিলে।—বিষ্ণু পুঃ ৫।১।৭৭, মহাভাগ পুঃ ৫০।৬৭, ব্রঃ পুঃ ১৮।১৪৪, ব্রহ্মাণ্ড পুঃ ২।১০৩, ভবিষ্য পুঃ ৫৫।১৫, লিঙ্গ পুঃ ১০.৭, বৃঃ ধঃ পুঃ ১।৬৮

৩৪। হে কৃষ্ণ! তুমি রোহিণী-নক্ষত্রে প্রকাশিত হইয়াছিলে।
—গর্গ সং ১১, মহাভাগ পুঃ ৫০।৬৭, পদ্মঃ পুঃ ৪৩।২১, ব্রঃ বৈঃ কৃঃ ৭।৬৫, ভবিষ্য পুঃ ৫৫।১৬

৩৫। হে কৃষ্ণ! তুমি অভিজিৎ-ক্ষণে প্রকটিত হইয়াছিলে।
—কৃঃ পুঃ ১২।২০ হরিঃ বিঃ ৪।১৭

৩৬। হে কৃষ্ণ! তুমি সিংহ-লগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে।
—ভবিষ্য পুঃ ৫৫।১৫

শ্রীনাম-ভাগবতম্

৭

৭। জন্মস্থান নিরূপণ

[মথুরা]

৩৭।	কংসকারাগারপাবন	কৃষ্ণ (১)
৩৮।	তামসনিশীথভাবন	কৃষ্ণ
৩৯।	দেবকীবিন্দুদেবনন্দন	কৃষ্ণ
৪০।	মোচিতশৃঙ্খলবন্ধন	কৃষ্ণ
৪১।	মাথুররাজ্যতালকৃত	কৃষ্ণ
৪২।	ব্রহ্মাণ্ডমরনমস্কৃত	কৃষ্ণ

শ্রীদেবীভাগবত, কালিকা ও কুর্মপুরাণ লীলা

৩৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (জন্মগ্রহণ দ্বারা) মথুরার রাজা কংসের কারাগার পবিত্র করিয়াছ।—শ্রীভাঃ ১০।২।১২, লিঙ্গ পুঃ ১০৭

৩৮। হে কৃষ্ণ! তুমি অন্ধকারময়ী মধ্যরাত্রিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে।—দেঃ ভাঃ ২৩।২০, ব্রঃ বৈঃ কুঃ ৭।৬৭, শ্রীভাঃ ১০।৩৮

৩৯। হে কৃষ্ণ! তুমি পিতা বিন্দুদেব ও মাতা দেবকীর পরমানন্দদায়ক পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩৮ সৌর পুঃ ৩।১৫৪, কুর্ম পুঃ ২৪।৭০, কালিকা পুঃ ৪০।৩৮

৪০। হে কৃষ্ণ! তুমি জন্মিবামাত্র কারাকন্ড পিতামাতার শৃঙ্খলবন্ধন খুলিয়া গিয়াছিল।—শ্রীভাঃ ১০।৩।৪৭, গর্গ সং ১১

৪১। হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরার যাদব ক্ষত্রিয়-কূলে জন্মগ্রহণে সেই কুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।১।২৮-২৯

৪২। হে কৃষ্ণ! তুমি স্মৃতিকাগৃহেই ব্রহ্মাদি-দেবগণ-কর্তৃক নমস্কৃত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।২।৪২

(১) সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে এই পুণ্য স্থান চিহ্নিত হইয়া কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে বিভিন্ন সময়ে ক্রমে তিনটি স্থতি মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহা সকলই চূর্ণাকৃত হইয়াছে। মথুরা হইতে বৃন্দাবন বাইবার রাজপথের বামপাশে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থান কংস-কারাগারে এক্ষণে একটি ইদগাহ-বর্তমান আছে। শ্রীচৈতন্যদেব গণেশ কেশব-মন্দির দেখিয়াছেন। “জন্মস্থানে কেশব দেখি করিল প্রণাম”—চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১০

শ্রীনাম-ভাগবতম্

৮। দিব্যাবিভাষ

[মথুরা]

৪৩।	সুকণ্ঠকৌস্তভালম্বিত	কৃষ্ণ
৪৪।	চতুর্ভুজামুখশোভিত	কৃষ্ণ
৪৫।	জলদশ্যামলশ্রীধর	কৃষ্ণ
৪৬।	কিরীটাস্থিতপীতাম্বর	কৃষ্ণ
৪৭।	পদ্মপলাশবিলোচন	কৃষ্ণ
৪৮।	ভাসানুতিগ্রহালোকন	কৃষ্ণ

অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ লীলা

৪৩। হে কৃষ্ণ! (জন্ম-সময়ে) তোমার সুন্দর কণ্ঠদেশে মহামূল্য কৌস্তভ মণি লম্বিত ছিল।—শ্রীভা: ১০।৩।২ পদ্ম: পু: ৪৫।৩৬, বৃ: ধ: পু: উ: ১।৬২

৪৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (জন্ম-সময়ে) চারিহস্তবিশিষ্ট ছিলে এবং হস্তে চারিটি অস্ত্র শোভিত ছিল।—অগ্নি: পু: ১২।৭, মৎস্য পু: ৪৬।২, ব্রহ্ম পু: ১৮।১।১২, পদ্ম: উ: ৪৫।৩৬

৪৫। হে কৃষ্ণ! তুমি নবীন মেঘের মত শ্যামবর্ণ এবং বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন যুক্ত ছিলে। কুর্শ পু: ২৪।৭।৮; মৎস্য পু: ৪৭।৩; ভবিষ্য পু: ৫৫।৩৩

৪৬। হে কৃষ্ণ! তুমি মস্তকে কিরীট-শোভিত ছিলে এবং পীতবর্ণ বসন-পরিহিত ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩।১০; পদ্ম: পু: উ: ৪৫।৩৬

৪৭। হে কৃষ্ণ! তুমি পদ্মের পাপড়ির মত লোহিতাভ ও আরতঃ নয়ন-বিশিষ্ট ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩।২; মৎস্য পু: ৪৭।২; ব্রহ্ম পু: ১৮।১।১২

৪৮। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বদেহের জ্যোতিতে অন্ধকারময় স্মৃতিকাগার আলোকিত করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩।১২, মৎস্য পু: ৪৭।২, বৃ: ধ: পু: ১।৬২

শ্রীনাম-ভাগবতম্

৯

৯। দিব্য পদ-চিহ্ন

[মথুরা]

৪৯।	গোপ্পদদরমীনথান্বিত	কৃষ্ণ
৫০।	কুণ্ডেন্দুধনুত্রিকোণাঙ্কিত	কৃষ্ণ
৫১।	ব্রজাজষ্টকোণাঙ্কুশকান্ত	কৃষ্ণ
৫২।	চক্রস্বস্তিকধ্বজপাদান্ত	কৃষ্ণ
৫৩।	ববজমুহুত্রোর্ধ্বরেখাঙ্কন	কৃষ্ণ
৫৪।	অষ্টৈকাদশচিহ্নচরণ	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম-স্কন্ধ-লীলা

৪৯। হে কৃষ্ণ তুমি (বাম-চরণ-তলে) (১) গোপ্পদ (২) শঙ্খ
(৩) মংস্ত্র (৪) অশ্বর চিহ্নান্বিত ছিলে।—স্বঃ পুঃ

৫০। হে কৃষ্ণ তুমি (বাম-চরণ-তলে) (৫) কলস (৬) অর্ধচন্দ্র
(৭) ধনু এবং (৮) ত্রিকোণ এই অষ্ট-চিহ্ন-যুক্ত ছিলে।—স্বঃ পুঃ

৫১। হে কৃষ্ণ তুমি (দক্ষিণ-চরণ-তলে) (১) বজ্র (২) পদ্ম
(৩) অষ্টকোণ (৪) অঙ্কুশ-শোভিত ছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩৮।২৫

৫২। হে কৃষ্ণ তুমি (দক্ষিণ-চরণ-তলে) (৫) চক্র (৬) স্বস্তিক
ও (৭) পতাকা চিহ্নিত ছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩০।২৫

৫৩। হে কৃষ্ণ তুমি (দক্ষিণ-চরণ-তলে) (৮) বব (৯) জম্বু
(১০) ছত্র (১১) উর্ধ্ব রেখাঙ্কিত ছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩০।২৫

৫৪। হে কৃষ্ণ তোমার বাম-চরণ-তলে-অষ্টটি এবং দক্ষিণ-চরণ
তলে একাদশটি শুভ চিহ্ন অঙ্কিত ছিল।—স্বঃ পুঃ

১০। দিব্য পলাশন

[মথুরা]

৫৫।	প্রাকৃতশৈশবগৃহীত	কৃষ্ণ
৫৬।	গোকুলগমনবিহিত	কৃষ্ণ
৫৭।	পৌরগণেন্দ্রিয়রোধক	কৃষ্ণ
৫৮।	কপাটাস্টকবিমোচক	কৃষ্ণ
৫৯।	রক্ষপালস্থাপকারক	কৃষ্ণ
৬০।	শেষফণৈর্বারিবারক	কৃষ্ণ

শ্রীদেবীভাগবত ও ব্রহ্মপুরাণ লীলা

৫৫। হে কৃষ্ণ! তুমি স্মৃতিকাগৃহেই মানব-শিশুর আয় দ্বিভূজ রূপ ধারণ করিয়াছিলে।—পদ্ম পুঃ ৪৫।৪২ ; শ্রীভাঃ ১০।৩।৪৫

৫৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (বহুদেবকে) গোকুলে নন্দগোপ-গৃহে গমন করিতে বলিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩।৪৫ ; দেঃ ভাঃ ৪।২৩।২০

৫৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (গোকুল-গমন গোপন রাখিতে) সমস্ত মথুরাবাসীর সর্বোন্দ্রিয়-শক্তি হরণ করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩।৪৮

৫৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (গোকুল গমনের বাধা) কংস দুর্গের রুদ্ধ অষ্ট কপাট উন্মোচন করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩।৪৮ ; দেঃ ভাঃ ৪।২৩।২৭

৫৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (দুর্গদ্বারের) সমস্ত প্রহরীকে নিদ্রাভিভূত করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩।৪৮ ; দেঃ ভাঃ ৪।২৩।২৬

৬০। হে কৃষ্ণ! তুমি যাত্রাপথের প্রবল বৃষ্টিধারা অনন্ত নাগের ফণার দ্বারা নিবারণ করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩।৪৯ ; ব্রহ্ম পুঃ ১৮।১।২১

১১। দিব্য যমুনোত্তরণ

[মথুরা]

৬১।	শিবাগণমার্গদর্শিত	কৃষ্ণ
৬২।	যমুনানিমজ্জনহর্ষিত	কৃষ্ণ
৬৩।	জানুবহযমুনাকৃত	কৃষ্ণ
৬৪।	সন্তরণপুনরাগত	কৃষ্ণ
৬৫।	জলাবর্তসমীকরণ	কৃষ্ণ
৬৬।	যমুনানিরাপত্তরণ	কৃষ্ণ

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড-লীলা

৬১। হে কৃষ্ণ! তুমি রাত্রিকালে কতকগুলি শৃগাল দ্বারা যমুনা-উত্তরণের পথ প্রদর্শিত হইয়াছিলে।—ভবিষ্য পুঃ

৬২। হে কৃষ্ণ! তুমি যমুনা-উত্তরণ-কালে পিতৃহন্ত্যাত হইয়া নদীতে পতিত হইলে আনন্দিত হইয়াছিলে।—পদ্মঃ স্বর্গ ৪৩।১০৩

৬৩। হে কৃষ্ণ! তুমি গভীরা যমুনাকে এক হাঁটু জলে পরিণত করিয়াছিলে।—বিঃ পুঃ ৫।৩।১৮ ; পদ্মঃ উ ৪৫।৪৮ ; ব্রহ্মঃ পুঃ ১৮।১।২২

৬৪। হে কৃষ্ণ! তুমি নদীতে সন্তরণ করতঃ পুনঃ বহুদেবের ক্রোড়ে উঠিয়াছিলে।—পদ্মঃ স্বর্গ ৪৩।১০৫

৬৫। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রবল-বারিবর্ষণ-কালে যমুনার ভীষণ জলাবর্তকে শাস্ত করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩।৫০, গর্গ সং ১১

৬৬। হে কৃষ্ণ! তুমি নিরাপদে (পিতৃক্রোড়ে) যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া গোবুলে গিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩।৫১, ব্রহ্ম পুঃ ১৮।১।২২, পদ্মঃ স্বর্গ ৪৩।১০৫

১২। গোকুলাগমন

[গোকুল-বৃহদ্বন]

৬৭।	নিদ্রিতনন্দব্রজানীত	কৃষ্ণ
৬৮।	যশোদাশয়নশায়িত	কৃষ্ণ
৬৯।	বিষ্ণুমায়াশয়নায়ক	কৃষ্ণ
৭০।	কংসশাসনসায়ক	কৃষ্ণ
৭১।	যশোদাতলুজাচরিত	কৃষ্ণ
৭২।	আত্মজলিঙ্গবিস্মারিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

৬৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (সকল ব্রজবাসীকে নিদ্রাভিভূত করিয়া) নন্দের গোকুলে আসিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩।৫১

৬৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (বহুদেব কর্তৃক) নিদ্রিতা নন্দপত্নী যশোদার শয়্যায় স্থাপিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩।৫২

৬৯। হে কৃষ্ণ! তুমি বিষ্ণুমায়া দেবীকে (বহুদেব কর্তৃক) কংস কারাগারে আনাইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩।৫২, পদ্য: পু: ৪৫।৫১

৭০। হে কৃষ্ণ! তুমি কংসের সমস্ত প্রকার সাবধানতার ব্যবস্থা ব্যর্থ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩।৫২

৭১। হে কৃষ্ণ! তুমি (জন্মাষ্টমীর রাত্রি হইতেই) যশোদার গর্ভজাত পুত্ররূপে আচরণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩।৫১

৭২। হে কৃষ্ণ! তুমি যশোদাকে তাঁহার সন্তোজাত শিশুটি পুত্র কি কন্যা তাহা ভুলাইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩।৫৩

১৩। শ্রীনন্দ-নন্দন

[মথুরা]

৭৩।	শ্রীনন্দযশোদানন্দন	কৃষ্ণ
৭৪।	কৃতমুক্তিপিতৃবন্ধন	কৃষ্ণ
৭৫।	কারিতকংসকারাগমন	কৃষ্ণ
৭৬।	কারিতবিষ্ণুমায়াপোথন	কৃষ্ণ
৭৭।	কারিতাষ্টভুজাবাগীশ্রবণ	কৃষ্ণ
৭৮।	কৃত্যষ্টমগর্ভজন্মজ্ঞাপন	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

৭৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (জন্মাষ্টমীর রাত্রি হইতেই) শ্রীনন্দ ও যশোদা দুলাল রূপে পরিচিত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৫।১

৭৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (জন্মাষ্টমীর রাত্রিতেই) পিতা বহুদেব ও মাতা দেবকীর কারামোচন করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ৩০।৪:২৪ বিঃ পুঃ ৫।৪।১৪

৭৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (গোকুল হইতে সক্রিয়া বহুদেবের প্রত্যাগমনের পর) কংসকে কারাগৃহে আনাইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪।১৩

৭৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (কংস কর্তৃক) যশোদাকর্তা বিষ্ণুমায়া দেবীকে শিলায় প্রহত করাইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪।৮

৭৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (কংস হস্তচ্যুতা) অষ্টভুজারূপে প্রকাশিতা বিষ্ণুমায়ার বাণী কংসকে শুনাইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪।১২

৭৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (জন্মাষ্টমী রাত্রিতেই অষ্টভুজামূখে) দেবকীর অষ্টম গর্ভের জন্মকথা কংসকে জ্ঞাপন করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪।১২

১৪। পুতনাদি উদ্ধার [গোকুল-বৃহদ্বন]

৭৯।	নন্দগোপকুলানন্দক	কৃষ্ণ
৮০।	কারিতম্ভজাতকর্ষক	কৃষ্ণ
৮১।	বালদ্বীপুতনোদ্ধারক	কৃষ্ণ
৮২।	উথানে শকটোৎপাটক	কৃষ্ণ
৮৩।	তৃণাবর্তাসুরপাতক	কৃষ্ণ
৮৪।	বদনে বিশ্ববিভাসক	কৃষ্ণ

ব্রজ বৈবৰ্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড-লীলা

৭৯। হে কৃষ্ণ! তুমি বৃহদ্বন ব্রজে আগমন করতঃ নন্দগোপকুলকে আনন্দিত করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫।১

৮০। হে কৃষ্ণ! তুমি নন্দগোপ কর্তৃক বৈষ্ণাচারে তোমার জাত কর্ম সংস্কার করাইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫।১

৮১। হে কৃষ্ণ! তুমি শিশুহত্যাকারিণী বিষকন্তা পুতনা রাক্ষসীর স্তন্য পান করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৬।১০
বি: পু: ৫।৫।২ হরি: বি: ৬।২৬; ব্র: বৈ: কৃ: ১১।৪৩

৮২। হে কৃষ্ণ! তুমি (তিন মাস বয়সে) উথান উৎসবে বিশাল শকট উৎপাটন করিয়াছিলে। শ্রীভা:—১০।৭।৭; ব্র: বৈ: কৃ: ১২।৭, পদ্ম পু: ৪।৫।৮২ বিষ্ণু: পু: ৫।৬।৪

৮৩। হে কৃষ্ণ! তুমি তৃণাবর্ত্ত অসুরের গলগ্রহণ দ্বারা তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৭।২৮; ব্র: বৈ: কৃ: ১১।৬

৮৪। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার মুখ-গহবরে যশোদাকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৭।৩৭

১৫। নামকরণ

[গোকুল-বৃহদ্বন]

৮৫।	গর্গপুরোহিতাবিকৃত	কৃষ্ণ
৮৬।	গোব্রজে রহসি সংস্কৃত	কৃষ্ণ
৮৭।	কারিতগুটনামকরণ	কৃষ্ণ
৮৮।	বাসুদেবকৃষ্ণাভিধান	কৃষ্ণ
৮৯।	গুণকর্মরূপনামক	কৃষ্ণ
৯০।	নারায়ণসমধামক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-শ্রীনা

৮৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (বাসুদেব প্রেরিত) বৃহকুল পুরোহিত গর্গ কর্তৃক বৃহদ্বন গোকুলে আবিষ্কৃত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮।১

৮৬। হে কৃষ্ণ! তোমার নামকরণ সংস্কার গোব্রজে গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল—শ্রীভা: ১০।৮।১০ অ: বৈ: কৃ: ১৩।৪৭, বি: পু: ৫।৬।৮

৮৭। হে কৃষ্ণ! তোমার গর্গ-কৃত নামকরণ নিতান্ত রহস্যপূর্ণ ছিল। শ্রীভা: ১০।৮।১১, পদ্ম উ: ৪৫।৬৭

৮৮। হে কৃষ্ণ! গর্গ মূনি তোমার 'বাসুদেব'-এবং 'কৃষ্ণ' নাম রাখিয়াছিলেন।—পদ্ম পু: ৪৫।৭০; শ্রীভা: ১০।৮।১৩—১৫ অ: বৈ: কৃ: ১৩।৫৬

৮৯। হে কৃষ্ণ! পরবর্তীকালে তোমার গুণ ও কর্মানুসারে বহু নাম হইয়াছিল—শ্রীভা: ১০।৮।১৫, অ: বৈ: কৃ: ১৩।৭২

৯০। হে কৃষ্ণ! তুমি সৌন্দর্য্য কীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিতে নারায়ণের সমান প্রভাবশালী ছিলে। শ্রীভা: ১০।৮।১২

১৬। বাল্য-চাপল্য

[গোকুল-বৃহদন]

৯১।	ব্রজবাসিবয়স্ক্রীড়ন	কৃষ্ণ
৯২।	কৌমারচাপলশ্রীণন	কৃষ্ণ
৯৩।	মর্কায় গব্যবিভাজক	কৃষ্ণ
৯৪।	অসময়বৎসমোচক	কৃষ্ণ
৯৫।	গব্যস্তেয়যোগকল্লিত	কৃষ্ণ
৯৬।	মেহনাদিধাষ্ট্যবল্লিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

৯১। হে কৃষ্ণ! তুমি সমবয়স্ক ব্রজবাসী গোপবালকগণের সহিত নিত্য খেলা করিতে।—শ্রীভাঃ ১০।৮।২৭ হঃ বিঃ ৮।৮

৯২। হে কৃষ্ণ! তোমার বাল্য-চাপল্য-দর্শনে ব্রজবাসিগণ প্রভূত আনন্দ লাভ করিতেন।—শ্রীভাঃ ১০।৮।২৮

৯৩। হে কৃষ্ণ! তুমি গোপীগণের রক্ষিত দধি নবনীত প্রভৃতি গব্য দ্রব্য মর্কটগণকে বিতরণ করিতে।—শ্রীভাঃ ১০।৮।২৯

৯৪। হে কৃষ্ণ! তুমি কোন কোন গোপগৃহে অনর্থ সৃষ্টি করিতে অসময়ে গো-বৎসের বন্ধন মোচন করিতে।—শ্রীভাঃ ১০।৮।২৯

৯৫। হে কৃষ্ণ! তুমি গোপীগণের দধি-দুগ্ধাদি হরণ মানসে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে।—শ্রীভাঃ ১০।৮।২৯

৯৬। হে কৃষ্ণ! তুমি কোন কোন গোপগৃহে পুরীষাদি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে।—শ্রীভাঃ ১০।৮।৩১

১৭। মৃত্তিকা-ভক্ষণ

[গোকুল বৃহদ্রথ]

৯৭।	ক্ৰীড়ন-মৃত্তিকাভক্ষক	কৃষ্ণ
৯৮।	ভয়ার্ত্তযশোদাপ্ৰেক্ষক	কৃষ্ণ
৯৯।	ভক্ষণাস্বীকৃতিগদন	কৃষ্ণ
১০০।	মাতৃতোব্যাদম্ভবদন	কৃষ্ণ
১০১।	বিশ্বরূপাস্ত্রবিভাসক	কৃষ্ণ
১০২।	গোপীশ্চুতিসত্ত্বনাশক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

৯৭। হে কৃষ্ণ! তুমি একদিন খেলাচ্ছিলে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮।৩২

৯৮। হে কৃষ্ণ! তুমি মাতা যশোদার আগমনে ভীত সন্ত্রস্ত নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিগাত করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮।৩৩

৯৯। হে কৃষ্ণ! তুমি মাতা যশোদার প্রব্ধের উত্তরে “আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই” বলিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮।৩৪

১০০। হে কৃষ্ণ! তুমি মাতৃ আদেশে তোমার বাক্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য মুখ ব্যাদান করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮।৩৬

১০১। হে কৃষ্ণ! তুমি মাতা যশোদাকে তোমার মুখাভ্যন্তরে বিশ্ব প্রদর্শন করাইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮।৩৭

১০২। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার মুখ মধ্যে মাতা যশোদার ব্রহ্মাণ্ড-দর্শন স্বতি মুহূর্ত্তেই বিশ্বভ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮।৪৩—৪৪

১৮। দাম-বন্ধন

[গোকুল বৃহদন]

১০৩।	মহনভাজনভঞ্জন	কৃষ্ণ
১০৪।	ভয়াকুলেষ্ণমঞ্জন	কৃষ্ণ
১০৫।	দামোদরদ্ব্যঙ্গুলধিকৃত	কৃষ্ণ
১০৬।	স্বিন্নাগোপীবন্ধস্বীকৃত	কৃষ্ণ
১০৭।	যমার্জুনমূলোন্মথন	কৃষ্ণ
১০৮।	নলকুবরশাপমোচন	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত, অগ্নি ও বিষ্ণু পুরাণ-লীলা

১০৩। হে কৃষ্ণ! তুমি একদা দধি মহনকালে (মাতৃদুগ্ধ পানে অতৃপ্ত থাকায়, ক্রোধবশে দধি-মহন-ভাণ্ড হুড়ি দ্বারা ভঙ্গ করিয়াছিলে।

—শ্রীভা: ১০।২।৬

১০৪। হে কৃষ্ণ! তুমি মাতার হস্তে ষষ্টি দর্শন করিয়া ভীত মনে অশ্রুসিক্ত নয়ন মার্জনা করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২।১১

১০৫। হে কৃষ্ণ! তুমি যশোদা কর্তৃক আনীত তোমার বন্ধন রজ্জ্ব বারবার দুই আঙ্গুল ছোট করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২।১৫—১৬

১০৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (রূপাপরবশ হইয়া) ঘর্ষসিক্ত দেহা ও পরিশ্রান্তা মাতা যশোদার হস্তে ফিতা দ্বারা বন্দী হইয়াছিলে।

—অগ্নি ১২।১৬, শ্রীভা: ১০।২।১৮

১০৭। হে কৃষ্ণ! তোমার বন্ধন ফিতার আকর্ষণে যমজ অৰ্জুন বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।১০।২৭; পদ্ম উ: ৪।১২০; হ: বি: ৭।১৮; বি: পু: ৫।৬।১৭

১০৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (কুবের পুত্র) নলকুবেরের শাপ মোচন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১০।২৮, ব্র: বৈ: কৃ: ১৪।১৪

১৯। পাদুকা-বহন

[গোকুল বৃহদ্বন]

১০৯।	গোপপাদুকাদিবাহন	কৃষ্ণ
১১০।	আজ্ঞাপ্তানীতপীঠোন্মান	কৃষ্ণ
১১১।	স্তোভিতনর্জননায়ক	কৃষ্ণ
১১২।	দারুয়ন্ত্রনিভগায়ক	কৃষ্ণ
১১৩।	স্বভূত্যবশ্যতাদর্শিত	কৃষ্ণ
১১৪।	গোব্রজজনতাহর্ষিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

১০৯। হে কৃষ্ণ! তুমি গোপগণের পাদুকাদি বহন করিয়া আনিয়া দিতে।—শ্রীভাঃ ১০।১১।৮

১১০। হে কৃষ্ণ! তুমি গোপগণের আদেশানুযায়ী পীঠ উন্মানাদি আনয়ণ করিতে।—শ্রীভাঃ ১০।১১।৮

১১১। হে কৃষ্ণ! তুমি গোপগণের করতালীতে সাধারণ মানব শিশুর মত নৃত্য করিতে।—শ্রীভাঃ ১০।১১।৭

১১২। হে কৃষ্ণ! তুমি ব্রজবাসিগণের করতালীতে যন্ত্রপুত্তলিকাবৎ গান গাহিতে।—শ্রীভাঃ ১০।১১।৭

১১৩। হে কৃষ্ণ! তোমার বাল্যের সমস্ত আচরণে শুধু ভক্ত বাৎসল্যই প্রকাশ পাইয়াছে।—শ্রীভাঃ ১০।১১।৯

১১৪। হে কৃষ্ণ! তোমার প্রতিটি লীলা ব্রজবাসিগণের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিত।—শ্রীভাঃ ১০।১১।৯

১১৫।	ফলবিক্রয়ান্বেষনশ্রুত	কৃষ্ণ
১১৬।	ধান্যপাণিযাতপ্রদ্রুত	কৃষ্ণ
১১৭।	সর্বফলপ্রদফলার্থি	কৃষ্ণ
১১৮।	চ্যুতব্রীহিমূল্যক্রয়ার্থি	কৃষ্ণ
১১৯।	সযত্নমুফলাপূরিত	কৃষ্ণ
১২০।	সুরভিভাজনভরিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

১১৫। হে কৃষ্ণ! তুমি একদিন “ফল কিন্বে গো” এই ডাক শুনিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১১।১০

১১৬। হে কৃষ্ণ! তুমি ধান্যহস্তে ফল কিনিবার জন্য দ্রুত বিক্রয়িণী সমীপে গিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১১।১০

১১৭। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বকর্মফলদাতা হইয়াও সামান্ত ফলপ্রার্থী হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১১।১০

১১৮। হে কৃষ্ণ! তুমি ফলভাণ্ডে ক্ষুদ্র হস্তচ্যুত স্বল্প ধান্য মূল্য-স্বরূপ নিক্ষেপ করিয়া ফল ক্রয় করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১১।১১

১১৯। হে কৃষ্ণ! পসারিণী সামান্ত কয়েকটি ধান্য মূল্যেই তোমার হস্ত দুইটি যত্নের সহিত উত্তম ফলে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।১১।১১

১২০। হে কৃষ্ণ! তুমি সামান্ত ফলের বিনিময়ে বিক্রয়িণীর পাত্র বহুবিধ রত্নে পূর্ণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১১।১১

২১। ধূলি-ধূসরণ

[গোকুল বৃন্দন]

১২১।	ধূসরিতাঙ্গক্ষুৎকাম	কৃষ্ণ
১২২।	সরিত্তীরক্ৰীড়াকাম	কৃষ্ণ
১২৩।	প্রাতঃকৃতাহারসংযুত	কৃষ্ণ
১২৪।	স্নাতস্তনীয়শোদাহত	কৃষ্ণ
১২৫।	বিস্মৃতভোজনশুশ্রিত	কৃষ্ণ
১২৬।	বাটাকৃতবাহুগৃহীত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

১২১। হে কৃষ্ণ! তুমি ষমুনাতীরে ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলি
ধূসরিত দেহে স্খাতিষ্ট হইতে।—শ্রীভা: ১০।১১।১৫

১২২। হে কৃষ্ণ! তুমি বয়স্গণসহ নদীতীরের ক্রীড়ায় অত্যন্ত
প্রীতলাভ করিতে।—শ্রীভা: ১০।১১।১৫

১২৩। হে কৃষ্ণ! তুমি সকালে আহারান্তে ক্রীড়ারত হইয়া
—দুপ্রহরাবধি অনাহারে থাকিতে।—শ্রীভা: ১০।১১।১৬

১২৪। হে কৃষ্ণ! তোমাকে আহ্বান করিবা মাত্র যশোদার স্তন
হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইত।—শ্রীভা: ১০।১১।১৮

১২৫। হে কৃষ্ণ! তুমি ক্রীড়ামত্ত হইলে আহারের কথা
বিস্মৃত হইতে ও সদাই হাস্তমুখে থাকিতে।—শ্রীভা: ১০।১১।১৭

১২৬। হে কৃষ্ণ! মাতা যশোদা তোমার হস্তধারণ পূর্বক
বলপ্রয়োগে বাট হইতে গৃহে আনিতেন।—শ্রীভা: ১০।১১।১২

২২। শ্রীবৃন্দাবন-প্রয়াণ

[গোকুল বৃহদ্বন]

১২৭।	নববৃন্দাবনপ্রস্থিত	কৃষ্ণ (১)
১২৮।	যশোদোৎসঙ্গাবস্থিত	কৃষ্ণ
১২৯।	বলনাশবৃক্শজিত	কৃষ্ণ
১৩০।	সবলবৃহদ্বনোজ্জিত	কৃষ্ণ
১৩১।	স্বচরিতগীতবন্দিত	কৃষ্ণ
১৩২।	শকটারোহণনন্দিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব-লীলা

১২৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (পঞ্চম বর্ষে) বৃহদ্বন গোকুল হইতে পশ্চ-
চারণ যোগ্য নূতন বন বৃন্দাবনে আসিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।১১।২৮;
পদ্ম উঃ ৪৫।২৭; হঃ বিঃ ১০।১

১২৮। হে কৃষ্ণ! তুমি মাতা যশোদার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া
বৃন্দাবনে আসিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।১১।৩৪

১২৯। হে কৃষ্ণ! তুমি বৃহদ্বনে নরশিশু ভক্ষণকারী বহু বৃক
(নেকড়ে বাঘের) উপদ্রব সৃষ্টি করিয়াছিলে।—হঃ বিঃ ২।৫

১৩০। হে কৃষ্ণ! তুমি বলরামের সঙ্গে এক শকটে যমুনার অপর
তীরস্থ বৃন্দাবনে আসিয়াছিলে।—হঃ বিঃ ১০।১—শ্রীভাঃ ১০।১১।৩৪

১৩১। হে কৃষ্ণ! গোপনারীগণগীত তোমার বাল্যলীলা সংগীতে
এই বৃন্দাবন যাত্রা মুখরিত হইয়াছিল।—শ্রীভাঃ ১০।১১।৩৩

১৩২। হে কৃষ্ণ! তুমি বৃন্দাবন যাত্রায় গোশকটে আরোহণ
করিয়া পরম আনন্দানুভব করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।১১।৩০

(১) নব-বৃন্দাবনঃ—বৃহদ্বন ও বৃন্দাবন যমুনার দুই তীরে অবস্থিত।
শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চম বর্ষে বৃন্দাবনে আনীত হইবার পূর্বে তথায় কোন জনবসতি ছিল না।
ঐ বন জলজলে স্বাপদে পূর্ণ ছিল।

২৩। শ্রীবৃন্দাবন-প্রবেশ

[শ্রীবৃন্দাবন]

১৩৩।	বৃন্দাবনাভিরামদৃষ্ট	কৃষ্ণ
১৩৪।	গিরিবরালোকনদৃষ্ট	কৃষ্ণ
১৩৫।	বয়স্বেবৎসচারক	কৃষ্ণ
১৩৬।	বকবৎসাসুর দারক	কৃষ্ণ
১৩৭।	শৃঙ্গবেত্রবেণুশোভন	কৃষ্ণ
১৩৮।	নিত্যনববালকীড়ন	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

১৩৩। হে কৃষ্ণ! (পঞ্চমবর্ষে) তুমি স্থলর বৃন্দাবনের নূতন অরণ্য দর্শন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১১।৩৫; বি: পু: ৫।৬।২৬

১৩৪। হে কৃষ্ণ! তুমি গিরিশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন প্রথম দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১১।৩৬

১৩৫। হে কৃষ্ণ! তুমি এই স্থানে গোপবালকগণসহ সর্ব প্রথম বৎস চারণ আরম্ভ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১১।৩৮; পদ্ম উ: ৪৫।২৭; বি: পু: ৫।৬।৩৫; হ: বি: ৮।২

১৩৬। হে কৃষ্ণ! তুমি বেত্র, বেণু, শৃঙ্গ ও শিকা প্রভৃতি দ্বারা শোভিত হইয়া নিত্য রাখালগণসহ গোষ্ঠে গমন করিতে।—শ্রীভা: ১০।১২।২

১৩৭। হে কৃষ্ণ! গোষ্ঠলীলাকালে তুমি পঞ্চবর্ষ বয়সে গোবৎস ও বক পক্ষীরূপী দুইটি অশুর বধ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১১।৪৩; পদ্ম উ: ৪৫।১০১

১৩৮। হে কৃষ্ণ! তুমি নিত্য বহু প্রকার গ্রামীণ বাল্যকীড়ায় রত হইতে ও তুমি সকল কীড়ায় বিশারদ ছিলে।—শ্রীভা: ১০।১২।৬-১০; হ: বি: ১০।৪৩

২৪। অঘাসুর-উদ্ধারণ

[শ্রীবৃন্দাবন]

১৩৯। বকানুজাঘসমুখীন	কৃষ্ণ
১৪০। সবালতস্মুখপ্রলীন	কৃষ্ণ
১৪১। কণ্ঠগতবপুবর্দ্ধন	কৃষ্ণ
১৪২। অঙ্গগরজীবনাদর্দন	কৃষ্ণ
১৪৩। মৎসরীসদগতিপ্রাপিত	কৃষ্ণ
১৪৪। পৌগণ্ডেবাললীলাগাপিত	কৃষ্ণ (১)

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

১৩৯। হে কৃষ্ণ! তুমি একদিন পুতনা ও ভ্রাতা অঘাসুরের সমুখীন হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১২।১৪

১৪০। হে কৃষ্ণ! তুমি বয়স্শগণের অহুগমন করিয়া ছদ্ম অঙ্গগরুড়পী বিবৃত মুখ গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১২।২৮

১৪১। হে কৃষ্ণ! তুমি অঘাসুরের কণ্ঠদেশে পহুঁছিয়া নিজ দেহ বিস্তার করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১২।৩০

১৪২। হে কৃষ্ণ! তোমার বিবর্দ্ধিত দেহদ্বারা কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া অঘাসুর প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।১২।৩১

১৪৩। হে কৃষ্ণ! পরশ্রীকাতর অঘাসুরের আত্মা জ্যোতিরূপে তোমার দেহে প্রবেশ করত: উদ্ধার পাইয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।১২।৩৩

১৪৪। হে কৃষ্ণ! তোমার পঞ্চমবর্ষের এই লীলা-কথা বালকগণ তোমার ষষ্ঠ বর্ষে বৃন্দাবনে বলিয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।১২।৪১

(১) শৌগণ্ড:—অন্য হইতে ৫ম বর্ষ পর্যন্ত কোমার, ৬-১০ বর্ষ পর্যন্ত শৌগণ্ড, ১১-১৫ বর্ষ পর্যন্ত কৈশোর; ১৬ বর্ষ হইতে যৌবন বলা হয়।

২৫। পুলিন-ভোজন

[শ্রীকৃষ্ণাবন]

১৪৫।	দৃষ্টসরিত্তীরককুভ	কৃষ্ণ
১৪৬।	পুলিনভোজনলোলুভ	কৃষ্ণ
১৪৭।	কঞ্জকর্নিকিবোপবিষ্ট	কৃষ্ণ
১৪৮।	সানন্দভোজননিবিষ্ট	কৃষ্ণ
১৪৯।	শাদ্বলে বিরিঞ্চিছলিত	কৃষ্ণ
১৫০।	সপাণিকবলচলিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

১৪৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (অঘাসুর নিধন করিয়াই) সদলে নদী পুলিনের শোভা দর্শনে আগমন করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।১৩।৫

১৪৬। হে কৃষ্ণ! তুমি বয়স্গণ সহ ষমুনাতীরে বনভোজনে লুপ্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।১৩।৬

১৪৭। হে কৃষ্ণ! তোমাকে পদ্মকর্ণিকার ত্রায় বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া, রাখালগণ উপবেশন করিয়াছিল।—শ্রীভাঃ ১০।১৩।৮

১৪৮। হে কৃষ্ণ! তুমি রাখালগণ সহ সানন্দে বনভোজনে নিবিষ্ট হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।১৩।১১

১৪৯। হে কৃষ্ণ! তৃণক্ষেত্র হইতে সকল রাখালের গোবৎসগুলি এই সময় ব্রহ্মা কর্তৃক ছলে লুপ্ত হইয়াছিল।—শ্রীভাঃ ১০।১৩।১৫

১৫০। হে কৃষ্ণ! তুমি হস্তস্থিত খাদ্য ভোজন করিতে করিতে সেই গোবৎস অন্বেষণে একক বাহির হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।১৩।১৮

২৬। ব্রহ্ম-মোহন

[শ্রীবৃন্দাবন]

১৫১।	কৌমারকেলিবিস্মাপিত	কৃষ্ণ
১৫২।	সবৎসবালাপহারিত	কৃষ্ণ
১৫৩।	উভায়িতবৎসবিগ্রহ	কৃষ্ণ
১৫৪।	স্নেহস্নুতপয়ঃপ্রগ্রহ	কৃষ্ণ
১৫৫।	বর্ষবিমোহসংবোধিত	কৃষ্ণ
১৫৬।	বীতমোহব্রহ্মানমিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

১৫১। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বযজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা, তোমার এই বনভোজন লীলা দর্শনে ব্রহ্মাও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

—শ্রীভাঃ ১০।১৩।১১

১৫২। হে কৃষ্ণ! তুমি বৎসাবেষণে প্রস্থান করিলে ব্রহ্মা তোমার রাখাল বয়স্কগণকেও অপহরণ করিয়াছিলেন।—শ্রীভাঃ ১০।১৩।১৫

১৫৩। হে কৃষ্ণ! তুমি গোবৎস ও ব্রজরাখাল এই উভয় দলের সকলের রূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলে।

—শ্রীভাঃ ১০।১৩।১৮

১৫৪। হে কৃষ্ণ! তুমি ব্রজের সমস্ত বৎসবতী গাভী ও গোপী জননীদেবের পরম স্নেহকরিত হৃদয় এই সমস্ত রূপে পান করিয়াছিলে।

—শ্রীভাঃ ১০।১৩।২২

১৫৫। হে কৃষ্ণ! শত শত গোবৎস ও রাখালরূপে এই স্তন্যপান লীলা এক বৎসর চলিবার পর প্রকৃত রহস্য ব্রহ্মার বোধগম্য হইয়াছিল।

—শ্রীভাঃ ১০।১৩।৪৪

১৫৬। হে কৃষ্ণ! প্রজাপতি ব্রহ্মা সংবৎসর পরে মোহমুক্ত হইয়া ক্ষমাপ্রার্থী হন এবং তোমার পদানত হইয়া প্রণাম ও স্তব করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।১৩।৬৩-৬৪, ১০।১৪ অধ্যায়

২৭। গো-চারণ

[শ্রীকৃষ্ণাবন]

১৫৭।	পৌগণ্ডে পশুপসম্মত	কৃষ্ণ (১)
১৫৮।	পশুপুরস্ববনাগত	কৃষ্ণ
১৫৯।	পাদরজব্রজপাবন	কৃষ্ণ
১৬০।	শৈলসরিদ্রোধধাবন	কৃষ্ণ
১৬১।	তরুমূলস্ববালবেষ্টিত	কৃষ্ণ
১৬২।	গ্রাম্যৈগ্রাম্যবচ্চেষ্টিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

১৫৭। হে কৃষ্ণ! তুমি পৌগণ্ডে (ষষ্ঠ বর্ষ বয়সে) প্রথম গোচারণে নিযুক্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।১৫।১

১৫৮। হে কৃষ্ণ! তুমি গাভীকুলকে অগ্রে স্থাপন করতঃ তৎপশ্চাৎ রাখালগণ সহ গোষ্ঠে গমন করিতে।—শ্রীভাঃ ১০।১৫।২

১৫৯। হে কৃষ্ণ! গোষ্ঠলীলাকালে তোমার চরণধূলী স্পর্শে ব্রজভূমির লতা-বৃক্ষতৃণাদি পবিত্র হইয়াছিল।—শ্রীভাঃ ১০।১৫।৮

১৬০। হে কৃষ্ণ! তুমি গোবর্দ্ধন গিরি ও সন্নিকটস্থ নালা ও নদীর তীরে তীরে গোচারণে ধাবিত হইতে।—শ্রীভাঃ ১০।১৫।৯

১৬১। হে কৃষ্ণ! তুমি গোচারণকালে বালকবৃন্দবেষ্টিত হইয়া (কোন রাখালের ক্রোড়েই) বৃক্ষমূলে শয়ন করিতে।—শ্রীভাঃ ১০।১৫।১৬

১৬২। হে কৃষ্ণ! তুমি পল্লীবাসীগণের সঙ্গে সাধারণ পল্লী-বালকের স্থায়ই আচরণ করিতে।—শ্রীভাঃ ১০।১৫।১৯

(১) পশুপসম্মতঃ—শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠ বর্ষের কাস্তিক শুক্লাষ্টমী তিথিতে প্রথম গোচারণ আরম্ভ করেন। এই তিথিকে গোপাষ্টমী তিথি বলে। যেমন ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হওয়ায় এই তিথিকে জন্মাষ্টমী তিথি বলা হয়।

২৮। স্থাপদ-বিনাশ

[তালবন]

১৬৩।	তালবনে বয়স্কসংবৃত	কৃষ্ণ (১)
১৬৪।	নরভুক্ধেহুকসংবৃত	কৃষ্ণ
১৬৫।	বিপুলপাদপভঙ্ক	কৃষ্ণ
১৬৬।	স্থাপদরাসভঙ্কসক	কৃষ্ণ
১৬৭।	দূরীকৃতারণ্যকৈরব	কৃষ্ণ
১৬৮।	কৃতশূলভবনবৈভব	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত, হরিবংশ ও বিষ্ণু পুরাণ-লীলা

১৬৩। হে কৃষ্ণ! একদিন তুমি রাখালগণ বেষ্টিত হইয়া তালবনে গমন করিয়াছিলে—হ: বি: ১৩১৩ শ্রীভা: ১০।১৫১২১ বি: পু: ৫৮।১

১৬৪। হে কৃষ্ণ! তুমি এই অরণ্যে ধেহুক নামক মনুষ্যখাদক এক হিংস্র জন্তুর বৃহৎ দল সংহার করিয়াছিলে।—হ: বি: ১৩১২ ; শ্রীভা: ১০।১৫১৩৬-৩৮

১৬৫। হে কৃষ্ণ! তুমি সুপক্ক ফলপূর্ণ বিশাল তালবনে ধেহুক গোষ্ঠির বিপুল দেহ নিক্ষেপ করত: ভঙ্গ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১৫১৩২-৩৩ ; বি: পু: ৫৮।২ ; হ: বি: ১৩১২১২২

১৬৬। হে কৃষ্ণ! এই গর্জিত জাতীয় মনুষ্যভূখ স্থাপদদল তোমার হস্তে নিমূল হইয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।১৫১৩৭-৩৮ ; হ: বি: ১৩১২৩

১৬৭। হে কৃষ্ণ! তুমি ব্রজের চতুঃপার্শ্ববর্তী বনানীর সমস্ত আরণ্য আপদ দূর করিয়া প্রশংসিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১৫১৩৯ ; বি: পু: ৫৮।১৩ ; হ: বি: ১৩১২৪

১৬৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (এই অদ্ভুত কর্মধারা) ফল, মূল ও তৃণাদি সমস্ত বনজ সম্পদ ব্রজবাসী মানব ও পশুপক্ষীগণের সহজলভ্য করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১৫১৪০ ; বি: পু: ৫৮।১৩ ; হ: বি: ১৩১২৫

(১) তালবন:—বরাহপুরাণ মতে এইস্থান মথুরার পশ্চিমভাগে এক বোজনের মধ্যে অবস্থিত। এই লীলা কালির দমনের পরে ভাজ মাসে ৭ম বর্ষে হইয়াছিল।

২৯। কালিন্দ-দমন

[কালিয়-হৃদ]

১৬৯।	কালিন্দ্যাং কালিয়দমন	কৃষ্ণ
১৭০।	তীরস্থজীবনরক্ষণ	কৃষ্ণ
১৭১।	নাগভোগোপরিদর্শক	কৃষ্ণ
১৭২।	সহস্রফনবিমর্দক	কৃষ্ণ
১৭৩।	হলাহলমদনাশন	কৃষ্ণ
১৭৪।	রমনকে চিরোদ্ধাসন	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ; বিষ্ণু পুরাণ ও হরিবংশ-লীলা

১৬৯। হে কৃষ্ণ ! তুমি একদা ষষ্ঠবর্ষে গোষ্ঠ-চারণ কালে কালিন্দী যমুনার একাংশে কালিয় হৃদে কালিয় নামক বিষধর সর্প দমন করিয়াছিলে। বি: পু: ৫।৭।২ ; হ: বি: ১২।৩৬ ;—শ্রীভা: ১০।১৬।২৯

১৭০। হে কৃষ্ণ ! তুমি কালিয় হৃদের তীরবর্তী বৃক্ষাদি ও পশু-পক্ষীগণকে বিষক্রিয়া হইতে রক্ষা করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১৬।৫

১৭১। হে কৃষ্ণ ! তুমি কালিয়নাগের বিস্তৃত ফণার উপর নৃত্য করিয়াছিলে।—হ: বি: ১২।৩৪ ; শ্রীভা: ১০।১৬।২৬ ; বি: পু: ৫।৭।৪৪

১৭২। হে কৃষ্ণ ! তুমি চরণাধাতে কালিয়নাগের সহস্র ফণা ভঙ্গ করিয়াছিলে।—হ: বি: ১২।৩৫ ; শ্রীভা: ১০।১৬।২৮ ; অ: বৈ: কৃ: ১২।১২ ; বি: পু: ৫।৭।৪৫

১৭৩। হে কৃষ্ণ ! তুমি কালিয়নাগের বিষের দর্প খর্ব্ব করিয়াছিলে।—হ: বি: ১২।৩৯ ; শ্রীভা: ১০।১৬।৫৪-৫৫ ; বি: পু: ৫।৭।৭৬

১৭৪। হে কৃষ্ণ ! তুমি কালিয়কে চরণ চিহ্নিত করতঃ বহুদূরে রমনক দ্বীপে সকলে নির্বাসিত করিয়াছিলে—হ: বি: ১২।৪১ ; শ্রীভা: ১০।১৬।৬০-৬৩ ; অ: বৈ: কৃ: ১২।৩০

৩০। যমুনা-জল-শোধন

[শ্রীমদাবন]

১৭৫।	গরলমৃতসঞ্জীবন	কৃষ্ণ
১৭৬।	অমৃতপ্রবর্ষনেক্ষণ	কৃষ্ণ
১৭৭।	নীপাদ্বিবহুদপতিত	কৃষ্ণ
১৭৮।	চক্ষুশ্রবসহৃদংশিত	কৃষ্ণ
১৭৯।	সর্বজীবাজীবসুকৃত	কৃষ্ণ
১৮০।	কৃতকালিন্দীজলামৃত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ; হরিবংশ ও বিষ্ণু পুরাণ-লীলা

১৭৫। হে কৃষ্ণ! তুমি কালিয় হ্রদের বিষাক্ত জলপানে মৃত গো ও গোপালগণকে জীবন দান করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১৫।৫০

১৭৬। হে কৃষ্ণ! তোমার নয়নকমলের দৃষ্টি অমৃতবার্ধিনী ছিল।—শ্রীভা: ১০।১৫।৫০

১৭৭। হে কৃষ্ণ! তুমি তীরস্থ কদম্ববৃক্ষ হইতে লক্ষ প্রদান পূর্বক কালিয় হ্রদে পতিত হইয়াছিলে।—হ: বি: ১২।২; শ্রীভা: ১০।১৬।৬; অ: বৈ: ক: ১২।৮; বি: পু: ৫।৭।১০

১৭৮। হে কৃষ্ণ! তুমি কালিয় হ্রদে সম্ভরণ করিতে থাকিলে সর্প কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া মর্দনস্থলে দংশিত হইয়াছিলে।—বি: পু: ৫।৭।১০; হ: বি: ১২।১৪; শ্রীভা: ১০।১৬।২

১৭৯। হে কৃষ্ণ! তুমি যমুনার প্রাণনাশা বিষাক্ত জল মাহুয, গাভী প্রভৃতি সর্বজীবের উপজীবিকা রূপে রূপান্তরিত করিয়াছিলে; হ: বি: ১২।৪৭; শ্রীভা: ১০।১৬।৬০

১৮০। হে কৃষ্ণ! তুমি মহাবিষাক্ত কালিন্দীর জল অমৃত-বারিতে পরিণত করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।১৬।৬৭; বি: পু: ৫।৭।৮২; হ: বি: ১২।৪৭

৩১। দাবাগ্নি-ভক্ষণ

[ভাণ্ডীর-বন]

১৮১।	গোগোপদাবাগ্নিরক্ষণ	কৃষ্ণ
১৮২।	কারিতপ্রলম্বমোক্ষণ	কৃষ্ণ
১৮৩।	ইষীকাদাবাগ্নিদমন	কৃষ্ণ
১৮৪।	মুনিমনোবেলুমোহন	কৃষ্ণ
১৮৫।	গোকুলগোধূলিমধূপ	কৃষ্ণ
১৮৬।	গোপীমানসাকাশোদ্ভূপ	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ; ব্রহ্মবৈবর্ত ও বিষ্ণু পুরাণ-লীলা

১৮১। হে কৃষ্ণ! তুমি (ভাণ্ডীর বনে) গোষ্ঠলীলা সময়ে দাবাগ্নি পান করিয়া গোকুল ও গোপকুলকে রক্ষা করিয়াছিলে।
—শ্রীভাঃ ১।১৭।২৫

১৮২। হে কৃষ্ণ! তুমি বলরাম দ্বারা গোপবেশী “প্রলম্ব” অশ্বরকে নিধন করাইয়া (ভাণ্ডীর-বন) নিরাপদ করিয়াছিলে।
—শ্রীভাঃ ১০।১৮।৩০ ; ব্রঃ বৈঃ কৃঃ ১৬।১২ ; বিঃ পুঃ ৫।২।৩৬ ; হঃ বিঃ ১৪।৫২

১৮৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (ইষিকা বনের) দাবানল হইতেও গোপালবৃন্দকে রক্ষা করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।১২।১২

১৮৪। হে কৃষ্ণ! তোমার বংশীধ্বনি শুনিয়া বনচারী (স্বাপদ-কুল হইতে সংসার বিরাগী) মুনির হৃদয় পর্য্যন্ত মোহিত হইত।
—শ্রীভাঃ ১০।১২।১৪

১৮৫। হে কৃষ্ণ! তুমি গোষ্ঠ হইতে গোধূলি সময়ে গৃহে প্রত্যাগমনকালে ব্রজবাসিগণের মানস-পদ্মের ভ্রমর স্বরূপ ছিলে।
—শ্রীভাঃ ১০।১২।১২

১৮৬। হে কৃষ্ণ! তুমি নিত্য গোধূলি সময়ে গোপবালাদের মানসাকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদ্ভিত হইতে।—শ্রীভাঃ ১০।১২।১৬

৩২। গোষ্ঠ-গমন

[শ্রীহৃন্দাবন]

১৮৭।	ময়ূরপিচ্ছাপীড়ধর	কৃষ্ণ
১৮৮।	পীতবসননটবর	কৃষ্ণ
১৮৯।	বহুব্রহ্মবেহুবাদন	কৃষ্ণ
১৯০।	বনমালিমনোমাদন	কৃষ্ণ
১৯১।	গোপালগণগীতকীর্তি	কৃষ্ণ
১৯২।	পথিগোপীমানসস্মৃতি	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ-লীলা

১৮৭। হে কৃষ্ণ! তুমি গোষ্ঠ গমনকালে সর্বদাই তোমায় চুড়ায় ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিতে।—শ্রীভা: ১০।২১।৫

১৮৮। হে কৃষ্ণ! তুমি গোষ্ঠ গমনকালে পীতবাস পরিধান করিয়া সুদক্ষ নটের মত নৃত্যভঙ্গীতে চলিতে।—শ্রীভা: ১০।২১।৫

১৮৯। হে কৃষ্ণ! তুমি বনবাসী গোপবেশে গোষ্ঠলীলায় বেহুবাদন করিতে।—হ: বি: ১৪।৬;—শ্রীভা: ১০।২১।৫

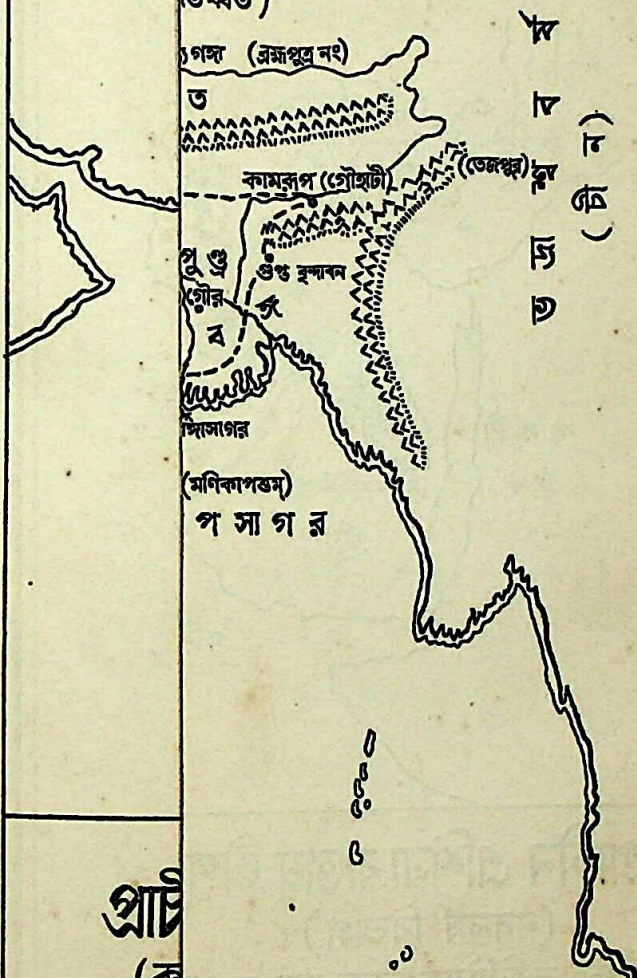
১৯০। হে কৃষ্ণ! তুমি (পঞ্চবর্ণের) পুষ্পমালা ধারণ করিয়া সর্ব জীবের হৃদয় রঞ্জন করিতে।—শ্রীভা: ১০।২১।৫; হ: বি: ১৪।৪

১৯১। হে কৃষ্ণ! তুমি গোষ্ঠগমনকালে গোপবালকগণ তোমার বাল্য লীলাগান করিত।—শ্রীভা: ১০।২১।৫

১৯২। হে কৃষ্ণ! তুমি গোষ্ঠযাত্রায় যাতায়াত পথে সুন্দর মূর্তিতে গোপীদের মনে পরম আনন্দ সঞ্চার করিতে।—শ্রীভা: ১০।১৯।৬, ১০।২১।১২

রি ব র্ষ
(মঙ্গোলিয়া)

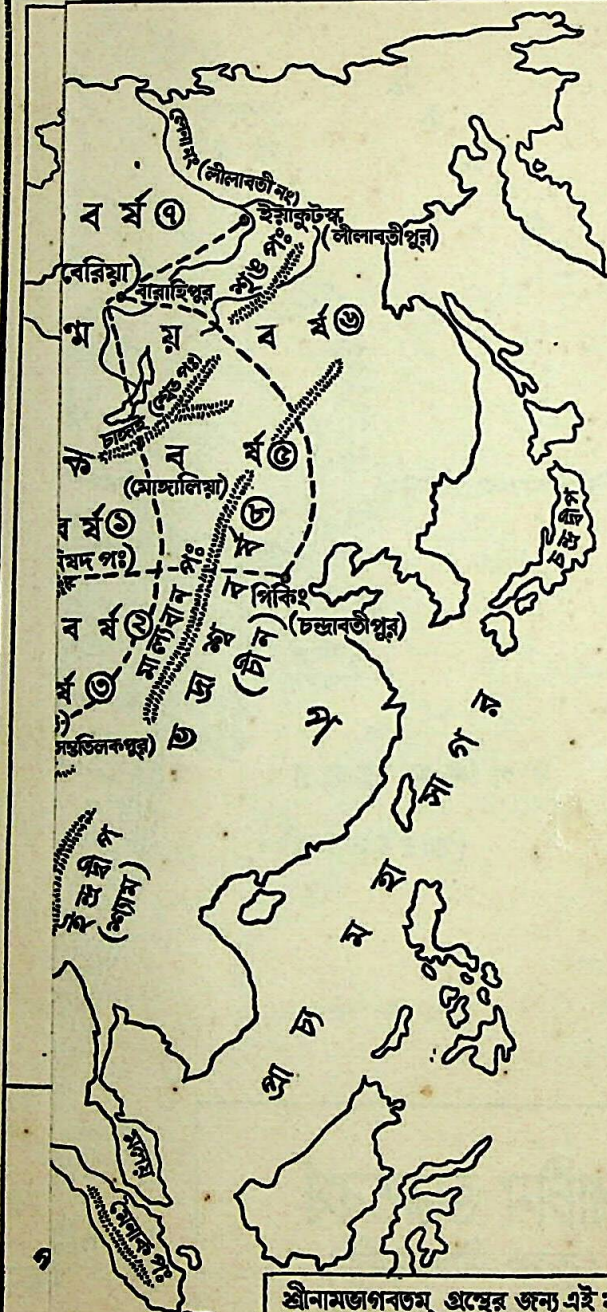
রু শ ব র্ষ
(তিব্বত)



প্রাচীন
(বু)

সেনার
পদ

শ্রীনাথগনভদ্র গ্রন্থের জন্য এই মানচিত্র
শ্রীনাথগনভদ্র গ্রন্থের জন্য এই মানচিত্র



শ্রীনামভাগবতম্ গ্রন্থের জন্য এই মানচিত্র
শ্রীমোহনচাঁদ্রের কস্তুর অঙ্কিত হইল।

শ্রীনাম-ভাগবতম্

৩৩

৩৩। বস্ত্র-হরণ

[চীরঘাট]

১৯৩।	পুলিনকদম্বাবস্থিত	কৃষ্ণ
১৯৪।	কুমারীবাসহারিস্থিত	কৃষ্ণ
১৯৫।	নন্দমুতপতিকামদ	কৃষ্ণ
১৯৬।	রাসপৌর্ণমাসমানদ	কৃষ্ণ (১)
১৯৭।	সম্মোচিতলজ্জাবরণ	কৃষ্ণ
১৯৮।	মোদিতমধুরাভরণ	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

১৯৩। হে কৃষ্ণ! তুমি সপ্তমবর্ষে (অগ্রহায়ণ মাসে গোপ কুমারীদের কাত্যায়ণী ব্রতেব শেষ দিনে) যমুনাতীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২২।১০

১৯৪। হে কৃষ্ণ! তুমি জীড়াচ্ছলে অনধিক পঞ্চমবর্ষীয়া স্নানরতা গোপ-কুমারীদের পরিত্যক্ত তীরস্থিত বস্ত্রাপহরণ করতঃ বয়স্শগণসহ হাস্ত করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২২।১১

১৯৫। হে কৃষ্ণ! যে সমস্ত কুমারী কাত্যায়ণী-দেবী-সমীপে নন্দনন্দনকে পতিরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তুমি তাহাদিগকে কামবর দান করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২২।১৪-৮

১৯৬। হে কৃষ্ণ! তুমি রাসপূর্ণিমা রজনীতে তাহাদের সঙ্গে রাস-নৃত্য করিয়া তাহাদিগকে মানদান করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২২।২৭

১৯৭। হে কৃষ্ণ! তুমি পাপলেশহীনা সেই কুমারীদের লজ্জা, ভয় প্রভৃতি আবরণ দূর করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২২।২২

১৯৮। হে কৃষ্ণ! তুমি পবিত্রা কুমারীদিগকে মধুর ভাবের অভরণ ভূষিতা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২২।২১

(১) বস্ত্রহরণ-লীলার একবর্ষ পরে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাসোৎসব হইয়াছিল।
—শ্রীভা: ১০।২২।২৭

৩.১ জীব-সেবা-শিক্ষণ

[শ্রীকৃন্দাবন]

১৯৯।	নিদাঘদ্রুমচ্ছায়াদৃষ্ট	কৃষ্ণ
২০০।	বয়স্তানুশাসনহৃষ্ট	কৃষ্ণ
২০১।	পরার্থপ্রাণানুমোদক	কৃষ্ণ
২০২।	জীবোপজীবনবোধক	কৃষ্ণ
২০৩।	জগদ্ধিতচেষ্টিভেক্ষক	কৃষ্ণ
২০৪।	জন্মসাকল্যানুশিক্ষক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

১৯৯। হে কৃষ্ণ! তুমি গ্রীষ্মকালের দারুণ উত্তাপের সময় বনচ্ছায়ার নীরব জীব-সেবা লক্ষ্য করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২২।৩০

২০০। হে কৃষ্ণ! তুমি ঐ দৃশ্য ব্যাখ্যা করিয়া সমবয়স্ক রাখাল-গণকে নিঃস্বার্থ জীব-সেবা শিক্ষা দিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২২।৩১

২০১। হে কৃষ্ণ! তুমি বৃক্ষের মত পরার্থে জীবন-ধারণ অনুমোদন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২২।৩২

২০২। হে কৃষ্ণ! তুমি অপর প্রাণীর হিতের জন্ত জীবন ধারণের মহিমা বুঝাইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২২।৩৩

২০৩। হে কৃষ্ণ! তুমি জগতের মঙ্গলকর কৰ্ম-রহস্য দর্শন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২২।৩৪

২০৪। হে কৃষ্ণ! তুমি পরোপকার দ্বারাই যে দেহীর জীবন সার্থক হয় এই তত্ত্বই রাখালগণকে শিক্ষা দিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২২।৩৫

শ্রীনাম-ভাগবতম্

৩৫

৩৫। অন্ন-ভিক্ষণ

[আঙ্গিরস সত্র]

২০৫। ক্ষুধার্তবয়স্যবেষ্টিত	কৃষ্ণ
২০৬। সত্রাঙ্গিরসান্নচেষ্টিত	কৃষ্ণ
২০৭। বালিশবিপ্রাবমানিত	কৃষ্ণ
২০৮। সুশীলললনামানিত	কৃষ্ণ
২০৯। চতুর্বিধস্বল্পস্বীকৃত	কৃষ্ণ
২১০। লৌকিকীভূর্গতিধিকৃত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

২০৫। হে কৃষ্ণ! একদা (বৃন্দাবন হইতে বহুদূরবর্তী বনের গোষ্ঠে) ক্ষুধার্ত রাখালগণ তোমাকে বেঠেন করিয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।২৩।১ ব্র: বৈ: কৃ: ১৮।৮

২০৬। হে কৃষ্ণ! তুমি ঐ স্থানের ব্রাহ্মণগণের আঙ্গিরস যজ্ঞস্থলে অন্ন-যাজ্ঞা-জ্ঞাত রাখালদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৩।৩ ব্র: বৈ: কৃ: ১৮।১০

২০৭। হে কৃষ্ণ! মূর্থ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ (তোমাকে সাধারণ মনুষ্য-বোধে তোমার যাজ্ঞাপূরণ না করিয়া) তোমার অবমাননা করিয়াছিলেন।—শ্রীভা: ১০।২৩।২-১১; ব্র: বৈ: কৃ: ১৮।১৫

২০৮। হে কৃষ্ণ! সুশীলা ভক্তিমতী বিপ্রভার্য্যাগণ অন্নপ্রদান দ্বারা তোমাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।—শ্রীভা: ১০।২৩।১২

২০৯। হে কৃষ্ণ! তুমি বিপ্রজ্ঞীগণ হইতে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ ও পেয় এই চারি প্রকার আহাৰ্য্যই গ্রহণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৩।১২; ব্র: বৈ: কৃ: ১৮।৫৪

২১০। হে কৃষ্ণ! তুমি হাশ্ব করিয়া (বিচারহীন) গতানুগতিক লোক ব্যবহারকে ধিকার দিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৩।১৩

২১১।	ইন্দ্রযাগারম্ভবারক	কৃষ্ণ
২১২।	গোবর্দ্ধনযজ্ঞকারক	কৃষ্ণ
২১৩।	সপ্তাহকালগিরিধারি	কৃষ্ণ
২১৪।	ত্রিদশেশ্বরদর্পহারি	কৃষ্ণ
২১৫।	মর্ত্য্যাভিধান্লেষশমন	কৃষ্ণ
২১৬।	গোনাশপ্রয়াসদমন	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-সীল।

২১১। হে কৃষ্ণ! তুমি (গোপজাতির চিরাচরিত) ইন্দ্রযাগ নামক (অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক বার্ষিক অনুষ্ঠান) বন্ধ করিয়াছিলে।
—শ্রীভা: ১০।২৪।২৫ ; বি: পু: ৫।১০।৩৬ ; হরি: বি: ১৫।১২

২১২। হে কৃষ্ণ! তুমি (সপ্তমবর্ষ বয়সে) গোপজাতির শ্রীবৃদ্ধিকারক গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ নামক নূতন অনুষ্ঠান প্রবর্তন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৪।২৫ ; বি: পু: ৫।১০।৩৭

২১৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (ইন্দ্র কোপ হইতে ব্রজ রক্ষার্থ) সপ্তাহ কাল গোবর্দ্ধন-গিরি এক করাত্রে ধারণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৫।২৬ ; বি: পু: ৫।১১।১৬

২১৪। হে কৃষ্ণ! তুমি দেবরাজের (মেঘবর্ষণদ্বারা ধ্বংশ-শক্তির) দর্প চূর্ণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৫।২৮ ; বি: পু: ৫।১১।২৮

২১৫। হে কৃষ্ণ! “তুমি একজন সাধারণ মানুষ” (কদাচ ঈশ্বর নহ) এই শ্লেষ বাক্য প্রয়োগকারীকে তুমি দমন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৫।৫

২১৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (ইন্দ্রকর্তৃক বৃন্দাবনের সমস্ত) গোবংশ ধ্বংসের পাপ-প্রয়াস ব্যর্থ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৭।১ ; হরি: বি: ১২।১৪

৩৭। অন্তর্কূট-প্রবর্তন

[গোবর্দ্ধন]

২১৭।	যুগরূপাচারস্থাপক	কৃষ্ণ
২১৮।	অযুক্তিবিচারোৎপাদক	কৃষ্ণ
২১৯।	প্রাচীনাপব্যয়বারণ	কৃষ্ণ
২২০।	গোসবসদ্যয়কারণ	কৃষ্ণ
২২১।	কূটপ্রমাণান্নদায়ক	কৃষ্ণ
২২২।	গিরিপরিক্রমানায়ক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

২১৭। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার আবির্ভাব যুগের অন্তরূপ নূতন ও আবশ্যক আচার প্রবর্তন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৪।২৪

২১৮। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বপ্রকার অযৌক্তিক বিচারের মূলোৎপাটন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৪।২৬ ; হরি: বি: ১৬।৩৪

২১৯। হে কৃষ্ণ! তুমি গোপগণের (ইন্দ্রযাগ নামক বার্ষিক) অপব্যয় মূলককর্ম নিবারণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৪।১১

২২০। হে কৃষ্ণ! তুমি তৎস্থলে গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ নামক সদ্যস্বমূলক বার্ষিক নূতন অনুষ্ঠান প্রবর্তন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ৩।২।৩২

২২১। হে কৃষ্ণ! তুমি এই নূতন উৎসবে সর্বশ্রেণীর মানব হইতে ইতর জীব পর্যন্ত সর্বজীবকে পর্বত-প্রমাণ খাদ্যদ্রব্য বিতরণের নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৪।২৬-২৮ ; হরি: বি: ১৭।১২ ; বি: পু: ৫।১০।৪৫

২২২। হে কৃষ্ণ! তুমি সমস্ত ব্রজবাসীর সমবেতভাবে গোবর্দ্ধন পরিক্রমার নূতন আচার প্রবর্তন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৪।২৯-৩০ ; হরি: বি: ১৭।৩২ ; বি: পু: ৫।১০।৪৬

৩৮। গোবিন্দ-নাম-প্রাপ্তি

[গোবর্দ্ধন]

২২৩।	সগোত্রস্বরভিবন্দিত	কৃষ্ণ
২২৪।	গোমাতৃপয়োভিসিদ্ধিত	কৃষ্ণ
২২৫।	গোবিন্দাভিধানাভিহিত	কৃষ্ণ
২২৬।	অপ্সরঃকৃতযশোগীত	কৃষ্ণ
২২৭।	প্রসূনবর্ষণসংবৃত	কৃষ্ণ
২২৮।	নিসর্গবৈরনিরাকৃত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-নীলা

২২৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (গিরিধারণে) শত সহস্র গোরক্ষা করিলে সগোত্রা স্বরভি কর্তৃক বন্দিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৭।১৮

২২৪। হে কৃষ্ণ! তুমি গোমাতা স্বরভি কর্তৃক তদীয়াহুন্ধে সিদ্ধিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৭।২২

২২৫। হে কৃষ্ণ! তুমি নন্দব্রজের গোরক্ষার জন্ত স্বরভি কর্তৃক গোবিন্দ নামে প্রথম অভিহিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৭।২৩ ; পদ্ম পু: ৩৮।৪৩

২২৬। হে কৃষ্ণ! সিদ্ধ অপ্সরাদি (গিরিধারণ রূপ অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে) তোমার মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন।—শ্রীভা: ১০।২৭।২৪

২২৭। হে কৃষ্ণ! (ব্রজনাশে অকৃতকার্য্য হতদর্প (দেবগণ) তোমার উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন।—শ্রীভা: ১০।২৭।২৫

২২৮। হে কৃষ্ণ! তুমি বৃন্দাবনের সমস্ত স্বভাব-বৈরসম্পন্ন প্রাণিগণকে হিংসাবিহীন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৭।২৭

শ্রীনাম-ভাগবতম্

৩৯

৩৯। বরুণ-বিজয়

[নন্দঘাট]

২২৯।	জললোকপালবন্দিত	কৃষ্ণ
২৩০।	বরুণপ্রণতিনন্দিত	কৃষ্ণ
২৩১।	গোপালমানসহর্ষক	কৃষ্ণ
২৩২।	স্বজ্যোতির্লোকপ্রদর্শক	কৃষ্ণ
২৩৩।	স্বজনকরণাকারক	কৃষ্ণ
২৩৪।	নিমজ্জিতনন্দোদ্ধারক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

২২৯। হে কৃষ্ণ! তুমি জললোকপাল বরুণদেব কর্তৃক বন্দিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৮।৪

২৩০। হে কৃষ্ণ! তুমি বরুণদেব কর্তৃক ক্ষমা-প্রার্থনাপূর্বক প্রণামে আনন্দিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৮।৬-৭

২৩১। হে কৃষ্ণ! তুমি যমুনায নন্দ-নিমজ্জন-হেতু শোকাকুল গোপগণের হর্ষবিধান করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৮।১২

২৩২। হে কৃষ্ণ! তুমি গোপগণকে ইন্দ্রিয়াভীত জ্যোতির্গয় পরলোক প্রদর্শন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৮।১৪

২৩৩। হে কৃষ্ণ! তুমি নিজ ভক্তগণের প্রতি চিরদিন পরম করুণাময়।—শ্রীভা: ১০।২৮।১৪

২৩৪। হে কৃষ্ণ! তুমি যমুনা-জল-নিমগ্ন গোপরাজ নন্দকে আসন্ন মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২৮।৮

৪০। মদনমোহন

(বৃষভাসুপুত্র)

২৩৫।	রাসনৃত্যোৎসবসুস্মিত	কৃষ্ণ (১)
২৩৬।	যোগমায়াসমুপাশ্রিত	কৃষ্ণ
২৩৭।	গোপিকামণ্ডলমণ্ডন	কৃষ্ণ
২৩৮।	রাধামানমদখণ্ডন	কৃষ্ণ (২)
২৩৯।	সাক্ষাৎমন্মথমন্মথ	কৃষ্ণ
২৪০।	কন্দর্পদর্পদ্বাঙ্গসংস্থ	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

২৩৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (অষ্টম বর্ষে রসরাজরূপে) সহাস্রমুখে রাসনৃত্যোৎসব করিয়াছিলে।—হরি: বি: ২০।১৮; বি: পু: ৫।১৩।২৩; শ্রীভা: ১০।২২।১

২৩৬। হে কৃষ্ণ! তুমি যোগমায় দেবীর আশ্রয় গ্রহণে রাস-নৃত্যোৎসব করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২২।১

২৩৭। হে কৃষ্ণ! তুমি রাসস্থলীতে মণ্ডলাকারে অবস্থিত গোপীচক্র অলঙ্কৃত করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৩।৩

২৩৮। হে কৃষ্ণ! তুমি মানিনী শ্রীরাধার মান-গর্ভে খর্ব করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩০।৩৬-৩৭

২৩৯। হে কৃষ্ণ! তুমি মদনমোহনরূপে রাসমণ্ডলে প্রকাশিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩২।২

২৪০। হে কৃষ্ণ! তুমি চিরআত্মসংস্থ; সম্পূর্ণরূপে কাম দমন দ্বারা তুমি কন্দর্পদেবের গর্ভে খর্ব করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৩।২৫

(১) রাসনৃত্যকালে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টম বর্ষ বয়স ছিল এবং নন্দব্রজ গোপাগণ অনধিক বর্ষ বয়সে কুমারী ছিলেন।—শ্রীভা: ১০।২২।১

(২) শ্রীরাধা গোপীদের প্রধানা ছিলেন।—দে: ভা: ২।৫০।২০

৪১। শাপ-মোচন

[অশ্বিকাবন]

২৪১।	অশ্বিকাবনসমাগত	কৃষ্ণ
২৪২।	বিপন্ননন্দসমাহৃত	কৃষ্ণ
২৪৩।	পদোপদেবসংস্পৃষ্ট	কৃষ্ণ
২৪৪।	বিজ্ঞাপনবন্দিতসংহৃষ্ট	কৃষ্ণ
২৪৫।	শঙ্খচূড়বধবিধায়ক	কৃষ্ণ
২৪৬।	ভাস্করমহামণিদায়ক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

২৪১। হে কৃষ্ণ তুমি গোপগণের সহিত অশ্বিকাবনে আগমন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৪।১

২৪২। হে কৃষ্ণ (রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায়) অজগর-সর্প-গ্রস্ত নন্দগোপ তোমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন।—শ্রীভা: ১০।৩৪।৬

২৪৩। হে কৃষ্ণ তুমি (অপর গোপগণের নন্দরাজ রক্ষার সর্ব্বচেষ্টা ব্যর্থ হইলে) সর্পরূপী উপদেবকে পদাঘাত করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৪।৮

২৪৪। হে কৃষ্ণ তুমি (তোমার পাদস্পর্শে সত্ত শাপমুক্ত) বিজ্ঞাপন স্বদর্শন কর্তৃক বন্দিত হইয়া হৃষ্ট হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৪।১৪

২৪৫। হে কৃষ্ণ তুমি যক্ষপতি কুবেরানুচর বনচারী লম্পট শঙ্খচূড়কে বধ করিয়া বনভূমি নিরাপদ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৪।৩১

২৪৬। হে কৃষ্ণ তুমি শঙ্খচূড় হইতে প্রাপ্ত মহামূল্য মণি (নিজে গ্রহণ না করিয়া) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামকে দিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৪।৩২

৪২। অরিষ্ট-নিধন

[রাধাকৃষ্ণ]

২৪৭।	বৃষভারিষ্টবিঘাতক	কৃষ্ণ
২৪৮।	মহাশ্বকেশিনিপাতক	কৃষ্ণ
২৪৯।	রহসিদেবর্ষাশ্বাসিত	কৃষ্ণ
২৫০।	ভবিষ্যলীলাশুভাষিত	কৃষ্ণ
২৫১।	নিলায়নচৌরধারণ	কৃষ্ণ
২৫২।	মায়াবিব্যোমবিদারণ	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

২৪৭। হে কৃষ্ণ! তুমি অরিষ্ট নামক (মহাবলশালী ও খল) গোবৃষকে (ভূমিতে ফেলিয়া শৃঙ্গোৎপাটনপূর্বক) বধ করিয়াছিলে।—
শ্রীভা: ১০।৩৬।১৩ ; বি: পু: ৫।১৪।১৩

২৪৮। হে কৃষ্ণ! তুমি কংস-প্রেরিত কেশি নামক দুষ্ট অশ্বকে (তাহার বিবৃত মুখমধ্যে প্রবিষ্ট বাহু বুদ্ধিকরত:) নিহত করিয়াছিলে।
—শ্রীভা: ১০।৩৭।৭ ; অ: বৈ: কু: ১৬।২৩ ; বি: পু: ৫।১৬।১৬

২৪৯। হে কৃষ্ণ! তুমি দেবর্ষি নারদ কর্তৃক গোপনে কথিত তোমার আগমন-রহস্য শ্রবণে আশ্বাসিত হইয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।৩৭।৯ ; হরি: বি: ২৪।৭০-৭১

২৫০। হে কৃষ্ণ! তুমি (নারদের মুখে) তোমার ভাবী লীলাকথা অবগত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৭।১৫-২৩ ; হরি: বি: ২৪।৭৩-৭৪ ,
বি: পু: ৫।১৬।২৬

২৫১। হে কৃষ্ণ! তুমি নিলায়ন ক্রীড়ায় (চৌরধরা খেলায়) (গোপের ছদ্মবেশধারী) তত্ত্ব ধরিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৭।২৬

২৫২। হে কৃষ্ণ! তুমি (ময়দানবপুত্র) মায়াবি ব্যোমাসুরকে পত্তন মত নিধন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৭।৩২

৪৩। কৃষ্ণ-কালী-রূপান্তরেন কৃষ্ণ

[কালিন্দী তীর]

২৫৩।	পিচ্ছ-চূড়-গোপ-বেষিত	কৃষ্ণ
২৫৪।	রোষিত-রায়ানাষেষিত	কৃষ্ণ (১)
২৫৫।	শ্রীরাধাধিকাবিষ্কৃত	কৃষ্ণ
২৫৬।	রায়ান্-গোপ-নমস্কৃত	কৃষ্ণ
২৫৭।	ত্রিচিল্লী-নৃমুণ্ডালি-কালী	কৃষ্ণ
২৫৮।	শ্রামান্তর্বহির্বনমালি	কৃষ্ণ (২)

মহাভাগবত ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ-লীলা

২৫৩। হে কৃষ্ণ! তুমি চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ ধারণকরতঃ গোপবেশে বৃন্দাবনের গোষ্ঠে গোচারণে গমন করিতে।—শ্রীভাঃ ১০।১৬।৪২

২৫৪। হে কৃষ্ণ! তুমি কুটিলার কথায় ক্রুদ্ধ লগুড়-হস্ত রায়ান্ গোপ কর্তৃক গোষ্ঠে অষেষিত হইয়াছিলে।—ব্রঃ পুঃ রাঃ হৃঃ ১৬।৪৮

২৫৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (কৃষ্ণকালী মূর্তিতে) শ্রীরাধা কর্তৃক পূজিত অবস্থায় রায়ান্ কর্তৃক যমুনা পুলিনে আবিষ্কৃত হইয়াছিলে।—ব্রঃ পুঃ রাঃ হৃঃ ১৬।৫৮-৫৯

২৫৬। হে কৃষ্ণ! তুমি রায়ান্ ও তন্মাতা জটিল ও ভগিনী কুটিল কর্তৃক কৃষ্ণকালীরূপে নমস্কৃত হইয়াছিলে।—ব্রঃ পুঃ রাঃ হৃঃ ১৬।৬০

২৫৭। হে কৃষ্ণ! তুমি ত্রিনয়নী, নৃমুণ্ডমালিনী, ময়ূরপুচ্ছধারিণী কৃষ্ণ-কালীমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলে।—ব্রঃ পুঃ রাঃ হৃঃ ১৬।৫৬-৫৭

২৫৮। হে কৃষ্ণ! তুমি অভ্যন্তরে নৃমুণ্ড-মালিনী-শ্রামা-কালী বাহিরে বনমালী শ্রাম-সুন্দর কৃষ্ণছিলে।—মহাভাগবত ৪২।১২

(১) রায়ান্ :—জটিলার পুত্র রায়ান্ গোপের অপর নাম ছিল আর্যান্।

(২) শ্রামান্ত :—মূর্তির্মে ভদ্রকালী বা নবীন জনদ প্রভা
সৈব শ্রীকৃষ্ণরূপেণ ক্ষিতাবেবভবিশ্রুতি।

—মহাভাগবত ৪২।১২

৪৪। হোলিকা-লীলার কৃষ্ণ

[বৃষভানু-পুর-(বর্ষাণ)]

২৫৯।	সেচন-যন্ত্রক-শোভিত	কৃষ্ণ
২৬০।	কস্তুরী-কুঙ্কুম-লোহিত	কৃষ্ণ
২৬১।	শ্রীরাধিকা-মান-ভঞ্জন	কৃষ্ণ
২৬২।	অগুরু-আবৌর-রঞ্জন	কৃষ্ণ
২৬৩।	হাস্ত-রস-গীত-শ্রাবিত	কৃষ্ণ
২৬৪।	গোপিকা-বিলাস-হ্লাদিত	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—মাধুর্য্য খণ্ড-লীলা

২৫৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (হোলিকা উৎসবে) পিচ্কাগ্নী শোভিত হস্তে (নন্দগ্রাম হইতে বৃষভানুপুরে) গিয়াছিলে।—গর্গ মা: ১২।৬-৯

২৬০। হে কৃষ্ণ! তুমি এই দিন কস্তুরী-হরিদ্রা-কুঙ্কুমে রঞ্জিত হইয়া লোহিত কলেবর হইয়াছিল।—গর্গ মা: ১২।১০

২৬১। হে কৃষ্ণ! তুমি এই দিনে কস্ত-খেলা-ছলে প্রাণ-প্রিয়া গোপী শ্রীরাধার মানভঞ্জন করিয়াছিলে।—গর্গ মা: ১২।১৩-২২

২৬২। হে কৃষ্ণ! তুমি এই দিনে গোপীগণকে আবৌর ও অগুরুতে রঞ্জিত করিয়া তৎকর্তৃক স্বয়ং রাজত হইয়াছিলে।—গর্গ মা: ১২।১৬

২৬৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (হোলির দিনে) শ্রীরাধা ও অত্যা গোপী-গণের প্রেম-গালি মিশ্রিত মধুর গীত শ্রবণ করিয়াছিলে।—গর্গ মা: ১২।১৫

২৬৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (হোলিকা লীলায়) যত গোপী তত কৃষ্ণ রূপ ধারণে সমস্ত গোপীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলে।—গর্গ মা: ১২।২০-২১

(১) বৃষভানুপুর :—গোবর্দ্ধনের অদূরস্থ বর্ষাণ গ্রামের প্রধান ছিলেন শ্রীরাধার পিতা বৃষভানুগোপ এবং নন্দগ্রামের প্রধান ছিলেন নন্দগোপ। উভয় গ্রামের মধ্যে বিস্তৃত মাঠ। বর্ষাণে হইয়াছিল 'হোলিকা' বা দোললীলা। নন্দগ্রামে হইয়াছিল 'হিন্দোল' বা ঝুলনলীলা। অত্যা এই উভয় গ্রামের নরনারীগণ ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে পরস্পরকে আবারে রঞ্জিত করিয়া থাকেন।

৪৫ : হিন্দোল-লীলায় কৃষ্ণ

[নন্দগ্রাম]

২৬৫।	মাধবে-মধুপ-ধ্বনিত	কৃষ্ণ
২৬৬।	হিন্দোল-ললন-ললিত	কৃষ্ণ (১)
২৬৭।	কালিন্দী-কদম্ব-শোভন	কৃষ্ণ
২৬৮।	তন্দোলা-খেলন-মোহন	কৃষ্ণ (২)
২৬৯।	কীৰ্ত্তি-সুতা-রাধা-বল্লভো	কৃষ্ণ
২৭০।	বৃন্দাবন-লীলা-বল্লবো	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—মাধুর্য্য ষণ্ড-লীলা

২৬৫। হে কৃষ্ণ! তুমি একদা বসন্তকালে ভ্রমর (ও কোকিলের) ধ্বনি শ্রবণে প্রেমান্বিত হইয়াছিলে।—গর্গ মা: ১৫৭

২৬৬। হে কৃষ্ণ! তুমি তখন আবাল্য সখী ব্রজ-গোপীগণ সহ কদম্ব বৃক্ষ শাখায় ঝুলন-উৎসবে প্রমত্ত হইয়াছিলে।—গর্গ মা: ১৫৮

২৬৭। হে কৃষ্ণ! তুমি কল্লোলিত কালিন্দী যমুনাতীরস্থ কদম্ব বৃক্ষশাখায় শোভিত হইয়াছিলে।—গর্গ মা: ১৫৮

২৬৮। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রিয় সহচরী গোপীগণ সহ কদম্ব শাখাস্থিত দোলায় ঝুলন খেলা খেলিয়াছিলে।—গর্গ মা: ১৫৯

২৬৯। হে কৃষ্ণ! তুমি বৃষভাসু-পত্নী কীৰ্ত্তির কণ্ঠা শ্রীরাধাসহ এক দোলায় বসিয়া তাঁহাকে আনন্দ দিয়াছিলে।—গর্গ মা: ১৫১০

২৭০। হে কৃষ্ণ! তুমি গোপ-লীলায় ব্যাভিচার ছুট্ট আভীর সমাজকে সর্ব দোষ নিরুক্ত করিয়া মধুময় শ্রীবৃন্দাবন গাঁড়িয়াছিলে।—

(১) হিন্দোল :—দোলোৎসব সমারেজে হরির্মদনমোহন:

কদম্ববৃক্ষেরহাস কল্লবৃক্ষ-মনোহরে।—গর্গ মা: ১৫৮

(২) হিন্দোললীলা :—“হিন্দোল” বা “ঝুলন” উৎসবে শ্রীকৃষ্ণ দোলা-রোহণ করিয়াছিলেন। হোলিকা উৎসবে কোন দোলারোহণ দেখা যায় না। তাহাতে কেবল হস্ত মধুর গালি মিশ্রিত সঙ্গীতসহ প্রিয়জনকে আবীরে ও কুঙ্কমে ও স্নগন্ধে রঞ্জিত করিয়া আনন্দ দান করা।

৪৬। কৈশোর-রূপায়ণে কৃষ্ণ [শ্রীবন্দাবন]

১৭১।	শ্যামল-সুন্দরানুপম	কৃষ্ণ
১৭২।	বাল-দ্বিরদ-সুবিক্রম	কৃষ্ণ
১৭৩।	প্রফুল্ল-কমল-লোচন	কৃষ্ণ
১৭৪।	আজানু-ভুজ-স্নিতেক্ষণ	কৃষ্ণ
১৭৫।	অঙ্কুশ-শ্রীবৎস-লাঙ্ঘিত	কৃষ্ণ
১৭৬।	দশাশা-স্বভাসা-ভাসিত	কৃষ্ণ (১)

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ-লীলা।

১৭১। হে কৃষ্ণ! তুমি (একাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইলে প্রথম অকুর দর্শন সময়ে) নূতন মেঘের আয় শ্যামলবর্ণ ও অনুপম সৌন্দর্য্যশালী ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৮।২২; হরি: বি: ২৫।২০

১৭২। হে কৃষ্ণ! তুমি (অকুরের প্রথম দর্শনকালে) কৃষ্ণবর্ণ হস্তি-শাবকের আয় হৃষ্টপুষ্ঠ দেহ ও মহাবিক্রমশালী ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৮।২২; হরি: বি: ২৫।১২

১৭৩। হে কৃষ্ণ! তোমার নয়ন যুগল প্রফুল্লিত কমলদলের আয় আয়ত ও অরুণাভ ছিল।—শ্রীভা: ১০।৩৮।২৮; হরি: বি: ২৫।১২; বি: পু: ৫।১৭।২০

১৭৪। হে কৃষ্ণ! তুমি আজানুলব্ধিত বাহ ও সদা সহাস্ত-নয়ন ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৮।২৮-৩০; হরি: বি: ২৫।২৩

১৭৫। হে কৃষ্ণ! তোমার বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন ও হস্ত পদাদিতে অঙ্কুশ ধ্বজ বজ্রাদি বহু শুভ চিহ্ন ছিল।—হরি: বি: ২৫।২০; শ্রীভা: ১০।৩৮।৩০; বি: পু: ৫।১৭।২০

১৭৬। হে কৃষ্ণ! অকুর তোমাকে (সদ্যায়) দর্শনকালে তোমার দেহের জ্যোতিতে দশদিক্ উদ্ভাসিত হইতেছিল।—শ্রীভা: ১০।৩৮।৩৫

(১) দশাশা:—“দিশোবিভির্মিরা রাজন্ কুর্কোনৌ প্রভয়া স্বয়া”

—শ্রীভা: ১০।৩৮।৩৩

৪৭। রাজদূতভাষণে কৃষ্ণ

[শ্রীবৃন্দাবন]

২৭৭।	রাজ-দূতাকুর-বন্দিত	কৃষ্ণ
২৭৮।	শ্রীত-পরিরুদ্ধ-নন্দিত	কৃষ্ণ (১)
২৭৯।	স্বজনানাময়-বাকুল	কৃষ্ণ
২৮।	কুলাময়-কংস-সঙ্কুল	কৃষ্ণ
২৮১।	আগম-কারণ-ভাষিত	কৃষ্ণ
২৮২।	নন্দ-নিমন্ত্রণ-হাসিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ-লীলা

২৭৭। হে কৃষ্ণ! তুমি একদা (দ্বাদশবর্ষে বৃন্দাবনের গো-দোহনস্থানে) সন্ধ্যাকালে কংসরাজ দূত অকুর কর্তৃক প্রথম দৃষ্ট ও নমস্কৃত হইয়াছিলে।—বিঃ পুঃ ৫।১৮।৩১ ; শ্রীভাঃ ১০।৩৮।৩৪

২৭৮। হে কৃষ্ণ! তুমি পরম শ্রীতিসহকারে তোমার চক্রাঙ্কিত হস্তে বাজদূত অকুরকে আলিঙ্গন করিয়া নন্দগৃহে আনিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩৮।৩৬-৩৭ ; হরিঃ বিঃ ২৫।৩২ ; বিঃ পুঃ ৫।১৮।২

২৭৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (মথুরাবাসী পিতামাতাদি) স্বজনগণের কুশল চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩৯।৪

২৮০। হে কৃষ্ণ! তুমি ষড়কূলের ব্যাধিস্বরূপ কংসদ্বারা জন্ম-পূর্বাবধি বিড়ম্বিত ছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩৯।৫

২৮১। হে কৃষ্ণ! তুমি অকুরের বৃন্দাবন আগমন কারণ তাহার নিকট অবগত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩৯।২ ; হরিঃ বিঃ ২৬।২

২৮২। হে কৃষ্ণ! তুমি অকুর কর্তৃক নন্দকে কংস-নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন-কালে হাস্ত করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৩৯।১০

(১) শ্রীতপরিরুদ্ধঃ—ভগবান্‌স্তমভিপ্রেত্যরথান্‌দ্বাহিতপাণিনা।

পরিরেভেভ্যাপাক্ষ্যশ্রীতঃ প্রণতবৎসলঃ।

শ্রীভাঃ ১০।৩৮।৩৬

৪৮। গোপী-সান্নিধেন কৃষ্ণ

[শ্রীকৃন্দাবন]

২৮৩।	বিরহিনী-গোপী-বল্লভো	কৃষ্ণ
২৮৪।	প্রিয়-স্পর্শ-কর-পল্লবো	কৃষ্ণ
২৮৫।	অখিলৈক-দেশ-সৌষ্ঠবো	কৃষ্ণ
২৮৬।	গোপী-নয়ন-মহোসবো	কৃষ্ণ
২৮৭।	গোবিন্দ-মাধবেত্যাহত	কৃষ্ণ (১)
২৮৮।	প্রেষিত-প্রত্যাগম-দূত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ-লীলা

২৮৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (অক্রুরের সঙ্গে) মথুরা যাত্রাকালে ব্রজগোপীগণ বিরহাতুরা হইয়াছিলেন। তুমি তাঁহাদের প্রাণবল্লভ ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩২।৩১-৩২; বি: পু: ৫।১৮।২২

২৮৪। হে কৃষ্ণ! (রাস মণ্ডলে) তোমার করপল্লবের প্রিয়স্পর্শ গোপীগণের অতীব প্রীতিজনক ছিল।—শ্রীভা: ১০।৩০।৮

২৮৫। হে কৃষ্ণ! তোমার লীলা-দেহে জগতের সমস্ত দেহ-সৌন্দর্য একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।৩২।২১

২৮৬। হে কৃষ্ণ! তুমি নন্দ ব্রজের গোপীনয়নের মহোৎসব-স্বরূপ ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩২।২৫; বি: পু: ৫।১৮।২০

২৮৭। হে কৃষ্ণ! তুমি গোপীগণ-কর্তৃক “হে গোবিন্দ, হে দামোদর, হে মাধব” নামে অভিহিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩২।৩১

২৮৮। হে কৃষ্ণ! তুমি গোপীগণকে কৃন্দাবনে তোমার প্রত্যাগমন-সংবাদ দূত সহযোগে জানাইয়া সান্নিধ্য দিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩২।৩৫

(১) গোবিন্দমাধব :—

এবং ক্রবাণাবিরহাতুরাভূষণং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ

বিসৃজ্যলজ্জাং কুরুতুঃ স্ব স্ব স্বরং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি

শ্রীভা: ১০।৩২।৩১

৪৯। অক্রুর-মোহনে কৃষ্ণ

[অক্রুর তীর্থ]

২৮৯।	রাজ-রথোপরি-স্থস্থিত	কৃষ্ণ
২৯০।	লেখ্যানিভ-গোপী-বীক্ষিত	কৃষ্ণ
২৯১।	কালিন্দী-সলিল-হর্ষিত	কৃষ্ণ
২৯২।	জল-স্থল-সম-দর্শিত	কৃষ্ণ
২৯৩।	বিশ্বাপিতাক্রুর-বন্দিত	কৃষ্ণ (১)
২৯৪।	মথুরা-গমন-নন্দিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ-লীলা

২৮৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (বলরামসহ মথুরা যাত্রাকালে) কংস প্রেরিত রাজরথে আনন্দে উপবিষ্ট হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৯।৩২ ; হরি: বি: ২৬।৪২ ; বি: পু: ৫।১৮।২

২৯০। হে কৃষ্ণ! তোমার মথুরাগামী রথ পানে ব্রজগোপীগণ চিত্র পুত্তলিকার স্থায় একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন।—শ্রীভা: ১০।৩৯।৩৬

২৯১। হে কৃষ্ণ! তুমি (অক্রুরঘাটে) কালিন্দী-যমুনার জল-পানে আনন্দিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৯।৩৯

২৯২। হে কৃষ্ণ! তুমি (কালিন্দীতে স্নানরত অক্রুরকে) জলে ও স্থলে যুগপৎ (তোমার ও বলরামের রথারূঢ়রূপ) দেখাইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩৯।৪১ ; বি: পু: ৫।১৮।৪৫-৪৬

২৯৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (যমুনা জল মধ্যে অদ্ভুত দৃশ্য দর্শনে) মহাবিস্মিত অক্রুর কর্তৃক বন্দিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪১।৪-৫ ;

২৯৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (দিবাবসান সময়ে রাজরথে) মথুরায় পৌছিয়া আনন্দিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪১।৫ ; হরি: বি: ২৭।২

(১) বিশ্বাপিতাক্রুর: :—

অদ্ভুতানীহযাবস্তিভূমৌবিস্তিতি বা জলে

অগ্নি বিশ্বাক্ষকেতানি কিং মেহদৃষ্টং বিপশ্যতঃ—শ্রীভা: ১০।৪১।৪

৫০। নাম-দাম-বন্দি-কৃষ্ণ

২৯৫।	নমস্তে নাম-দাম-বন্দি	কৃষ্ণ
৯৬।	নমস্তে নিত্য-সুখা-শ্রুদি	কৃষ্ণ
২৯৭।	নমস্তে স্বভূতা-স্বধৃত	কৃষ্ণ
২৯৮।	নমস্তে অভক্ত-হৃদ্বৃত	কৃষ্ণ
২৯৯।	নমস্তে ধৃতি-মদমৃত	কৃষ্ণ
৩০০।	নমস্তে ঋত-পূতাদৃত	কৃষ্ণ

২৯৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (সর্বভাষায়) তোমার অমোঘ নামোচ্চারণরূপ রঞ্জিতে বন্দী হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।
—শ্রীভাঃ ২।১।১১

২৯৬। হে কৃষ্ণ! তুমি রসিক ও ভাবুক ভক্ত হৃদয়ে নিত্য সুধাবর্ষণ করিয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।—ব্রঃ বৈঃ কৃঃ ১৮।১২৮

২৯৭। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার (অকপট) ভক্তের কাছে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।—গীতা ১১।৫৪

২৯৮। হে কৃষ্ণ! তুমি ভক্তবিহীনের নিকট চিরদিনই দুর্লভবস্ত; তোমাকে প্রণাম করি।

২৯৯। হে কৃষ্ণ! তুমি ধৃতিমান (ধৈর্য্যশালী) ও পরম অমৃত-স্বরূপ; তোমাকে প্রণাম করি।

৩০০। হে কৃষ্ণ! তুমি সত্য হইতেও সত্য বস্ত; তুমি পরম পবিত্র ও পরম আদরের ধন। তোমাকে প্রণাম করি।

শ্রীনাম-ভাগবতম্

৫১

৫১। গোপী-নন্দনানন্দ-কৃষ্ণ

[শ্রীকৃষ্ণাবন]

৩০১।	নমস্তে গোপী-নেত্রানন্দ	কৃষ্ণ
৩০২।	নমস্তে রাসোল্লাস-ছন্দ	কৃষ্ণ
৩০৩।	নমস্তে প্রেমাসব-গন্ধ	কৃষ্ণ
৩০৪।	নমস্তে ভক্ত-মনো-বন্ধ	কৃষ্ণ
৩০৫।	নমস্তে ভক্তি-হীন-দ্বন্দ্ব	কৃষ্ণ
৩০৬।	নমস্তে শ্রীতি-মকরন্দ	কৃষ্ণ

৩০১। হে কৃষ্ণ! তুমি গোপীজনের নয়নে আনন্দাশ্রু-ধারারূপে বর্তমান রহিয়াছ। তোমাকে প্রণাম করি।

৩০২। হে কৃষ্ণ! তুমি রসিক ভক্তহৃদয়ে রাস-মহোল্লাসের ছন্দ রূপে বর্তমান রহিয়াছ। তোমাকে প্রণাম করি।

৩০৩। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রেমিক-ভক্তগণ-সেবিত প্রেমাসবের স্বগন্ধরূপে সদা বিদ্যমান রহিয়াছ। তোমাকে প্রণাম করি।

৩০৪। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রশান্তচিত্ত ভক্তগণের নির্মল মানসে সদা বন্দী অবস্থায় রহিয়াছ। তোমাকে প্রণাম করি।

৩০৫। হে কৃষ্ণ! তুমি ভক্তিহীনজনের হৃদয়ে মহা-সংশয়-রূপে চিরদিন অবস্থিত রহিয়াছ। তোমাকে প্রণাম করি।

৩০৬। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রেমিকগণ-কর্তৃক শ্রীতি-পুষ্প-মধুরূপে অনাদিকাল হইতে আশ্বাদিত হইতেছ। তোমাকে প্রণাম করি।

৫২। নিম্নত-কর্মকৃৎ কৃষ্ণ

[শ্রীকৃন্দাবন]

৩০৭।	নমস্তে কর্ম-কৃদসঙ্গ	কৃষ্ণ
৩০৮।	নমস্তে নবামৃত-ভঙ্গ	কৃষ্ণ
৩০৯।	নমস্তে অমৃত-প্রসঙ্গ	কৃষ্ণ
৩১০।	নমস্তে নিত্য-নব-রঙ্গ	কৃষ্ণ
৩১১।	নমস্তে সর্ব-বৃদ্ধি-ময়ঙ্গ	কৃষ্ণ
৩১২।	নমস্তে সৌম্যতম-ত্রিভঙ্গ	কৃষ্ণ

৩০৭। হে কৃষ্ণ! তুমি জগতে নিম্নত কর্ম-ব্যস্ত অথচ সর্বকর্মেই অনাসক্ত রূপে বর্তমান রহিয়াছ। তোমাকে প্রণাম করি।

৩০৮। হে কৃষ্ণ! তুমি ভক্তচিত্তে নিত্য নূতন অমৃত-তরঙ্গ-ভঙ্গ-রূপে বিদ্যমান রহিয়াছ। তোমাকে প্রণাম করি।

৩০৯। হে কৃষ্ণ! তোমার পুণ্য প্রসঙ্গ (ভক্ত নর-নারীগণকে যুগে যুগেই) অমৃতময় করে। তোমাকে প্রণাম করি।

৩১০। হে কৃষ্ণ! তুমি নিত্য নব নব রঙ্গ বিশিষ্ট তত্ত্বরূপে ভক্তমানসে প্রকাশিত হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩১১। হে কৃষ্ণ! তোমার (চক্ষু-কর্ণ-হস্ত-পদাদি) একাদশ ইন্দ্রিয়ই লীলা গ্রহীত এবং সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি বিশিষ্ট। তোমাকে প্রণাম করি।

৩১২। হে কৃষ্ণ! তুমি সুন্দরতম ত্রিভঙ্গমূর্তিতে (ভক্ত-হৃদয় কৃন্দাবনে নিত্য) অবস্থান করিতেছ। তোমাকে প্রণাম করি।

শ্রীনাম-ভাগবতম্

৫৩

৫৩। স্তম্ভল-নাম-কৃষ্ণ

[শ্রীকৃষ্ণাবন]

৩১৩।	নমস্তে স্তম্ভল-নাম	কৃষ্ণ
৩১৪।	নমস্তে নয়নাভিরাম	কৃষ্ণ
৩১৫।	নমস্তে জ্যোতির্ময়-ধাম	কৃষ্ণ
৩১৬।	নমস্তে মাধুর্য-ললাম	কৃষ্ণ
৩১৭।	নমস্তে ঋগ্-যজু-সাম	কৃষ্ণ
৩১৮।	নমস্তে সমীহন-ক্ষাম	কৃষ্ণ

৩১৩। হে কৃষ্ণ! তোমার নাম (উচ্চারণ, শ্রবণ, কীর্তন শ্রবণ-মননাদি সমস্ত কর্মই) পরম মঙ্গলদায়ক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩১৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (যে সমস্ত ভাগ্যবানের নয়ন গোচর হও তাঁহাদের দৃষ্টিতে) পরম অভিরাম। তোমাকে প্রণাম করি।

৩১৫। হে কৃষ্ণ! তুমি যুগপৎ (মহামাধুর্য) ও জ্যোতির্ময় ঐশ্বর্য-বিশিষ্ট। তোমাকে প্রণাম করি।

৩১৬। হে কৃষ্ণ! তুমি পরম মাধুর্যময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও ললটিভূষণ স্বরূপ। তোমাকে প্রণাম করি।

৩১৭। হে কৃষ্ণ! ঋক্ যজু সাম ও (অথর্ব) এই বেদ চতুষ্টয়ী তোমার বাণীমূর্তি। তোমাকে প্রণাম করি।

৩১৮। হে কৃষ্ণ! তুমিই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা আবার তুমিই তাহার ক্ষয়কারী। তোমাকে প্রণাম করি।

সমীহনঃ—‘সমীহন’ ও ‘ক্ষাম’ এই দুইটি নাম মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনামান্তর্গত অন্ততম দিব্য নাম।

৫৪। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ

[শ্রীবৃন্দাবন]

৩১৯।	স্বয়ং-ভগবান্ নমস্তে	কৃষ্ণ
৩২০।	বিষ্ণু-বপুস্বান্ নমস্তে	কৃষ্ণ
৩২১।	যশোদা-স্তনন্ধয়ো নমস্তে	কৃষ্ণ
৩২২।	কিশোর-স্বয় ময়ো নমস্তে	কৃষ্ণ
৩২৩।	জয়তু ভারতীসংস্কৃতিঃ	কৃষ্ণ
৩২৪।	জীবতু পূর্ণেন্দুপ্রণতিঃ	কৃষ্ণ

৩১৯। হে কৃষ্ণ! তুমি, নীলাদেহে স্বয়ং ক্রীড়াশীল ভগবান্। তোমাকে প্রণাম করি।—শ্রীভাঃ ১।৩।২৮

৩২০। হে কৃষ্ণ! তুমি বিশ্বকল্যাণে জগতে অবতীর্ণ দেহধারী বিষ্ণু। তোমাকে প্রণাম করি।—গোঃ তাঃ উঃ ২।১ ; বিঃ পুঃ ৪।১১।২

৩২১। হে কৃষ্ণ! তুমি (গোড়ীয় বৈষ্ণবের নিত্য আরাধ্য) যশোদার স্তনপানকারী শ্রীগোপাল। তোমাকে প্রণাম করি।

৩২২। হে কৃষ্ণ! তুমি (গোড়ীয় বৈষ্ণবের নিত্যধ্যেয়) শ্রীবৃন্দাবনের সর্বশর্চ্যাময় নব-কিশোর শ্রীগোবিন্দ। তোমাকে প্রণাম করি।

৩২৩। হে কৃষ্ণ! (সর্ব কৰ্ম আরম্ভে ও অন্তে) তোমার নামগুণ নীলা শ্রবণ-কীর্তন সম্বলিত ভারতীয় সংস্কৃতি (সর্ববিধে) জয়যুক্ত হউক।

৩২৪। হে কৃষ্ণ! দাসাহুদাস পূর্ণেন্দুর (কায়মনোবাক্যের) প্রণতি (জন্ম-জন্মান্তরে) জীবন্ত হউক।

শ্রীনাথ-ভাগবতম্

শ্রীমথুরালীলা

[দ্বাদশ বর্ষ হইতে দ্বাবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈষ্কেব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েং

১। অকুর-প্রস্থাপন

[মথুরা]

১। নন্দপুরেন্দ্রস্তুমিত	কৃষ্ণ (১)
২। মথুপুরমিহিরোদিত	কৃষ্ণ
৩। আরণ্যজীবনবিস্মৃত	কৃষ্ণ
৪। মাথুরনাগরবিশ্রুত	কৃষ্ণ
৫। রাজদূতাতিথ্যাস্বীকৃত	কৃষ্ণ
৬। সযানাকুরপ্রস্থাপিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-লীলা

- ১। হে কৃষ্ণ! তুমি (একাদশবর্ষ) নন্দপুর চন্দ্ররূপে ব্রজের আকাশ উজ্জল করিয়া অস্তমিত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ৩।২।২৬; ব্রঃবৈঃ কৃঃ ৫৪।২২;
- ২। হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরাকাশে পুনঃ সূর্য্যরূপে সমুদিত হইয়াছিলে।
- ৩। হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরার আরণ্য জীবন ভুলিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।৩২
- ৪। হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরার শ্রেষ্ঠ নাগরিকরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলে।
- ৫। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজদূতের আতিথ্য অস্বীকার করিয়াছিলে।
- ৬। হে কৃষ্ণ! তুমি উপবনে নামিয়া রথসহ রাজদূতকে নগরে পাঠাইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।১০

(১) নন্দপুরেন্দ্রঃ :—“একাদশসমাস্তত্র গৃঢ়ার্চিঃসবলোহবসং” শ্রীভাঃ

৩।২।২৬

২। জনতার অভ্যর্থনা

[মথুরা]

৭।	মার্গে গ্রামজনবন্দিত	কৃষ্ণ
৮।	নির্ভয়নাগরনন্দিত	কৃষ্ণ (১)
৯।	পৌরাজ্ঞনাশ্রয়নাবৃত	কৃষ্ণ
১০।	বিপ্রোপায়নসমাদৃত	কৃষ্ণ
১১।	সর্ববনেত্রোৎসবদায়ক	কৃষ্ণ
১২।	পৌরজনমনোনায়ক	কৃষ্ণ (২)

শ্রীভাগবত-লীলা

৭। হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরা যাত্রাপথে গ্রাম্য নরনারীগণ কর্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।৭

৮। হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরায় নির্ভয় নাগরিক নরনারী কর্তৃকও সানন্দে অভিনন্দিত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।৩১

৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (কংসহস্তা জানিয়াও রাজভক্ত) পরিবারের নারীগণ কর্তৃক পুষ্পবর্ষণ দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।২২

১০। হে কৃষ্ণ! তুমি (রাজবৃত্তিভোগী) মথুরার ব্রাহ্মণগণ দ্বারাও সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।৩০

১১। হে কৃষ্ণ! তুমি দৈহিক সৌন্দর্য্যে ও আচরণে সর্ব শ্রেণীর নরনারীর নয়নের উৎসব স্বরূপ হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।৩১

১২। হে কৃষ্ণ! তুমি মুহূর্ত্ত মধ্যেই মথুরার সর্বশ্রেণীর নরনারীর হৃদয়মন জয় করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।৩১

(১) নির্ভয় :—মথুরার জনসাধারণ কংসের ভয়ে সদাই ভীত চকিত থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা প্রবেশ মুহূর্ত্তে সমস্ত ভয় দূরীভূত হইয়াছিল।

(২) পৌরজন :—শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রাদিনে মথুরায় আনন্দ ও বৃন্দাবনে ক্রন্দনের শ্রোত বহিয়াছিল। শ্রীরাম-লীলায় বনবাস যাত্রাকালে অযোধ্যার নাগরিকগণের শোকের অনুরূপ।

৩। নগর-প্রবেশ

[মথুরা]

১৩।	অপরাহ্নে পুরপ্রবিষ্ট	কৃষ্ণ (১)
১৪।	সবলবয়স্শষবিষ্ঠ	কৃষ্ণ
১৫।	সালঙ্কারাপুরীবীক্ষিত	কৃষ্ণ
১৬।	নাগরীনারীনীরীক্ষিত	কৃষ্ণ
১৭।	দ্বিরদবিক্রমশুশ্রীত	কৃষ্ণ
১৮।	সদানন্দমূর্ত্তিসুশ্রিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত-লীলা

১৩। হে কৃষ্ণ ! তুমি অপরাহ্নে মথুরার উপবনে রথ হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে নগরে প্রবেশ করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।১২

১৪। হে কৃষ্ণ ! তুমি সর্বকনিষ্ঠ, অগ্রজ বলরাম ও বয়স্গণসহ নগরে প্রবেশ করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।১২

১৫। হে কৃষ্ণ ! তুমি ধনুর্ধার উপলক্ষে বিশেষভাবে সজ্জিত সমৃদ্ধ মথুরাপুরী দর্শন করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।২০-২৩

১৬। হে কৃষ্ণ ! তুমি নগরের পথপার্শ্বস্থ প্রাসাদস্থিতা পৌরনারীগণ কর্তৃক সপ্রেমে দৃষ্ট হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।২৪

১৭। হে কৃষ্ণ ! তুমি (একাদশ বর্ষেই) হস্তিশাবকের দ্বারা তেজস্বী বলশালী ; গম্ভীর ও প্রফুল্ল ছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।২৭

১৮। হে কৃষ্ণ ! তুমি (মথুরা নগর প্রবেশকালে) সদানন্দ মূর্ত্তি ও সহাস্রবদন ছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।২৮

(১) অপরাহ্নে :—শ্রীকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামসহ প্রাতে বৃন্দাবনের অরণ্যবাস হইতে রাজরথে রাজপুর মথুরা যাত্রা করেন। অপরাহ্নে মথুরা পৌছেন। শ্রীরাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ প্রাতে রাজরথে অযোধ্যার রাজপুর হইতে দণ্ডকারণ্যে বনবাস যাত্রা করেন।

৪। অশিষ্ট-শাসন

[মথুরা]

১৯।	দুর্মদদাসাবমানিত	কৃষ্ণ
২০।	করছিন্নশিরঃপাতিত	কৃষ্ণ
২১।	অশিষ্টরজকদণ্ডন	কৃষ্ণ (১)
২২।	ধৌতভব্যবাসমণ্ডন	কৃষ্ণ
২৩।	আদন্তসুখদসুবেশ	কৃষ্ণ
২৪।	বয়স্যপ্রদত্তাবশেষ	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও অগ্নিপুরাণ-নীলা

১৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (ধৌত বস্ত্র যাজ্ঞা করার) পঞ্চচারী অশিষ্ট রাজভৃত্য রজক কর্তৃক অপমানিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪১।৩৪-৩৫

২০। হে কৃষ্ণ! তুমি করানুলী দ্বারা সেই ছুইয়ের মস্তক দেহচ্যুত করিয়াছিলে।—হরি: বি: ২৭।১৩; শ্রীভা: ১০।৪১।৩৭; অগ্নি পু: ১২।১৩;

২১। হে কৃষ্ণ! তুমি অশিষ্ট রাজভৃত্যকে প্রকাশ্য রাজপথে দণ্ডদান করতঃ তোমার বীৰ্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪১।৩৮

২২। হে কৃষ্ণ! তুমি ধৌত ভদ্রবেশে সজ্জিত হইয়াছিলে।

২৩। হে কৃষ্ণ! তুমি গোপবেশ ত্যাগ জগ্ন রজক পরিত্যক্ত বস্ত্রসমূহ হইতে দুইখানা ধৌত বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪১।৩৯

২৪। হে কৃষ্ণ! তুমি অবশিষ্ট বস্ত্রগুলি বলরাম ও গোপবালকগণকে দিয়া অতিরিক্ত বস্ত্র রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪১।৩৯

(১) অশিষ্ট রজক:—শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও রাখালগণসহ পদব্রজে মথুরা নগরের পথে অগ্রসর হওয়াতে একে একে রজক, বায়ক, কুজা প্রভৃতি বহু পথিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সর্বকালেই রাজ ভৃত্যগণ উদ্ধত হইয়া থাকে। জনসাধারণ অধিকতর শিষ্ট ও বিনয়ী।

শ্রীনাম-ভাগবতম্

৫৯

৫। শিষ্ট-পালন

[মথুরা]

২৫।	নাগরিকসজ্জাজলিত	কৃষ্ণ (১)
২৬।	অনুরূপবেশকলিত	কৃষ্ণ
২৭।	সৌম্যোভসন্নিভশোভিত	কৃষ্ণ
২৮।	বায়কসারূপ্যালভিত	কৃষ্ণ
২৯।	বিপুলৈখর্যাবিধায়ক	কৃষ্ণ
৩০।	সর্বৈন্দ্রিয়বলদায়ক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত-লীলা

২৫। হে কৃষ্ণ! তুমি নাগরিক বেশ পরিধান না জানাতে জনৈক পথচারীকে ভদ্রসজ্জা করিয়া দিতে বলিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪১।৪০

২৬। হে কৃষ্ণ! তুমি সেই শিষ্ট পথচারী তন্তুবায় কর্তৃক সাদরে ভাববেশে সুসজ্জিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪১।৪০

২৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (বলরামসহ) নূতন নাগরিক বেশে সজ্জিত হইয়া দুইটি হস্তিশাবকের আশ্রয় শোভিত হইয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।৪১।৪১

২৮। হে কৃষ্ণ! তুমি বায়কের সামান্য সেবার প্রতিদানে তাহাকে সারূপ্য বর দিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪১।৪২

২৯। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার সেই সেবাকারীকে বিপুল ঐশ্বর্য দিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪১।৪২

৩০। হে কৃষ্ণ! তুমি সামান্য সেবার পুরস্কারে তাহাকে সর্ব ইন্দ্রিয়ের পূর্ণশক্তি প্রদান করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪১।৪২

(১) নাগরিকবেশ :—(বনবাসি গোপগৃহে পালিত) রাম ও কৃষ্ণ নগর-বাস আরম্ভের প্রাক্কালেই বহু গোপবেশ পরিত্যাগ করিয়া নগরের উপযুক্ত ভদ্রবেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাম লীলায় বনগামী দুই ভ্রাতার রাজবেশ পরিত্যাগে জটাবকল ধারণের অনুরূপ।

৬। জন-প্রিয়-আচরণ

[মথুরা]

৩১।	সুদামসদ্ব্যসমাগত	কৃষ্ণ (১)
৩২।	কৃতমালাকারস্বাগত	কৃষ্ণ
৩৩।	তাম্বুলানুলেপনার্হিত	কৃষ্ণ
৩৪।	সেবাদেশলেশপ্রার্থিত	কৃষ্ণ
৩৫।	কৃত্যভিপ্রেতস্রগর্হণ	কৃষ্ণ
৩৬।	সেবকমনোরথার্ণ	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত-লীলা

৩১। হে কৃষ্ণ! তুমি সুদামা নামক অতি সাধারণ নাগরিকের ভবনে স্বেচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।৪৩

৩২। হে কৃষ্ণ! তুমি পুষ্প-বিক্রেতা ফুল-মালী সুদামা কর্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।৪৪-৪৫

৩৩। হে কৃষ্ণ! তুমি সেই নগণ্য নাগরিক কর্তৃক আসন, পাণ্ড, তাম্বুল ও চন্দন দ্বারা বহু সম্মানিত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।৪৪,

৩৪। হে কৃষ্ণ! তুমি সেই অখ্যাত মালাকার কর্তৃক আরও কিঞ্চিৎ সেবার অধিকার প্রার্থিত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।৪৮

৩৫। হে কৃষ্ণ! তুমি অশ্বেষ অবজ্ঞাত সেই শিষ্ট নাগরিক হইতে একটি সুগন্ধ পুষ্পমালা গ্রহণ করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।৪৯

৩৬। হে কৃষ্ণ! তুমি সেই সামান্ত সেবার প্রতিদানে তাহার সমস্ত মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪১।৫২

(১) সুদামসদ্ব্যঃ—শ্রীকৃষ্ণ মথুরা-লীলার আরম্ভেই রাজবংশীয় মহামাত্ত রাজদূত অক্রুরের নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু অতি নিম্নশ্রেণীর সুদামা মালীর ভবনে গমন করতঃ চাহিয়া পুষ্পমালা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাম লীলায় নিষাদ গৃহকের আতিথ্যের অনুরূপ।

শ্রীনাম-ভাগবতম্

৬১

৭। সুরূপ-করণ

[মথুরা]

৩৭।	ত্রিবক্রাবরোরূবাচক	কৃষ্ণ
৩৮।	গন্ধানুলেপনযাচক	কৃষ্ণ
৩৯।	সৈরিক্রীসেবনহাষিত	কৃষ্ণ
৪০।	দর্শনসুফলদর্শিত	কৃষ্ণ
৪১।	কুজাসুরূপকরণ	কৃষ্ণ (১)
৪২।	দাস্যভিলাষস্বীকরণ	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ-লীলা

৩৭। হে কৃষ্ণ! তুমি পঞ্চচারিণী বিকলাঙ্গী ত্রিবক্রা নামী কংস দাসীকে পরিহাস করতঃ স্তম্ভরী সন্মোহন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪২।২

৩৮। হে কৃষ্ণ! তুমি সেই কুজা দাসীর নিকটে চন্দনাদি অনুলেপন চাহিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪২।২ ; হরি: বি: ২৭।২৬

৩৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (তোমার রূপমুগ্ধা কামার্তা) কংস দাসীর প্রদত্ত অনুলেপনে তুষ্ট হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪২।৬

৪০। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার মঙ্গল রূপ দর্শন ও স্পর্শনের মঙ্গলময় ফল সম্বন্ধে প্রদর্শন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪২।৬

৪১। হে কৃষ্ণ! তুমি (দেহের তিন স্থান বক্র) জরাগ্রস্তা সেই কুংসিতা কুজাকে নিজস্পর্শ দ্বারা মথুরার সর্বোত্তমা স্তম্ভরীতে পরিণত করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪২।৮২ ; হরি: বি: ২৭।৩৫।৩৬

৪২। হে কৃষ্ণ! তুমি সেই কামার্তার কামবাসনা (হৃদ্রোগ) পূর্ণ করিবে সত্য করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪২।১২ বি: পু: ৫।২০।১৩

(১) কুজা সুরূপা:—মথুরা প্রবেশ দিনেই প্রকাশ্য রাজপথে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে কুংসিতা কুজা দাসী পরমাস্তম্ভরী যুবতী নারীতে পরিবর্তিত হইয়াছিল। শ্রীরাম অবতারে অহল্যা উদ্ধারের অনুরূপ।

৮। ধনুর্ভঞ্জন

[মথুরা]

৪৩।	ধনুর্ধাগশালাদর্শন	কৃষ্ণ
৪৪।	মহাশরাসনাকর্ষণ	কৃষ্ণ
৪৫।	সলীলগৃহীতচাপক	কৃষ্ণ
৪৬।	সহেলমধ্যতোভঙ্ক	কৃষ্ণ (১)
৪৭।	ভোজরাজভয়োৎপাদক	কৃষ্ণ
৪৮।	সর্বরক্ষিবলোৎসাদক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ; হরিবংশ ও পদ্মপুরাণ-লীলা

৪৩। হে কৃষ্ণ! তুমি সদলে কংসের ধনুর্ধাগ মণ্ডপে পূজিত ধনুর্দর্শন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪২।১৫

৪৪। হে কৃষ্ণ! তুমি যজ্ঞশালায় রক্ষিগণের বাধা অমাত্য করিয়া সেই বিশাল ধনু আকর্ষণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪২।১৬

৪৫। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার কিশোর দেহেই সেই বিশাল ধনু অবলীলাক্রমে হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪২।১৬

৪৬। হে কৃষ্ণ! তুমি ধনুতে গুণ-যোজন ছলে অবলীলাক্রমে সেই ধনুক মধ্য স্থলে ভঙ্গ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪২।১৭ ; পদ্ম উ: ৩৪২ ; হরি: বি: ২৭।৪৮ ; বি: পু: ৫।২০।১৬

৪৭। হে কৃষ্ণ! তুমি ধনুর্ভঙ্গের শব্দে নির্ভীক ভোজরাজ কংসের ভয়োৎপাদন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪২।২৮ ; হরি: বি: ২৮।১

৪৮। হে কৃষ্ণ! তুমি ও বলরাম সেই ধনুকের খণ্ড দ্বারা তোমাদিগকে (আক্রমণকারী) কংস প্রহরিগণকে উৎসাদিত করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪২।২০-২১ ;

(১) মধ্যতোভঙ্ক :—ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র মিথিলায় বিশাল হরধনু দ্বাদশবর্ষে ভঙ্গ করিয়াছিলেন। বা: রা: বা: ৬৭।১৬-১৭ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মথুরায় বিশাল কংস ধনু দ্বাদশবর্ষে ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

শ্রীনাম-ভাগবতম্

৬৩

৯। নগর-ভ্রমণ

[মথুরা]

৪৯।	দৃষ্টপূরসম্পদ্বর্ষণ	কৃষ্ণ
৫০।	স্বপরাক্রমপ্রদর্শন	কৃষ্ণ
৫১।	সায়ংশকটসমাগত	কৃষ্ণ
৫২।	পাদপদ্মযুগবিধৌত	কৃষ্ণ
৫৩।	কীরোপসেচনসুতৃপ্ত	কৃষ্ণ
৫৪।	জ্ঞাতকংসেঙ্গিতসুযুপ্ত	কৃষ্ণ (১)

শ্রীভাগবত-লীলা

৪৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (কংস ধনুভঙ্গ করিয়া) রাজধানীর বিভিন্ন স্থান সদলে দর্শন করতঃ আনন্দিত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪২।২১

৫০। হে কৃষ্ণ! তুমি এই সাহসিক কৰ্ম দ্বারা তোমার অনন্ত সাধারণ দৈহিক বল প্রদর্শন করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪২।২২

৫১। হে কৃষ্ণ! তুমি নগর পরিভ্রমণান্তে সায়ংকালে নগরের বহির্ভাগে গোপগণের শকট সমীপে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪২।২৩

৫২। হে কৃষ্ণ! তুমি (শকট-মোচনস্থানে) তোমার ধূলি-ধূসরিত চরণ যুগল ধৌত করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪২।২৫

৫৩। হে কৃষ্ণ! তুমি সেই রজনীতে দুগ্ধ মিশ্রিত অন্নমাত্র ভোজন করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪২।২৫

৫৪। হে কৃষ্ণ! তুমি কংসের দুষ্টাভিপ্রায় অবগত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে গোশকটে রাত্রিতে স্থনিদ্রিত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪২।২৫

(১) সুযুপ্ত :—রাজা কংস যুত্মর এই পূর্ব রাত্রি রাজপ্রাসাদে ভীষণ স্বপ্ন দর্শনে ভয়াবুল অবস্থায় বিনিদ্র যাপন করিয়াছিলেন।—শ্রীভাঃ ১০।৪২।২৬-৩১। শ্রীরাম লীলায় যুত্মর পূর্ব দিন রাক্ষস রাজ রাবণের নানা অশুভ চিহ্ন দর্শনের অল্পরূপ—বাঃ রাঃ যুঃ ১০৮ সর্গ

১০। কুবলয়-কলন

[মথুরা]

৫৫।	প্রাতঃ কুবলয়কলন	কৃষ্ণ (১)
৫৬।	দ্বিপদামাত্যদলন	কৃষ্ণ
৫৭।	শোণিতবিন্দুসমন্বিত	কৃষ্ণ
৫৮।	শ্বেদসলিলকণাস্থিত	কৃষ্ণ
৫৯।	দন্তাংসোপরিসমুন্নত	কৃষ্ণ
৬০।	গোপবৃত্তরঙ্গসঙ্গত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ-লীলা

৫৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (শিব-চতুর্দশীর দিন) প্রাতঃকালে সভামণ্ডপ দ্বারে কুবলয়পীড় নামক বিশাল রাজ-হস্তী বধ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৩।১৪; হরি: বি: ২২।৩৮

৫৬। হে কৃষ্ণ! তুমি হস্তীর দন্তাংসপাটন করত: তদ্বারা সেই হস্তী ও হস্তিপালকে বধ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৩।১৪; হরি: বি: ২২।৩৮

৫৭। হে কৃষ্ণ! তুমি নিহত গজের রক্তবিন্দু দ্বারা সর্বাদ্ব-লিপ্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৩।১৫; হরি: বি: ৩০।২

৫৮। হে কৃষ্ণ! তুমি মদমত্ত হস্তীর সহিত বহুক্ষণ ক্রীড়া করিয়া লীলায় ঘণ্টাক্ত কলেবর হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৩।১৬

৫৯। হে কৃষ্ণ! তুমি ও বলরাম উভয়ে দুইটি হস্তিদন্ত স্বন্ধে লইয়া মণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩০।৪ শ্রীভা: ১০।৪৩।১৬

৬০। হে কৃষ্ণ! তুমি হস্তিদন্ত স্বন্ধে করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশকালে সঙ্গীয় ব্রজবালকগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৩।১৫

(১) কুবলয়:—কংসরাজার স্ববৃহৎ হস্তীকে মদমত্ত করিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম রথের জন্তই সভা-মণ্ডপের প্রবেশ দ্বারে স্থাপন করা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অক্লুরের নিকট পরে নগর ভ্রমণকালে কংসের ঘড়ঘন্ত্র অবগত হইয়াছিলেন।

১১। ভাবানুরূপাঙ্গণ

[মথুরা]

৬১।	মল্লানামশনিশঙ্কশ	কৃষ্ণ (১)
৬২।	নৃণাংনুবরপ্রতিকাশ	কৃষ্ণ
৬৩।	স্ট্রীণাংস্বরূপবিজ্ঞাত	কৃষ্ণ
৬৪।	গোপানাংস্বজনানুখ্যাত	কৃষ্ণ
৬৫।	কুরাজ্জাংশাস্তেতিপ্রতীত	কৃষ্ণ
৬৬।	পিত্রোঃশিশুসমদয়িত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও পদ্মপুরাণ-লীলা

৬১। হে কৃষ্ণ! তুমি (সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলে) দৈহিক শক্তি-মদ-মত্ত মল্লগণ তোমাকে বজ্রের ত্রায় কঠিন বস্তুরূপে দর্শন করিয়াছিল।—শ্রীভাঃ ১০।৪৩।১৭; পদ্ম উঃ ৩৬৪

৬২। হে কৃষ্ণ! তুমি জন-সাধারণ কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রূপে দৃষ্ট হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪৩।১৭; পদ্ম উঃ ৩৬৪

৬৩। হে কৃষ্ণ! তুমি নারীগণ কর্তৃক মুর্ত্তিমান কামদেব রূপে দৃষ্ট হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪৩।১৭; পদ্ম উঃ ৩৬৫

৬৪। হে কৃষ্ণ! তুমি ব্রজবাসি গোপগণ কর্তৃক পরম আত্মীয় রূপে দৃষ্ট হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪৩।১৭; পদ্ম উঃ ৩৬৫

৬৫। হে কৃষ্ণ! তুমি দৃষ্ট রাজন্তগণ কর্তৃক তাহাদের দণ্ড-দাতারূপে দৃষ্ট হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪৩।১৭

৬৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (পিতা বহুদেব ও মাতা দেবকী কর্তৃক) জন্মাষ্টমী রজনীতে সন্তোজাত শিশুটির ত্রায় দৃষ্ট হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪৩।১৭

(১) মল্লনামঃ—কংসের ধনুর্ধ্বাগ উপলক্ষে কৃষ্ণ-বলরামকে মল্লযুদ্ধ ছলে বধ করিবার নিমিত্ত বহু কুখ্যাত মল্ল আনীত হইছিল সেই সমস্ত বল গবিত পালোয়ান কৃষ্ণ দর্শনমাত্র ত্রাসে কম্পিত হইয়াছিল।

১২। সর্ব-রস-রূপায়ণ

[মথুরা]

৬৭।	ভোজপতের্মৃদু্যপমিত	কৃষ্ণ
৬৮।	বিরাড়বিহ্বাংবিদিত	কৃষ্ণ
৬৯।	যোগিনাংপরতত্ত্বরূপ	কৃষ্ণ
৭০।	বৃক্ষীণাংদেবতাস্বরূপ	কৃষ্ণ
৭১।	সর্বরসকদম্বমূর্ত্তি	কৃষ্ণ
৭২।	ভিন্নৈর্বিভিন্নরূপমূর্ত্তি	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও পদ্মপুরাণ-লীলা

৬৭। হে কৃষ্ণ! তুমি ভোজরাজ কংস কর্তৃক সাক্ষাৎ মৃত্যু (যম) রূপে দৃষ্ট হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৩।১৭ ; পদ্ম উ: ৩৬৫

৬৮। হে কৃষ্ণ! তুমি মূর্খব্যক্তিগণ কর্তৃক বিরটি পুরুষরূপে দৃষ্ট হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৩।১৭

৬৯। হে কৃষ্ণ! তুমি সভায় উপস্থিত যোগীগণের নিকট পরম তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৩।১৭

৭০। হে কৃষ্ণ! তুমি বহু বংশীয়গণের নিকট পরম দেবতারূপে প্রকাশিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৩।১৭

৭১। হে কৃষ্ণ! তুমি (সভা প্রবেশকালে একই সময় একই দেহে) সর্বরসের সমূহ মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৩।১৭

৭২। হে কৃষ্ণ! তুমি বিভিন্ন চিন্তাধারা-সম্পন্ন নরনারীর নিকট বিভিন্নরূপে মূর্ত্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৩।১৭ ; পদ্ম উ: ৩৬৫

১৩। দুষ্ট-মল্ল-দমন

[মথুরা]

৭৩।	মল্লস্থলমল্লামদ্রিত	কৃষ্ণ
৭৪।	পরমানুগ্রহমদ্রিত	কৃষ্ণ
৭৫।	সমবলদ্বন্দ্বস্বীকৃত	কৃষ্ণ
৭৬।	বলাবলযুদ্ধগৃহীত	কৃষ্ণ
৭৭।	চানুরতোশলমর্দন	কৃষ্ণ
৭৮।	বয়স্‌সংবৃতনর্তন	কৃষ্ণ (১)

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ লীলা

৭৩। হে কৃষ্ণ! তুমি কুখ্যাত মল্ল চানুর কর্তৃক মল্লযুদ্ধে নিমজ্জিত হইয়াছিলে—শ্রীভা: ১০।৪৩।৩১-৩২

৭৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (চানুরের এই আহ্বানকে) তোমার প্রতি রাজার অনুগ্রহ বলিয়া গভীরস্বরে উত্তর দিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৩।৩৭

৭৫। হে কৃষ্ণ! তুমি সমান বয়স ও সমান শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধই গ্রাস সদত বলিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৩।৩৮

৭৬। হে কৃষ্ণ! তুমি বলে ও বয়সে অল্প হইলেও চানুরের মল্ল যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৪।১ হরি: বি: ৩০।১২

৭৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (দ্বাদশ বর্ষে) নৃশংস পালোয়ান চানুর ও তোশলকে মল্লযুদ্ধে নিহত করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৪।২৮

৭৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (চানুর ও মুষ্টিকাদি মল্ল নিহত হইলে বয়স্‌গণসহ রঙ্গস্থলে নৃত্য করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৪।২২

নর্তন।—শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বর্ষ লীলা-কাল মধ্যে বহুস্থানে নৃত্য করিয়াছেন।

(১) বৃহদ্বনে ২।৩ বর্ষে করতালিতে নৃত্য (২) কালিয় হৃদে ৭ম বর্ষে সর্প ফণায় নৃত্য (৩) বৃন্দাবনে ৮ম বর্ষে রাসে নৃত্য (৪) মথুরায় দ্বাদশবর্ষে রাজ সভায় নৃত্য (৫) পিণ্ডারকে নারদাদিসহ নৃত্য (৬) ৮২ বর্ষে কুরু-রণাঙ্গণে ঘটোৎকচ বধে রথোপরি নৃত্য।

১৪। কংস-নিসূদন

[মথুরা]

৭৯।	রাজমঞ্চে-রাজ-দর্শন	কৃষ্ণ
৮০।	লঘিম্নোৎপতনহর্ষণ	কৃষ্ণ
৮১।	ধৃতকেশকংসপাতন	কৃষ্ণ
৮২।	তদ্বপুপতনঘাতন	কৃষ্ণ
৮৩।	ভূম্যাং ভোজদেহাকর্ষণ	কৃষ্ণ
৮৪।	পৃথুলপরিখাসজ্জ্বলন	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ; বিষ্ণুপুরাণ ; ও হরিবংশ-লীলা

৭৯। হে কৃষ্ণ! তুমি সভাস্থলে সর্বোচ্চ রাজ মঞ্চেপরি উপবিষ্ট চিন্তাকুল রাজা কংসকে দর্শন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪২।৩৫

৮০। হে কৃষ্ণ! তুমি (চান্দ্রাদি বধের পরে) ভূমি হইতে লক্ষ প্রদান পূর্বক উচ্চ রাজমঞ্চে আরোহণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৪।৩৪

৮১। হে কৃষ্ণ! তুমি (নিরস্ত্র তোমাকে অসিচর্মসহ আক্রমণকারী) কংসের কেশাকর্ষণ পূর্বক মঞ্চ হইতে নিয়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৪।৩৭ ; বি: পু: ৫।২০।৭৬ পদ্ম: উ: ৩৭২

৮২। হে কৃষ্ণ! তুমি ভূপাতিত কংস দেহোপরি লক্ষ দিয়া পতিত হইয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৪।৩৭ ; বিপ্র: ৫।২০।৭৬

৮৩। হে কৃষ্ণ! তুমি কংসের দীর্ঘ কেশ ধারণপূর্বক তাহার বিরাটদেহ রক্ত ভূমিতে আকর্ষণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৪।৩৮

৮৪। হে কৃষ্ণ! তুমি কংসের দেহাকর্ষণ দ্বারা রক্তভূমিতে এক বিস্তৃত পরিখা সৃষ্টি করিয়াছিলে।—বি: পু: ৫।২০।৮২ ; হরি: ; বি: ৩।৮৩

২৫। কংস-সদগতি-প্রদান

[মথুরা]

৮৫।	কংসান্নসদগতিদায়ক	কৃষ্ণ
৮৬।	নৃপতিযোষিতাশ্বাসক	কৃষ্ণ
৮৭।	কংসনৃপানুজাক্রান্ত	কৃষ্ণ
৮৮।	কৃতপ্রবলারিশান্ত	কৃষ্ণ
৮৯।	নিকৃতশ্বকুলশাবল্য	কৃষ্ণ
৯০।	প্রশংসিতলীলাকৈবল্য	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও বৃহদ্রত্নপুরাণ-লীলা

৮৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (কংসদেহনির্গত জ্যোতি) সর্বজন সমক্ষে স্বদেহে ধারণ করিয়া তাহাকে সদগতি প্রদান করিয়াছিলে।—
শ্রীভা: ১০।৪৪।৩২ ; বৃ: ধ: পু: ১৭।৬০

৮৬। হে কৃষ্ণ! তুমি কংসের শোকার্তা বিধবাপত্নীগণের শোকে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৪।৪২

৮৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (কংস বধের পরে) তাহার অষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক রত্নস্থলে ভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৪।৪০

৮৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (যুগপৎ আক্রমণকারি) প্রবল শত্রুগণকে নিধন করিয়া চিরদিনের মত শান্ত করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৪।৪১

৮৯। হে কৃষ্ণ! তুমি এই সমস্ত দুর্জয়গণকে নিধন করত: পবিত্র যজ্ঞবংশের কলঙ্ক দূর করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩৩।৪২

৯০। হে কৃষ্ণ! তোমার এই দৃষ্ট-দমনরূপ-লীলা-কৈবল্য দেবগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।৪৪।৪২

১৬। আদর্শ-পুত্র

[মথুরা]

১১।	পিতৃকারাবাসমোচন	কৃষ্ণ
১২।	প্রশ্রয়াবনতরোচন	কৃষ্ণ
১৩।	মোঘদিনাত্যয়বাচক	কৃষ্ণ (১)
১৪।	অশুশ্রবাক্ষমাযাচক	কৃষ্ণ
১৫।	লীলানরবপুগোপিত	কৃষ্ণ
১৬।	প্রেমনয়নাশ্রমপিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও পদ্ম পুরাণ-লীলা

১১। হে কৃষ্ণ! তুমি (সাত্বজ-কংস বধের পরে) পিতা বৃহদেব ও মাতা দেবকীর বন্ধনমোচনই সর্বপ্রথম কার্য করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৪।৫০; ব্র: বৈ: কু: ৫৪।২; পদ্ম উ: ৩৮২

১২। হে কৃষ্ণ! তুমি (জনক ও জননীর চরণে) বিনয়ে অবনত হইয়া তাঁহাদের নিরানন্দ প্রাণে আনন্দ দান করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।২

১৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (তোমার পিতৃমাতৃ সেবা বিহীন) একাদশ বর্ষের ব্রজের জীবন বৃথা ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়াছিলে। শ্রীভা: ১০।৪৫।৮

১৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (দীর্ঘকাল বাধ্যতামূলক সেবা বিহীনতার জগ্গ) জনকজননীর সমীপে মার্জনা ভিক্ষা চাহিয়াছিলে। শ্রীভা: ১০।৪৫।২

১৫। হে কৃষ্ণ! তুমি লীলা নরদেহে (মায়া মনুজরূপে) তোমার ভগবৎ স্বরূপ গোপন করিয়াছিলে। শ্রীভা: ১০।৪৫।১০

১৬। হে কৃষ্ণ! তুমি! (পরম স্নেহশীল) পিতামাতার স্নেহাশ্রধারায় সভা মধ্যেই স্নান করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩১

(১) মোঘদিনাত্যয়:—“মোঘমেতেব্যতিক্রান্তাদিবসাবামনর্জতোঃ”
শ্রীভা: ১০।৪৫।৮

১৭; রাখালের রাজ্যদান

[মথুরা]

১৭।	বৃদ্ধনৃপকারামোচন	কৃষ্ণ
১৮।	নৃপতিপ্রব্রজ্যাবারণ	কৃষ্ণ
১৯।	উগ্রসেনাসননস্থাপক	কৃষ্ণ (১)
১০০।	রাজাপ্রজাষয়জ্ঞাপক	কৃষ্ণ
১০১।	স্বৈচ্ছানুশাসনগ্রহীত	কৃষ্ণ
১০২।	সুধর্ম্মাসভাসম্মানীত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ; বিষ্ণু ; পদ্ম ; অগ্নি ; ব্রহ্মবৈবর্ত ; হরিবংশ
ও মহাভারত লীলা

১৭। হে কৃষ্ণ ! তুমি কংসের কারারুদ্ধ পিতা বৃদ্ধ উগ্রসেনের কারা
মোচন করিয়াছিলে। বিষ্ণু: পু: ৫।২১।২ ; পদ্ম: ৩২০ ; ব্র: বৈ: কু: ৫৪।১৩

১৮। হে কৃষ্ণ ! তুমি কারামুক্ত উগ্রসেনের (ভাৰ্য্যা ও বিধবা পুত্র-
বধুগণসহ) বন গমনেচ্ছা নিবারণ করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।২৭-৩০

১৯। হে কৃষ্ণ ! তুমি উগ্রসেনকেই মথুরার রাজা করিয়াছিলে।—
শ্রীভা: ১০।৪৫।১২ ; পদ্ম: উ: ৩২১ ; হরি: বি: ৩২।৫৫ ; অগ্নি: ১২।২৭ ;
মভা: উ: ১২৮।৩২ ; বি: পু: ৫।২১।১১-১৫

১০০। হে কৃষ্ণ ! তুমি উগ্রসেনকে রাজা সম্বোধন করতঃ তাঁহার
সহিত তোমার প্রজা সম্বন্ধ জ্ঞাপনকরিয়াছিলে—শ্রীভা: ১০।৪৫।১৩

১০১। হে কৃষ্ণ ! তুমি স্বৈচ্ছায় উগ্রসেনের অনুশাসন গ্রহণ করিয়া-
ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।১৪ ; বি: পু: ৫।২১।১৫ ; দেবী ভা: ১৮।৪৩

১০২। হে কৃষ্ণ ! তুমি উগ্রসেনের জন্ত সুধর্ম্মা রাজসভা আনিয়া-
ছিলে।—বি: পু: ৫।২১।১৫

(১) উগ্রসেন: (ক) মাহামহন্তুঃ সেনঃ যদুনামকরোন্মৃ পম্ শ্রীভা: ১০।৪৫।১২

(খ) অভিষেকেন গোবিন্দো যোজয়ামাসধর্ম্মবিং হরি: বি: ৩২।৫৫

(গ) উগ্রসেন: কৃতো রাজা ভোজরাজ্যবর্দ্ধন: । মভা: উ: ১২৮।৩২

১৮। লোক-মঙ্গল-মাতুল বধ

[মথুরা]

১০৩।	যযাতিশাপসম্মানক	কৃষ্ণ (১)
১০৪।	নৃপতানাকাজ্জ্বাচক	কৃষ্ণ
১০৫।	নিঃস্বার্থ দুর্জ্ঞানমারণ	কৃষ্ণ
১০৬।	জগদ্ধিতবধকারণ	কৃষ্ণ
১০৭।	কীর্ত্যর্থকংসাদি শাসন	কৃষ্ণ
১০৮।	স্বকুলকলঙ্কনাশন	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ-লীলা

১০৩। হে কৃষ্ণ! তুমি বংশের আদি পুরুষ যযাতির অভিষাপের সম্মানে রাজা হও নাই।—শ্রীভা: ১০।৪৫।১৩, বি: পু: ৫।২১।১২

১০৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (উগ্রসেনকে বলিয়াছিলে) রাজত্ব গ্রহণে তোমার বিন্দুমাত্রও অভিলাষ নাই।—হরি: বি: ৩২।৪৮

১০৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (সমাজ-শত্রু ও সংশোধনের অযোগ্য) কংসকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই নিধন করিয়াছিলে)—হরি: বি: ৩২।৩২

১০৬। হে কৃষ্ণ! তুমি জগতের মঙ্গল সাধন জন্মই কংসাদি বহু দুর্জ্ঞান নিধন করিয়াছিলে কোন স্বার্থসাধন জন্ম নহে। হরি: বি: ৩২।৪২

১০৭। হে কৃষ্ণ! তুমি মহাশক্তিশালী অথচ মহা দুর্জ্ঞান ব্যক্তি বধের কীর্তিলাভ জন্মই কংসবধ করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।৪২

১০৮। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বকুলকে (যদুকুলকে) সম্পূর্ণ কলঙ্ক মুক্ত করিবার জন্মই কংসবধ করিয়াছিলে। হরি: বি: ৩২।৪২

যযাতি শাপ :—শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবংশীয় সত্যযুগের যযাতি রাজার পুত্র যদুবংশধর। যদু অরাজা থাকিবার অভিপ্রেত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই পূর্ব পিতামহের বাক্য পালনে দ্বাপর যুগেও রাজা হন নাই। শ্রীরাম নিজ পিতা দশরথের বাক্য পালনে রাজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন।

১৯। আদর্শ-শত্রু

[মথুরা]

১০৯।	কংসপারলৌকিককারক	কৃষ্ণ
১১০।	উগ্রসেনশোকনিবারক	কৃষ্ণ
১১১।	বৈরাহুবন্ধনিবারণ	কৃষ্ণ (১)
১১২।	শবশিবিকাবিচারণ	কৃষ্ণ
১১৩।	মৃতানুগমননায়ক	কৃষ্ণ
১১৪।	দশকোটিস্বর্ণদায়ক	কৃষ্ণ

হরিবংশ-লীলা

১০৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (কংস বধের পর তাহার সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া) তাহার পারলৌকিক ক্রিয়ানুসম্পন্ন করাইয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।৫৫

১১০। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বীয় (উদার বাক্যও ব্যবহারে) উগ্রসেনের পুত্রশোক নিবারণ করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।৩৪-৪৭

১১১। হে কৃষ্ণ! তুমি মৃত কংসের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন যাদব-গণের বৈরাহুবন্ধ দূর করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।৫৬

১১২। হে কৃষ্ণ! তুমি (রাজোচিত সম্মানে সংকার জন্ত) কংসের মৃতদেহ বহন নিমিত্ত শিবিকার ব্যবস্থা করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।৫৮

১১৩। হে কৃষ্ণ! তুমি সমস্ত যাদবগণসহ কংস শবের অনুগমনে যমুনাতীরে শ্মশানে গমন করিয়াছিলে। হরি: বি: ৩২।৫৮-৬০

১১৪। হে কৃষ্ণ! তুমি কংসের পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্ত রাজকোষ হইতে দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।৬২

(১) বৈরাহুবন্ধ:—কংসের অত্যাচারক্লিষ্ট যাদবগণ তাহার শব সংকার প্রভৃতি পারলৌকিক ক্রিয়ায় যোগদানে অনিচ্ছুক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল যাদবকে এই কার্যে যোগদান করিতে বাধ্য করেন।

২০। আদর্শ-পুনর্ভাসন দান

[মথুরা]

১১৫।	বাস্তবহীনপুনর্ভাসক	কৃষ্ণ
১১৬।	প্রবাসসংক্লেশনাশক	কৃষ্ণ
১১৭।	স্বজনস্বদেশানয়ক	কৃষ্ণ
১১৮।	সাদরস্বগেহদায়ক	কৃষ্ণ (১)
১১৯।	হৃতবিত্তবিত্ততর্পণ	কৃষ্ণ
১২০।	প্রবয়সযৌবনার্ণণ	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত-লীলা

১১৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (কংসের অভ্যাচারে দেশত্যাগী) যাদবগণকে পুনর্ভাসন দান করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।২।১-৪; শ্রীভা: ১০।৪৫।১৫

১১৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (স্বদেশ প্রত্যাগত বাস্তবহারা স্বজনগণের) প্রবাসের সর্বক্লেশ সর্বতোভাবে দূর করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।১৬

১১৭। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বজনগণকে (বহু দূরবর্তী দেশ সমূহ হইতে) মথুরায় ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।—শ্রীভা: ১০।৪৫।১৫-১৬

১১৮। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রবাসাগত স্বজনগণকে স্ব স্ব পরিভাজ্য গৃহেই সম্মানে পুনর্ভাসন দিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।১৬

১১৯। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বহারার স্বজনগণকে রাজকোষ হইতে বিত্ত প্রদান করিয়া ক্ষতিপূরণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।১৬

১২০। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রবাসের অশনবসনাভাবক্লিষ্ট স্বাস্থ্যহীন অকালবৃদ্ধগণকে পুনরায় পূর্ব স্বাস্থ্য (যৌবন) দান করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।১২

(১) স্বগেহ:—সভাজিতান্ সমানায়্য বিদেশাবাসকষিতান্
 শ্রবাসয়ং স্বগেহেবু বিভৈঃসন্তপ্য বিশ্বকুং ।

—শ্রীভা: ১০।৪৫।১৬

২১। নন্দ-বিদায়

[মথুরা]

১২১।	নন্দালিঙ্গনানুয়ন	কৃষ্ণ
১২২।	বৃন্দাবনস্বর্ণ-শংসন	কৃষ্ণ
১২৩।	অকলারক্ষণস্বীকৃত	কৃষ্ণ
১২৪।	ব্রজপ্রত্যাগমাস্বীকৃত	কৃষ্ণ
১২৫।	সব্রজনন্দবিদায়ক	কৃষ্ণ
১২৬।	কুপ্যবাসভূষাদায়ক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত-লীলা

১২১। হে কৃষ্ণ! তুমি (তোমাকে সঙ্গে লইয়া ব্রজে প্রত্যাগমন জন্ত বহুদিন মথুরায় অপেক্ষমান) নন্দগোপকে আলিঙ্গন ও অনুনয় দ্বারা প্রীত করিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাবৃত্ত করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।২০

১২২। হে কৃষ্ণ! তুমি নন্দের নিকটে তোমার অপরিশোধনীয় প্রেমস্বর্ণের কথা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।২২

১২৩। হে কৃষ্ণ! তুমি নন্দ যশোদা কর্তৃক নিরাশ্রয় বাল্যকালে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিলে এই কথা বলিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।২২

১২৪। হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরায় শাস্তি স্থাপন করিয়া ব্রজে গমন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।২৩

১২৫। হে কৃষ্ণ! তুমি ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণের পূর্বেই) বৈশ্য পিতা নন্দকে মথুরা হইতে বিদায় দিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।২৪

১২৬। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার প্রীতির উপহার স্বরূপ) বাসন, অলঙ্কার, বসনাদি গোপগণকে উপঢৌকন দিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।২৪

(১) ব্রজ-প্রত্যাগমঃ—“জাতীন্ বোঃ দ্রষ্টুমেষ্ট্রামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্”—শ্রীভা: ১০।৪৫।২৩। জরাসন্ধের অবিরাম আক্রমণে মথুরায় শান্তিও স্থাপিত হয় নাই—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রত্যাগমন ও হয় নাই।

২২। উপনয়ন-গ্রহণ

[মথুরা]

১২৭।	পঞ্চদশবর্ষোপস্থিত	কৃষ্ণ
১২৮।	দ্বিজসংস্কারসুসংস্কৃত	কৃষ্ণ
১২৯।	গর্গাৎ-গায়ত্রীগৃহীত	কৃষ্ণ
১৩০।	ব্রহ্ম-চর্য্য-ব্রত বিহিত	কৃষ্ণ
১৩১।	বিদ্যাকলাভালিঙ্গ	কৃষ্ণ
১৩২।	গুরুকুলগমনপ্রেম	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ওপনয়ন পুরাণ-লীলা

১২৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (গুরুগৃহ গমনের পূর্বে) পঞ্চদশ বর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলে।

১২৮। হে কৃষ্ণ! তুমি পিতৃগৃহে ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।২২ ; পদ্ম: উ: ১৪৬।১

১২৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (যদুবংশীয়গণের কুল পুরোহিত) গর্গাচার্য্যের নিকট হইতে ব্রহ্ম গায়ত্রী মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।২২

১৩০। হে কৃষ্ণ! তুমি (উপনয়ন গ্রহণের পরে) সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।২২

১৩১। হে কৃষ্ণ! তুমি (সর্ববিদ্যার আধার হইলেও লোক শিক্ষার জন্য) সর্ববেদবিদ্যা ও চৌষটি কলা বিদ্যাল্যাভে ইচ্ছুক হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩০-৩১

১৩২। হে কৃষ্ণ! তুমি (বিদ্যার্থী হইয়া) গুরুকুলে বাস করিতে অভিলাষ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৪।৩১

(১) গুরুকুল :—পৌরানিক ভারতের উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য দেশে তিনটি বিখ্যাত গুরুকুল বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। “কাশীকাশীঅবন্তিকা” (১) কাশীপুর (২) কাশীপুর (৩) অবন্তীপুর। শ্রীকৃষ্ণ অবন্তীপুরের বিদ্যার্থী ছিলেন।

২৩। আদর্শ বিদ্যার্থী

[অবন্তীপুর]

১৩৩।	অবন্তীভারতশিক্ষিত	কৃষ্ণ
১৩৪।	কাশ্যসান্দীপনি দীক্ষিত	কৃষ্ণ
১৩৫।	অনিন্দ্যচারিত্র্যাকর্ষক	কৃষ্ণ
১৩৬।	সচ্ছাত্রাচারপ্রদর্শক	কৃষ্ণ
১৩৭।	গুহ্যমুখ্যপ্রকাশিত	কৃষ্ণ
১৩৮।	তুষ্টগুরুবেদভাষিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ-লীলা

১৩৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (ষোড়শ বর্ষে) অবন্তীপুর সারস্বত পীঠে সুশিক্ষিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩১; হরি: বি: ৩৩।২

১৩৪। হে কৃষ্ণ! তুমি কাশী-নিবাসী মহা-আচার্য্য সান্দীপনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩১; হরি: ৩৩।৩

১৩৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (গুরুকূলে বাস কালে) অতীব সংযত ও অনিন্দিত চরিত্রগুণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩২

১৩৬। হে কৃষ্ণ! তুমি গুরুকূলে সং-ছাত্রের আদর্শ আচরণ দ্বারা অপর ছাত্রগণের চরিত্র সংশোধন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩২

১৩৭। হে কৃষ্ণ! তুমি বিশুদ্ধভাবে গুরু সেবার আদর্শ তোমার আচরণে প্রকাশ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩৩

১৩৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (প্রতিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা) গুরুকে তুষ্ট করত: সর্ববেদ-বিদ্যা লাভ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩৩

(১) অবন্তী:—মালব দেশের রাজধানী অবন্তীপুর। পরবর্তী-কালে এই স্থানের নাম হয় উজ্জয়িনী। পরবর্তীকালে এই স্থানেই রাজা বিক্রমাদিত্যের বিখ্যাত নবরত্ন সভা স্থাপিত হইয়াছিল।

২৪। আদর্শ বিদ্বান

[অবন্তীপুর]

১৩৯।	সাক্ষচতুর্বেদপণ্ডিত	কৃষ্ণ
১৪০।	মহাদিধর্মবিমণ্ডিত	কৃষ্ণ (১)
১৪১।	ধনুর্বেদতত্ত্বকোবিদ	কৃষ্ণ
১৪২।	আরাধ্যাক্ষিকীপ্রবোধিত	কৃষ্ণ
১৪৩।	সর্বোপনিষৎ স্ননিষ্ঠীত	কৃষ্ণ (২)
১৪৪।	রাজশ্রম্মীতিদীক্ষিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ-লীলা

১৩৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (১) শিক্ষা (২) কল্প (৩) ব্যাকরণ (৪) নিরুক্ত (৫) ছন্দ ও (৬) জ্যোতিষ এই ছয় বেদাদ্ধ সহচারি বেদে সুপণ্ডিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩৩

১৪০। হে কৃষ্ণ! তুমি মনু সংহিতা প্রভৃতি ২০খানা ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রে বিমণ্ডিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩৪

১৪১। হে কৃষ্ণ! তুমি গুরুগৃহে ধনুর্বেদে (যুদ্ধ বিদ্যায়) পরম পণ্ডিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩৪ ; হরি: বি: ৩৩।৭

১৪২। হে কৃষ্ণ! তুমি আয় দর্শন ও তর্ক শাস্ত্রে মহাপাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩৪ ; হরি: বি: ৩৩।৭

১৪৩। হে কৃষ্ণ! তুমি ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি সমস্ত বেদান্ত বা উপনিষদ শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩৬

১৪৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (১) সন্ধি (২) বিগ্রহ (৩) যান (৪) আসন (৫) বৈধ (৬) আশ্রয় এই ছয় রাজনীতিতে সুশিক্ষিত ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩৪

(১) মহাদিধর্ম :—শ্রীকৃষ্ণের ধর্মশাস্ত্র পাঠের ফল তাঁহার জীবন।

(২) সর্বোপনিষদ :—শ্রীকৃষ্ণের সর্বোপনিষদ পাঠের ফল শ্রীভগবদগীতা।

২৫। আদর্শ কলাবিদ-শিল্পী

[অবস্খীপুৰ]

১৪৫।	বিজ্ঞানবৈরাগ্যাবরিত	কৃষ্ণ
১৪৬।	গুরুকুলবালাচরিত	কৃষ্ণ
১৪৭।	সকৃন্নিগদশুগ্ৰহীত	কৃষ্ণ
১৪৮।	চতুঃষষ্টিকলোপহিত	কৃষ্ণ (১)
১৪৯।	অহোরাত্র্যাধ্যয়ননিষ্ঠ	কৃষ্ণ
১৫০।	অতিমানুষবীমতিশিষ্ট	কৃষ্ণ (২)

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ-সীল

১৪৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (লোকশিক্ষার জ্ঞাত স্বভাবিক) জ্ঞান-বিজ্ঞান আবরণ করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩৫

১৪৬। হে কৃষ্ণ! তুমি গুরু কুলে সাধারণ বিদ্যার্থী বালকের ন্যায় তোমার গৌত্র পরিচয়ে বিদ্যার্জন করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩৭।৪

১৪৭। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রুতিধর ছিলে। একবার শ্রবণ মাত্রই সর্বশাস্ত্র স্বভিতে ধারণ করিতে সমর্থ ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩৫; হরি: বি: ৩৩।৬

১৪৮। হে কৃষ্ণ! তুমি গীতবাদ্য নৃত্য প্রভৃতি ৬৪ প্রকার কলা বিদ্যাতেও কৃতবিদ্য হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩৫; হরি: বি: ৩৩।৬

১৪৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (গুরুকুলে অবস্থান সময়ে) অহোরাত্রি অধ্যয়ন নিবিষ্ট থাকিতে (বৃথা সময়ক্ষেপ কর নাই)।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩৬

১৫০। হে কৃষ্ণ! তুমি অতি-মানুষী মেধা বিশিষ্ট পরম হুশীল ছাত্ররূপে বিখ্যাত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩৬; হরি: বি: ৩৩।৮

(১) চতুঃষষ্টিকলা:—(খ) পরিশিষ্টে এই কলাশিল্পবিদ্যাগুলির নাম দেখুন।

(২) মানব-ইতিহাসের কোন যুগে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় একাধারে সর্ববিদ্যায় ও সর্বশিল্পে বিশারদ কোন দেব-মানব ছিলেন কি?

শ্রীনাম-ভাগবতম্

২৬। আদর্শ শ্রম-দাতা

[অবন্তীপুর]

১৫১।	ইক্ষনানয়ননিবিষ্ট	কৃষ্ণ
১৫২।	সমথারণ্যসংপ্রবিষ্ট	কৃষ্ণ
১৫৩।	সুতীত্রবর্ষাবাতোদ্ভ্রান্ত	কৃষ্ণ
১৫৪।	অনিদ্রভৃশাতুরশ্রান্ত	কৃষ্ণ
১৫৫।	প্রভাতে আচার্য্য্যাবেষিত	কৃষ্ণ
১৫৬।	অনেককৃচ্ছসংক্লেষিত	কৃষ্ণ (১)

শ্রীভাগবত-লীলা

১৫১। হে কৃষ্ণ! তুমি (গুরুকুলে বাসকালে) গুরুপত্নীর রন্ধন কাঠ নিজ মস্তকে বহন করিয়া আনিতে।—শ্রীভা: ১০।৮০।৩৫

১৫২। হে কৃষ্ণ! তুমি (কাঠ সংগ্রহ জন্ত) সহপাঠি “সুদামা ব্রাহ্মণ” সহ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮০।৩৬

১৫৩। হে কৃষ্ণ! তুমি অরণ্য মধ্যে অকালে ঝড়-বৃষ্টিতে বহুসহ পথ হারাইয়া অতীব বিভ্রান্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮০।৩৬

১৫৪। হে কৃষ্ণ! তুমি মস্তকে কাঠভার সহ সমস্ত রাজি অনিদ্র অবস্থায় ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮০।৩৮

১৫৫। হে কৃষ্ণ! তোমাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তাগ্রস্ত গুরু কর্তৃক প্রভাতে অবেষিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮০।৩৯

১৫৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (গুরুগৃহে অবস্থান সময়ে) এইরূপ বহু দৈহিক ক্লেশ অগ্নান বদনে সহ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮০।৪০

(১) অনেক কৃচ্ছ :—ইং বিধাত্তনেকানিবসতাংগুরুবেশনি
—শ্রীভা: ১০।৮০।৪৩

২৭। আদর্শ-দক্ষিণা-দাতা

[অবস্খীপূর]

১৫৭।	অদ্ভুত-মহিমালোচিত	কৃষ্ণ
১৫৮।	দারক-দক্ষিণা-যাচিত	কৃষ্ণ
১৫৯।	প্রভাস-মরণ-বিশ্রুত	কৃষ্ণ
১৬০।	আনীত-গুরুসুতাচ্যুত	কৃষ্ণ
১৬১।	পঞ্চজন-শঙ্খ-সুদক	কৃষ্ণ
১৬২।	গুরু-বধু-বাঞ্ছা-পূরক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ-লীলা

১৫৭। হে কৃষ্ণ! তোমার অলৌকিক ও অদ্ভুত ঐশ্বর্যের কথা (গুরু ও গুরুপত্নী) নিত্য আলোচনা করিতেন।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩৭

১৫৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (গৃহাগমন কালে) পত্নীর প্রচোদনায় গুরু তাঁহার মৃত পুত্রকে দক্ষিণা রূপে চাহিয়াছিলেন।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৩৭;

১৫৯। হে কৃষ্ণ! তুমি শুনিয়াছিলে যে গুরু পুত্র বহুপূর্বে প্রভাসে তিমি কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিল।—হরি: বি: ৩৩।১২

১৬০। হে কৃষ্ণ! তুমি (সর্ববিচ্যুতি বিহীন) মৃত গুরু পুত্রকে জীবিত অবস্থায় আনিয়া) গুরু-দক্ষিণা দিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৪৬; হরি: বি: ৩৩।২১

১৬১। হে কৃষ্ণ! তুমি (প্রভাস সমুদ্রে গুরু পুত্র অব্বেষণ কালে) পঞ্চজন নামক শঙ্খরূপধারি অশ্বর বধ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৪১ হ: বি: ৩৩।১৬

১৬২। হে কৃষ্ণ! তুমি গুরু পুত্রকে পুনর্জীবিত করিয়া দক্ষিণা দিয়া গুরু পত্নীর মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৪৬

(১) পঞ্চজন:—এই শঙ্খ দেহ দ্বারাই বিশ্ববিখ্যাত পঞ্চজন শঙ্খ প্রস্তুত হইয়াছিল। যাহার নিনাদে কুরুক্ষেত্র ও অন্তান্ত রণক্ষেত্রে শত্রু হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিত।

২৮। আদর্শ-আশীর্বাদ-প্রাপ্তি

[অবন্তী-পুর]

১৬৩।	গুরু-নিষ্কর-সম্পাদিত	কৃষ্ণ
১৬৪।	তুষ্টিগুর্বাশীর্গদিত	কৃষ্ণ
১৬৫।	লোক-পাবন-যশঃ-প্রাপ্ত	কৃষ্ণ
১৬৬।	অযাত-যাম-ছন্দোবাণ্ড	কৃষ্ণ
১৬৭।	অবন্তী-চন্দ্রমোস্তমিত	কৃষ্ণ
১৬৮।	মধুপুর-মার্ত্তণ্ডোদিত	কৃষ্ণ (১)

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ-জীলা

১৬৩। হে কৃষ্ণ! তুমি পুনর্জীবিত পুত্র প্রদানও বহু ধনবৃত্ত প্রদানে সম্যকরূপে গুরুর ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৪৭

১৬৪। হে কৃষ্ণ! তুমি পরম পরিতুষ্ট গুরুর নিকট হইতে শুভাশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৪৮

১৬৫। হে কৃষ্ণ! তোমার যশোগাধায় জগৎ পবিত্র হইবে তুমি এই শুভ-আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৪৮

১৬৬। হে কৃষ্ণ (তুমি আরও আশীর্বাদ পাইয়াছিলে যে) তোমার অযাত-বিজ্ঞাসমূহ চিরদিন নবীন (অযাত-যাম) থাকিবে।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৪৮

১৬৭। হে কৃষ্ণ! তুমি গুরুকুল ত্যাগ করিলে অবন্তীপুরের চন্দ্র অন্তমিত হইয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৪৯; হরি: বি: ৩৩।২৮

১৬৮। হে কৃষ্ণ! (বৎসরান্তে তোমার আগমনে) মধুরার আকাশ মহাতেজস্কর-কৃষ্ণস্বর্ঘ্যে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।৪৫।৫০
হরি: বি: ৩৩।৩০

(১) মধুপুরমার্ত্তণ্ডঃ—শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ বর্ষে গুরুগৃহে গমন করিয়াছিলেন (“প্রাপ্তযৌবনদেহস্ত” হরি: বি: ৩৩।১-৪) এবং সর্ব বেদবিজ্ঞা ও কলাবিজ্ঞা লাভান্তে মধুরা প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

২২। আদর্শ-সমাজ-সেবক

[মথুরা]

১৬৯।	শ্রেণী-প্রকৃতি-প্রমোদিত	কৃষ্ণ
১৭০।	ভীত-বান্ধব-প্রবোধিত	কৃষ্ণ
১৭১।	মোচিত-মাথুর-মালিন্য	কৃষ্ণ (১)
১৭২।	দূরীকৃত-স্বজন-দৈন্য	কৃষ্ণ
১৭৩।	শেষাবশেষিত-বিলাপ	কৃষ্ণ
১৭৪।	নিষ্কৃত-কুমতি-কলাপ	কৃষ্ণ

হরিবংশ-লীলা

১৬৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (মথুরা প্রত্যাগত হইয়া) মথুরার সর্ব শ্রেণীর প্রজাগণের সর্ব স্বথ বিধান করিয়াছিলে। হরিঃ বিঃ ৩৩।৩০

১৭০। হে কৃষ্ণ! তুমি (জরাসন্ধ আক্রমণ ভয়-ভীত) স্বজন-গণকে প্রবোধ দান করিয়া নির্ভয় করিয়াছিলে। হরিঃ বিঃ ৩৩।৩৪

১৭১। হে কৃষ্ণ! তুমি (অত্যন্তকালেই তোমার ব্যবস্থাপ্ত) মথুরাবাসির সর্বপ্রকার মলিনতা দূর করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৩৩।৩৫

১৭২। হে কৃষ্ণ! তুমি অনতি বিলম্বেই তোমার স্বদেশবাসি-গণের সর্বপ্রকার দারিদ্র্য দূর করিয়াছিলে।—৩৩।৩৫

১৭৩। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বশ্রেণীর মথুরাবাসির সর্বপ্রকার শোক ও বিলাপের কারণ দূর করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৩৩।৩৫

১৭৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (স্বশিক্ষা ব্যবস্থায় মথুরা সমাজ হইতে) সকল প্রকার দুর্বুদ্ধি দূর করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৩৩।৩৫

(১) মাথুরমালিন্য :—“নতত্রকচ্চিদীনো বা মলিনো বা বিচেতনঃ
মথুরায়ামভূদ্ভাজন গোবিন্দে সমুপস্থিতে” হরিঃ
বিঃ ৩৩।৩৫ রামরাজ্যেও এইরূপ অবস্থা ছিল।

নতত্রকচ্চিদীনো বা ব্রীড়িতোবাপিদুঃখিতঃ

হুঃ প্রমুদিতঃ সর্বং বভূব পরমাদুতম্ বাঃ রাঃ উঃ ১০২।১৭

৩০। আদর্শ-প্রিয়-আচরণ

[মথুরা]

১৭৫।	উদ্ধব-ব্রজ-সম্প্রেরণ	কৃষ্ণ
১৭৬।	নন্দ-যশোদার্ভি-বারণ	কৃষ্ণ
১৭৭।	সপ্রেম-সন্দেশ-প্রেষক	কৃষ্ণ
১৭৮।	বিধুর-গোপ্যাধি-নাশক	কৃষ্ণ
১৭৯।	বিরহ-বৈচিত্র্য-বোধন	কৃষ্ণ (১)
১৮০।	প্রিয়-প্রত্যাগমাবেদন	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত লীলা

১৭৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (মথুরা প্রত্যাগত হইয়া) নন্দ যশোদা ও প্রিয়সখি গোপীদের সাক্ষনা দিতে প্রিয় সখা উদ্ধবকে বৃন্দাবনে দূত প্রেরণ করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪৬।১

১৭৬। হে কৃষ্ণ! তুমি সখা উদ্ধব দূত সহযোগে নন্দ যশোদার দুর্বিসহ পুত্র বিরহ ব্যথা দূর করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪৬।৩

১৭৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (বিরহবিধুরা গোপীগণের সমীপে) উদ্ধব-সহযোগে তোমার প্রীতি সন্দেশ প্রেরণ করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪৬।৫

১৭৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (তোমার সমবয়স্ক-শ্যামবর্ণ-পরম সুন্দর মহাবাহুী ও বুদ্ধিমান নর-সখা উদ্ধবের বার্তা দ্বারা) গোকুলের-প্রিয় সখীদের বিরহ ব্যথা দূর করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪৬।৩

১৭৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (উদ্ধবকে কয়েকমাস ব্রজে রাখিয়া) গোপীর প্রেম ও বিরহের রস মাধুর্য্য বুঝাইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪৬।৪

১৮০। হে কৃষ্ণ! তুমি গোপীগণকে তাহাদের প্রিয় প্রত্যাগমনের শুভ সমাচার (উদ্ধব মুখে) জ্ঞাপন করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪৬।৬

(১) বিরহঃ—উবাসকতিচিহ্নাসান্ গোপীপাং বিদুদনুশুচঃ

কৃষ্ণলীলাকথা গায়ন্ রময়ামাসগোকুলম্—শ্রীভাঃ ১০।৪৭।৫৪

৩১। আদর্শ-সত্য-পালন

[মথুরা]

১৮১।	সৈরিক্সী-সদ্ব-সমাগত	কৃষ্ণ
১৮২।	কৃত-সদাসন-স্বাগত	কৃষ্ণ
১৮৩।	স্ববাক্য-সত্য-বিধায়ক	কৃষ্ণ
১৮৪।	শিষ্টাচার-পরিচায়ক	কৃষ্ণ
১৮৫।	হৃৎগ-হৃদ্রোগ-বারক	কৃষ্ণ
১৮৬।	কামার্তকুব্জোদ্ধারক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও লক্ষটববর্ত পুরাণ-লীলা

১৮১। হে কৃষ্ণ! তুমি (দ্বাদশ বর্ষে প্রথম কুজা দর্শনের পঞ্চ-বর্ষ পরে) নিজ সত্য পালনার্থ কুজাগৃহে গিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৮।১

১৮২। হে কৃষ্ণ! তুমি (মথুরা প্রত্যাগত হইয়া উদ্ধবসহ) রাজ দাসী কুজা ভবনে আসন দ্বারা অভ্যর্থিতহইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৮।৩

১৮৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (সত্যবাক্ তাই কুজার গোপন মনোরথ পূরণের সত্য) পালন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪২।১২

১৮৪। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার আচরণ দ্বারা তোমার (আবির্ভাব যুগের) শিষ্ট আচরণের পরিচয় দিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৪৮।৬

১৮৫। হে কৃষ্ণ! তুমি হৃৎগিনি কুজার কাম জ্বর চিরতরে বারণ করিয়াছিলে।—ভা: ১০।৪৮।৬

১৮৬। হে কৃষ্ণ! তুমি কামার্তা কুজাকে তাহার প্রার্থিত দেহ-স্থ-দানে উদ্ধার করিয়াছিলে।—ব্র: বৈ: কৃ: ৭২।৬৩, ৬৬

(১) সৈরিক্সীসদ্ব:—কুজার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম দেখা হয় দ্বাদশ বর্ষে মথুরা প্রবেশ দিনের অপরাহ্নে নগরের রাজপথে। আর দ্বিতীয় দিন দেখা হয় সপ্তদশ বর্ষে কুজা-ভবনে। এই দিনই শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে আনন্দে কুজার মুচ্ছা হয় সেই মুচ্ছা আর ভঙ্গ হয় নাই; “স্থসস্তোগভোগেন মুচ্ছামাপ স স্থন্দরী” ব্র: বৈ: কৃ: ৭২।৬৩

৩২। আদর্শ-মিত্র

[মথুরা]

১৮৭।	অকুর-প্রিয়ঙ্করাগত	কৃষ্ণ
১৮৮।	সাদর-ভাষিত-স্বাগত	কৃষ্ণ
১৮৯।	অশ্বরাভূষণ-পূজিত	কৃষ্ণ
১৯০।	অঙ্কগত-পদ-মুজ্জিত	কৃষ্ণ
১৯১।	হাস্তিন-দূতনির্ব্বাচক	কৃষ্ণ
১৯২।	কৌরব-কর্ণাবধারক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত লীলা

১৮৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (গুরুকুল হইতে আগমনান্তর) অকুরের প্রিয় কামনায় তাহার গৃহে গমন করিয়াছিলে। শ্রীভাঃ ১০।৪৮।১২

১৮৮। হে কৃষ্ণ! তুমি তথায় সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলে।

১৮৯। হে কৃষ্ণ! তুমি বসন ও ভূষণাদি প্রদত্ত হইয়াছিলে।

১৯০। হে কৃষ্ণ! অকুর তোমার চরণযুগল মার্জনা করিয়াছিলেন।

১৯১। হে কৃষ্ণ! তুমি অকুরকে এইদিন হস্তিনায় তোমার (রাজনৈতিক) দূত নির্বাচন করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪৮।৩২

১৯২। হে কৃষ্ণ! তুমি পাণ্ডবগণ প্রতি কৌরবগণের আচরণ (অকুর দৌত্যে) অবগত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৪৮।৩৫

(১) অকুরপ্রিয়ঙ্করঃ—শ্রীকৃষ্ণ একদিনে তিন স্থানে তিনটি সত্য করিয়াছিলেন। (১) গোপীগণের নিকটে প্রত্যাগমন সত্য (২) অকুরের নিকটে তাহার গৃহ-গমন সত্য (৩) কুজার নিকটে মনোরথ পূরণ সত্য। সপ্তদশ বর্ষে এই তিনটি সত্যই পালন করিয়া ছিলেন।

(২) শ্রীকৃষ্ণের উপনয়ন কালে বিধবা কুন্তী পুত্রগণসহ মথুরা আসিয়াছিলেন। “কুন্তী সপুত্রা বিধবা হর্ব্বশোক সমপ্লুতা” —ঋঃ বৈঃ কৃঃ ৯।২০ মথুরায় পাণ্ডবগণসহ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পরিচয়।

৩৩। আদর্শ-সেনাপতি

[মথুরা]

১২৩।	আত্ম-সমরাতিথি-প্রাপ্ত	কৃষ্ণ (১)
১২৪।	দিব্যান্ত্র-সংক্ৰান্তিথ্য	কৃষ্ণ
১২৫।	শঙ্খ-নাদ-সেনা-ত্রাসক	কৃষ্ণ
১২৬।	শূলক-সৈনিক শাসক	কৃষ্ণ
১২৭।	দারুক-সারথি-শংসন	কৃষ্ণ
১২৮।	জরাসন্ধানীক-ধ্বংসন	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ-লীলা

১২৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (ভেইশ অক্ষৌহিনী সেনার অধিপতি মগধরাজকে) প্রথম সমরাতিথি প্রাপ্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৪ ; হ: বি: ৩৪।১৪-২০

১২৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (আকাশ হইতে প্রাপ্ত) দিব্যান্ত্র দ্বারা এই অতিথি সজ্জের সংকার করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।২১-২২

১২৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (প্রভাসে প্রাপ্ত) পাঞ্চজন্ত শঙ্খ নিনাদে (শত্রু সেনার) ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।৫০।১৬

১২৬। হে কৃষ্ণ! তুমি অল্পসংখ্যক মাথুরী সৈন্ত দ্বারা (বিশাল শত্রুর আক্রমণরোধে) তোমার অসামান্য সামরিক প্রতিভা দেখাইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।১৫

১২৭। হে কৃষ্ণ! তুমি এই যুদ্ধে নবাগত দারুক সারথির প্রশংসা করিয়াছিলে।—ভা: ১০।৫০।১৬

১২৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (অধীত যুদ্ধবিজ্ঞার প্রথম প্রয়োগেই) জরাসন্ধের সংগৃহীত সর্ক-ভারতীয় বিশালবাহিনী ধ্বংস করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৩৪

(১) শ্রীকৃষ্ণ সপ্তদশ বর্ষে রাজা উগ্রসেনের স্বেচ্ছা-সেবক-সেনাপতিরূপে বিরাট মগধবাহিনীর মথুরা আক্রমণ রোধ করেন।

৩৪। দিব্যাস্ত্র-লাভ

[মথুরা]

১৯৯।	মহারথ-মাগধাক্রান্ত	কৃষ্ণ
২০০।	বেষ্টিতার্জুন-বিভ্রান্ত	কৃষ্ণ
২০১।	আকাশ-সারথি-রথাপ্ত	কৃষ্ণ
২০২।	সমর-পরিচ্ছদাবাপ্ত	কৃষ্ণ
২০৩।	সুদর্শন-শার্ঙ্গ-শোভন	কৃষ্ণ
২০৪।	কৌমুদকী-সৌন্দ-মোহন	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ; বিষ্ণুপুরাণ, ও হরিবংশ লীলা

১৯৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (মথুরা প্রত্যাগমনের পরই) মহারথ জরাসন্ধ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৩-৪

২০০। হে কৃষ্ণ! তুমি (যুগপৎ বহিঃশত্রুর আক্রমণে এবং নিজ পুরী মধ্যে) ভয়ান্ত স্বজনদ্বারা বেষ্টিত হইয়া বিভ্রান্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৫

২০১। হে কৃষ্ণ! তুমি (বাহিরে ও ভিতরে বিপদগ্রস্ত হইলে) আকাশ হইতে রথ ও দারুক সারথি পাইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।১১

২০২। হে কৃষ্ণ! তুমি এই (বিপদকালে আকাশ হইতে) দিব্যাস্ত্র ও সমরোপকরণও প্রাপ্ত হইয়াছিলে। শ্রীভা: ১০।৫০।১১

২০৩। হে কৃষ্ণ! তুমি এই সময় সুদর্শন ও শার্ঙ্গদ্বয় প্রভৃতি দিব্যাস্ত্রে শোভিত হইয়াছিলে।—হরি বি: ৩৫।৬০

২০৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (এই যুদ্ধের প্রাক্কালেই) কৌমুদকীগদা ও সৌন্দ নামক অসি পাইয়াছিলে।—হরি বি: ৩৫।৬০ বি: পু: ৫।২২।৬

(১) ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র ও রাবণ যুদ্ধের প্রাক্কালে আকাশ হইতে রথ ও দিব্যাস্ত্রসহ সারথি মাতলিকে পাইয়াছিলেন।—বা রা: যু: ১০।৩৯-১৪

৩৫। আদর্শ-স্বচ্ছ-সেবক

[মথুরা]

২০৫।	মাগধ-বৈরথা-কারণ	কৃষ্ণ
২০৬।	সত্ত্ব-নিধন-নিবারণ	কৃষ্ণ
২০৭।	বিজিত-মহারথোপেক্ষণ	কৃষ্ণ
২০৮।	দুর্মনোহতানীক-প্রেক্ষণ	কৃষ্ণ
২০৯।	আয়োজন-ধন-গ্রাহক	কৃষ্ণ
২১০।	যজ্ঞ-রাজ-কোষ-বর্দ্ধক	কৃষ্ণ (১)

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ-জীলা

২০৫। হে কৃষ্ণ! তুমি যুদ্ধে পরাজিত জরাসন্ধকে (বলরাম কর্তৃক) রথহীন অবস্থায় বন্দী করাইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৫০।৩০

২০৬। হে কৃষ্ণ! তুমি বলদেব কর্তৃক জরাসন্ধের সত্ত্ব নিধন প্রচেষ্টা নিবারণ করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৫০।৩১

২০৭। হে কৃষ্ণ! তুমি পরাজিত মহারথী শত্রুকে বন্ধন মুক্ত করিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৫০।৩৪ ; হবিঃ বি ৩৬।২৯

২০৮। হে কৃষ্ণ! তোমার সদয় ব্যবহার সত্ত্বেও হতদর্প জরাসন্ধের প্রতিহিংসা সাধনেচ্ছা লক্ষ্য করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৫০।৩৪

২০৯। হে কৃষ্ণ! তুমি বিশাল শত্রু সেনা কর্তৃক রণস্থলে পরিত্যক্ত বিপুল ধনরাশি সংগ্রহ করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৫০।৪০

২১০। হে কৃষ্ণ! তুমি (সংগৃহীত ধনরাশির কপর্দকও নিজে গ্রহণ না করিয়া) উগ্রসেনের রাজকোষ বৃদ্ধি করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৫০।৪০

(১) যজ্ঞরাজ কোষ :—শ্রীকৃষ্ণ নিঃস্বার্থ-রাজ্য সেবক। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু পরিত্যক্ত (রাজার প্রাপ্য) বিভূতির কপর্দকও স্বয়ং গ্রহণ করেন নাই। “মাগধকন্তুসিদ্ধনম্” এই বেদ বাক্যের সম্যক পালন করিয়াছেন।

৩৬। আদর্শ-জন-নেতা

[মথুরা]

২১১।	অক্ষত-বল-পূর-প্রবিষ্ট	কৃষ্ণ
২১২।	বিজয়-সঙ্গীত-সংহৃষ্ট	কৃষ্ণ
২১৩।	বিজয়-মাথুর-বন্দিত	কৃষ্ণ
২১৪।	হৃন্দুভি-শঙ্খাভিনন্দিত	কৃষ্ণ
২১৫।	ব্রহ্ম-ঘোষ-বিনিঘূষ্ট	কৃষ্ণ
২১৬।	প্রফুল্ল-পুরাঙ্গনা-জুষ্ট	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত-লীলা

২১১। হে কৃষ্ণ! তুমি (স্ব-বীৰ্য্যে যুদ্ধে জয়ী হইয়া) অক্ষত মাথুর-সৈন্যসহ নগরে প্রবেশ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৩৫

২১২। হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরাবাসীর (স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনার) বিজয় সঙ্গীতে আনন্দিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৩৬

২১৩। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্ব-শঙ্কা বিহীন মাথুর জন-সাধারণ কর্তৃক বহুপ্রকারে বন্দিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৩৬

২১৪। হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরাবাসিগণকর্তৃক বেণুবীণা হৃন্দুভি: ও শঙ্খধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৩৭

২১৫। হে কৃষ্ণ! তুমি মাথুর ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক “ব্রহ্ম-ঘোষ” (ওঁকার ধ্বনি) দ্বারা বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৩৮

২১৬। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রফুল্ল নাগরিকাগণ দ্বারা (দধিমালা অক্ষত হুর্দা) প্রভৃতি মদন দ্রব্যে অভ্যর্থিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৩৯

(১):—শ্রীকৃষ্ণ মথুরার একজন প্রজার পুত্র প্রজারূপে স্বেচ্ছা-সেবক সেনাপতি হইলেও মথুরা নগরের ব্রাহ্মণগণ হইতে আপামর সাধারণ নরনারী কর্তৃক রাজসম্মান প্রদত্ত হইয়াছিলেন।

৩৭। আদর্শ-দেশ-পর্যটক

[দক্ষিণা-পথ]

২১৭।	নিরাপদ্বিষয়াশ্বেষক	কৃষ্ণ
২১৮।	স্বদেশ-স্বজন-শমেষক	কৃষ্ণ
২১৯।	দক্ষিণাপথ-সম্প্রস্থিত	কৃষ্ণ
২২০।	সহ্যাদ্রি-প্রদেশোপস্থিত	কৃষ্ণ (১)
২২১।	শতশো-দেশ-পর্যটক	কৃষ্ণ (২)
২২২।	ক্রোধ-নগর-প্রবেশক	কৃষ্ণ (৩)

হরিবংশ-লীলা

- ২১৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (জরাসন্ধের আক্রমণে যত্নকুল রক্ষার্থ দক্ষিণাপথের দুর্গমদেশে আশ্রয় অন্বেষণ করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।২
- ২১৮। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বদেশের (মথুরার) ও স্বজনের (ষাদব-কুলের বিরোধবিহীন) শান্তির অভিলাষী ছিলে।—হরি: বি: ৩২।১৪
- ২১৯। হে কৃষ্ণ! তুমি দক্ষিণভারতে গিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।১৬
- ২২০। হে কৃষ্ণ! তুমি সহ্যাদ্রি (পশ্চিমঘাট পর্বতমালা) প্রদেশেও উপস্থিত হইয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।১৭
- ২২১। হে কৃষ্ণ! তুমি উপযুক্ত বাসস্থান অন্বেষণে দক্ষিণাপথের শতশত রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।১৭
- ২২২। হে কৃষ্ণ! তুমি ক্রোধপুরে প্রবেশ করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।১১

(১) সহ্যাদ্রি:—এই সময় ষাদববংশীয় বিভিন্ন শাখার বহু ক্ষত্রিয় রাজা পশ্চিমঘাটের সাহুদেশে রাজত্ব করিতেন।

(২) শ্রীরাম ও লক্ষণ সীতা অন্বেষণে সমগ্র দক্ষিণা-পথ ভ্রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম আশ্রয় অন্বেষণে দক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন।

(৩) ক্রোধপুর:—সম্ভবত: পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণাংশে অবস্থিত কোচিন প্রদেশ।

৩৮। অভিভোজ্যপদেশ-গ্রহণ

[ভার্গবাত্ম্য]

২২৩।	বেণাতীর-কর্বার-স্থিত	কৃষ্ণ
২২৪।	পরশুরামাশ্রমোপস্থিত	কৃষ্ণ
২২৫।	ভার্গব-বচনাস্থাসিত	কৃষ্ণ (১)
২২৬।	শৈল-সম্বর্দ্ধন-ভাবিত	কৃষ্ণ
২২৭।	সরাম-গোমন্ত-গমন	কৃষ্ণ
২২৮।	ত্রিতয়-বেনা-সম্ভরণ	কৃষ্ণ

হরিবংশ-লীলা

২২৩। হে কৃষ্ণ! তুমি দাক্ষিণাত্যে বেনানদী তীরবর্তী করবারপুত্র রাজ্যে গিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।২০

২২৪। হে কৃষ্ণ! তুমি পরশুরামের আশ্রমে গিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।২৫

২২৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (অল্প সৈন্যদ্বারা বিশাল সৈন্য ধ্বংস সম্বন্ধে) মহাযুদ্ধাভিজ্ঞভার্গবের উপদেশে আশ্রয় হইয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।৪৩

২২৬। হে কৃষ্ণ! তুমি অভিজ্ঞ যোদ্ধা পরশুরাম কর্তৃক শৈল যুদ্ধে শত্রু সম্বর্দ্ধনার উপকারিতা উপদিষ্ট হইয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।৭০

২২৭। হে কৃষ্ণ! তুমি উত্তর গোমন্ত পর্বতে গমন করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।৮২

২২৮। হে কৃষ্ণ! তুমি, বলদেব, ও পরশুরাম এই তিনজন সম্ভরণপূর্বক বেণা নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলে।—হরি: বি: ৩২।৫৬

(১) ভার্গব:—ত্রেতাযুগে ভার্গব পরশুরাম অল্প সৈন্য সাহায্যে বিশাল হৈহয় ক্ষত্রিয়কুল ২১ বার ধ্বংস করিয়া এই বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন।

(২) গোমন্ত:—সম্ভবতঃ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উত্তরাংশে বর্তমানকালের গোয়া সমীপস্থ কোন পর্বতশৃঙ্গ।

৩৯। কৃত্রিম-বৃষ্টি-বর্ষণ

[গোমস্ত পর্বত]

২২৯।	গোমস্ত-সর্বত-বেষ্টিত	কৃষ্ণ
২৩০।	দীপিত-পর্বত-সংস্থিত	কৃষ্ণ
২৩১।	পদাঘাত-শৈল-দ্রাবিত	কৃষ্ণ (১)
২৩২।	জলাকুলোপন-দ্রাবিত	কৃষ্ণ
২৩৩।	বারিবর্ষোৎক্ষেপ-কারণ	কৃষ্ণ
২৩৪।	ভূশ-পীড়িতারি-তাড়ণ	কৃষ্ণ

হরিবংশ ও অগ্নিপুরাণ লীলা

২২৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (জরাসন্ধের দ্বিতীয় আক্রমণে) গোমস্ত পর্বতের চতুর্দিকে বেষ্টিত হইয়াছিলে।—হরি বি: ৪২।৩৮

২৩০। হে কৃষ্ণ! তুমি জরাসন্ধ কত্বক গোমস্তে অগ্নিবেষ্টিত হইয়াছিলে।—হরি বি: ৪২।৫৪ ; অগ্নি: পু: ১২।২৯

২৩১। হে কৃষ্ণ! তুমি উত্তর গোমস্ত পর্বত পদাঘাতে ভূমিতে নিমজ্জিত করিয়াছিলে।—হরি বি: ৪২।৮২

২৩২। হে কৃষ্ণ! তুমি ভূমি প্রোধিত গোমস্ত-শিখর হইতে জল ও প্রস্তর বর্ষণ করিয়াছিলে।—হরি বি: ৪২।৮৩

২৩৩। হে কৃষ্ণ! তুমি ভূগর্ভ-সলিলও শীলা বৃষ্টিতে পরিণত: করিয়া বর্ষণ করিয়াছিলে।—হরি বি: ৮২।৮৪

২৩৪। হে কৃষ্ণ! তুমি অসম্ভব উপায়ে জল ও শিলা বর্ষণে পীড়িত করিয়া বিশাল শক্রসেনা তাড়াইয়াছিলে।—হরি বি: ৪২।৮৭

(১) শৈলদ্রাবিত:—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলায় গোবর্দ্ধন পর্বত উৎপাটন করিয়া হস্তে ছত্রে ত্রায় ধারণ করিয়া শিলা বৃষ্টি বারণ করেন। মথুরা লীলায় গোমস্ত পর্বত পদাঘাতে ভূমি নিয়ে প্রোধিত করিয়া শিলা বৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উভয় লীলাই মানব শক্তি ও চিন্তার বহির্ভূত।

৪০। অজ্ঞাত-মিত্রলাভ

[গোমস্ত পর্বত]

২৩৫।	বিমুঢ়-মাগধ-দ্রাবিত	কৃষ্ণ
২৩৬।	বিস্মিত-চেদিপ-দ্রাবিত	কৃষ্ণ
২৩৭।	দমঘোষাঘর-খ্যাপিত	কৃষ্ণ
২৩৮।	পিতৃ-স্বনুপতি-জ্ঞাপিত	কৃষ্ণ
২৩৯।	শৃগাল-সংশ্রয়াস্বাসিত	কৃষ্ণ
২৪০।	করবীর-নগর-প্রস্থিত	কৃষ্ণ (১)

হরিবংশ-লীলা

২৩৫। হে কৃষ্ণ! তুমি গোমস্তের শৈলযুদ্ধে জরাসন্ধের বিরাট বাহিনীকে পলায়ন-পর করিয়াছিলে।—হরি বিঃ ৪৩।৭৫

২৩৬। হে কৃষ্ণ! তুমি এই স্থানে জরাসন্ধের পরমমিত্র মহাবিস্মিত চেদিপতির বার্তা শ্রবণ করিয়াছিলে।—হরি বিঃ ৪৩।৮০

২৩৭। হে কৃষ্ণ! তুমি চেদিরাজ দমঘোষের বংশ পরিচয় ও তোমার সঙ্গে তাঁহার সামাজিক সম্বন্ধ কথিত হইয়াছিলে।—হরি বিঃ ৪৩।৭৮-৮২।

২৩৮। হে কৃষ্ণ! চেদিরাজ তোমার পিতা বহুদেবের অগ্রতম ভগিনীপতি এই কথা অবগত হইয়াছিলে।—হরি বিঃ ৪৩।৮০

২৩৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (চেদিরাজের নিকট করবীর পতি যদুবংশীয় মহাবীর) শৃগাল-বাহুদেবের আশ্রয়ের আশ্বাস পাইয়াছিলে।—হরি বিঃ ৪৩।৭৮-৯৩

২৪০। হে কৃষ্ণ! তুমি গোমস্ত হইতে (চেদিপতি দমঘোষসহ) করবীর পুরে (বিপন্ন জ্ঞাতিরূপে) গিয়াছিলে।—হরি বিঃ ৪৩।৯৬

(১) করবীর পুর :—ত্রেতার কিস্কিন্দ্যা এবং দ্বাপরের করবীরপুর এবং বর্ত্তমানকালের কুর্গ রাজ্য একই প্রদেশ বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীরাম কিস্কিন্দ্যায় বালীবধে স্ত্রীবিমিত্র লাভ করিয়াছিলেন।

৪১। আশ্রয়-প্রার্থীর-রাজ্যদান

[করবীরপুর]

২৪১।	করবীর-পুর-সমাগত	কৃষ্ণ
২৪২।	মৎসরি-শৃগালোপগত	কৃষ্ণ
২৪৩।	বাসুদেব-মুঘলাক্রান্ত	কৃষ্ণ
২৪৪।	সুদর্শনাঘাত-কৃতান্ত	কৃষ্ণ
২৪৫।	আর্জু-জনাভয়-দায়ক	কৃষ্ণ
২৪৬।	শক্র-দেবাসন-স্থাপক	কৃষ্ণ (১)

হরিবংশ-লীলা

২৪১। হে কৃষ্ণ! তুমি গোমন্ত হইতে প্রত্যাগমন পথে (আশ্রয় প্রার্থী হইয়া) করবীরে যাদব রাজ্যে আসিয়াছিলে।—হরি বি: ৪৩।৯৮

২৪২। হে কৃষ্ণ! তুমি পরশ্রীকাতর রাজা শৃগাল বাসুদেব কর্তৃক শক্রবুদ্ধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলে।—হরি বি: ৪৪।১-১৪

২৪৩। হে কৃষ্ণ! তুমি যুদ্ধোত্তম নৃশংস বাসুদেব কর্তৃক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মুঘল দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলে।—হরি বি: ৪৪।২০-২৫

২৪৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (আত্মরক্ষার্থ বাধ্য হইয়া) সুদর্শন চক্র দ্বারা যুদ্ধকামী বাসুদেবকে বধ করিয়াছিলে।—হরি বি: ৪৪।২৮-২৯

২৪৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (সুদর্শনের ধ্বংশলীলা দর্শনে মহাভীত) করবীরপুর বাসীগণকে অভয় দিয়াছিলে।—হরি বি: ৪৪।৩৩-৩৪

২৪৬। হে কৃষ্ণ! তুমি আশ্রয়হীন হইলেও করবীরপুর রাজ্য শৃগাল পুত্র শক্রদেবকেই দিয়াছিলেন।—হরি বি: ৪৪।৪৫-৪৯

(১) শক্রদেব :—শ্রীকৃষ্ণ কংস বধে মধ্য ভারতে মথুরা যাদব রাজ্য এবং শৃগালবাসুদেব বধে দাক্ষিণাত্যে করবীরপুর যাদব রাজ্য প্রাপ্ত হন—কোন রাজ্যই গ্রহণ করেন নাই। দ্বারকা লীলাতেও অরাসন বধে মগধ-রাজ্য এবং নরক-রাজ্য বধে (অশ্বমেধ) প্রাগজ্যোতিপুর রাজ্য হস্তগত হইলেও তাহাদের পুত্রগণকেই প্রদান করিয়াছিলেন।

৪২। আদর্শ-ক্ষমানীল

[শক্তিমতীপুর]

২৪৭।	চৈতন্য-দমঘোষ-সঙ্গত	কৃষ্ণ
২৪৮।	শক্তিমতী-নগরাগত	কৃষ্ণ (১)
২৪৯।	দেবী-শিশুপাল-স্পর্শন	কৃষ্ণ
২৫০।	ব্যধিক-দ্বিভূজ-মর্ষণ	কৃষ্ণ
২৫১।	ললাট-নেত্র-নিমজ্জক	কৃষ্ণ
২৫২।	বদার্থ-শতাব-মার্জক	কৃষ্ণ

মহাভারত ও হরিবংশ লীলা

২৪৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (করবীরপুর রাজ্য দানের পর পুনরায়) চেদিরাজ দমঘোষের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলে।—হরি বিঃ ৪৫১

২৪৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (পিতৃস্বস্থপতি দমঘোষের সঙ্গে) চেদি-রাজধানী শক্তিমতীপুরে আগমন করিয়াছিলে।—হরি বিঃ ৪৫২

২৪৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (বাল্যাবধি তোমার মহা বিদেষী) দমঘোষতনয় শিশুপালকে ক্রোড়ে লইয়াছিলে।—মভাঃ সভাঃ ৪৩৯

২৫০। হে কৃষ্ণ! তুমি (শিশুপালকে ক্রোড়ে লইবা মাত্র তাহার সহজাত চতুর্ভূজের মধ্যে) দুইথানা হস্ত খসিয়া পড়িয়াছিল।—মভাঃ সভাঃ ৪৩১৮

২৫১। হে কৃষ্ণ! তুমি (ক্রোড়ে লইবামাত্র শিশুপালের সহজাত তিনটি চক্ষু মধ্যে) ললাট চক্ষু নিমজ্জিত হইয়াছিল।—মভাঃ সভাঃ ৪৩১৮

২৫২। হে কৃষ্ণ! তুমি (পিতৃস্বসার শিশুপাল জননী ঋতশ্রবার) অহুরোধে এইস্থানে শিশুপালের বধ-যোগ্য একশত অপরাধ মার্জনায় অদ্বীকার করিয়াছিলে।—মভাঃ সভাঃ ৪৩২৬

(১) শক্তিমতীপুরঃ—চেদি দেশের রাজধানী (পরবর্তীকালের বুন্দেলখণ্ড)।

ত্রীনাম-ভাগবতম্

৯৭

৪৩। পিতৃ-ভবন-বাস

[মথুরা]

২৫৩।	কৃত-বাল-বৃদ্ধ-স্বাগত	কৃষ্ণ
২৫৪।	পিতৃ-সদন-সমাগত	কৃষ্ণ (১)
২৫৫।	মাতৃ-পাদ-নত-সুস্থিত	কৃষ্ণ
২৫৬।	সর্বায়ুধসুস্ত্র-রক্ষিত	কৃষ্ণ
২৫৭।	মাথুর-দৈন্য-দূরীকৃত	কৃষ্ণ (২)
২৫৮।	উগ্রসেনানুগাবস্থিত	কৃষ্ণ

হরিবংশ-লীলা

২৫৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (মথুরা প্রত্যাগমন করিলে) আবাল বৃদ্ধ মাথুরগণ-কর্তৃক স্বাগত হইয়াছিলে।—হরি: বি: ৪৫।৩-৭

২৫৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (রাজানুরোধ সত্ত্বেও রাজভবনে প্রবেশ না করিয়া) নিজ পিতৃভবনেই উঠিয়াছিলে।—হরি: বি: ৪৫।১৫

২৫৫। হে কৃষ্ণ! তুমি পিতৃমাতৃ-পদানত হইয়া পরমানন্দে বিনীতভাবে পিত্রালয়েই বাস করিয়াছিলে।—হরি বি: ৪৫।১৫

২৫৬। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার দিব্যাস্ত্রগুলিও (রাজ অস্ত্রাগারে না রাখিয়া) বহুদেব-ভবনে রাখিয়াছিলে।—হরি বি: ৪৫।১৬

২৫৭। হে কৃষ্ণ! তুমি ও বলরাম এই সময় পুনরায় মথুরার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক) সর্বপ্রকার দৈন্য দূর করিতে মন দিয়াছিলে।—হরি: বি: ৪৫।২

২৫৮। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বতোভাবে রাজা উগ্রসেনের অনুগত প্রজা-রূপে মথুরায় আনন্দে বাস করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৪৫।১২

(১) শ্রীকৃষ্ণ রাজা উগ্রসেনের অনুরোধ সত্ত্বেও মথুরার রাজভবনে কদাপি বাস করেন নাই।

(২) দৈন্যঃ—“ন তত্র কচ্চিদীনো বা মলিনো বা বিচেতনঃ
মথুরায়ামভুং কচ্চিদ্রামকৃষ্ণসমাগমে।”—হরি: বি: ৪৫।২

৪৪। অ-রাজার-অপমান

[কুণ্ডিনপুর]

২৫৯।	কুণ্ডিন-স্বয়ম্বর-সংশ্রুত	কৃষ্ণ
২৬০।	রাজানুজ্ঞাত-যাতনালুত	কৃষ্ণ
২৬১।	বিদর্ভ-কন্যার্থোপগত	কৃষ্ণ
২৬২।	অদন্তাতিথ্যাবমানিত	কৃষ্ণ (১)
২৬৩।	কৈশিক-নিবেশনাশ্রয়	কৃষ্ণ
২৬৪।	সসম্মানাতীথ্য-সংশ্রয়	কৃষ্ণ

হরিবংশ-লীলা

২৫৯। হে কৃষ্ণ! তুমি চর-মুখে (বিদর্ভ রাজধানী) কুণ্ডিনপুরে (রাজকন্যা) কল্লিঙ্গীর স্বয়ম্বর কথা শুনিয়াছিলে।—হরি বিঃ ৪৭।১-২

২৬০। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজা উগ্রসেনের অহুমতি মতে (বিনা নিমন্ত্রণেই) কুণ্ডিনপুর স্বয়ম্বরে গিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৪৭।৫,২৪

২৬১। হে কৃষ্ণ! তুমি (রাজা বা রাজপুত্র না হইলেও) রাজকন্যা স্বয়ম্বরে আসিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৪৭।২৫

২৬২। হে কৃষ্ণ! তুমি (অরাজা ও অনিমন্ত্রিত বিধায়) কুণ্ডিনে কোন প্রকার আতিথ্য প্রদত্ত না হইয়া অপমানিত হইয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫০।১-২

২৬৩। হে কৃষ্ণ! তুমি আতিথ্য-প্রত্যাখ্যাত হইয়া (রাজভ্রাতা) কৈশিকের পুরে আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলে —হরি বিঃ ৪৭।৪৪

২৬৪। হে কৃষ্ণ! তুমি কৈশিকপুরে সসম্মান আতিথ্য লাভ করিয়াছিলে।—হরি বিঃ ৪৭।৪৪

(১) অদন্তাতিথ্যঃ—গোমন্ত যুদ্ধে পরাজিত জরাসন্ধ ও তদনুগামী রাজপুত্রবর্গ এই স্বয়ম্বরে উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের ও রাজপুত্র কুম্ভীর বড়বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের এই অপমানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

৪৫। অ-রাজার-আসন-সঙ্কট

[কৈশিকপুর]

২৬৫।	আসন-সঙ্কট-জ্ঞাপিত	কৃষ্ণ
২৬৬।	অ-পুরাভিষেক-প্রাবিত	কৃষ্ণ (১)
২৬৭।	কৈশিক-পুর-নিবেদিত	কৃষ্ণ
২৬৮।	রাজেন্দ্রাভিষেক-সিদ্ধিত	কৃষ্ণ
২৬৯।	নু-দেবাসনোপবেশণ	কৃষ্ণ
২৭০।	মিত্র-রাজ্যানুশাসন	কৃষ্ণ

হরিবংশ-লীলা

২৬৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (অরাজা বিধায়) ভারতীয় রাজত্ববর্গ তোমার সঙ্গে একত্র উপবেশনে অসম্মত হইয়াছিলেন। সেইজন্য তোমার 'আসন-সঙ্কট' হইয়াছিল।—হরি বি: ৫০।২০

২৬৬। হে কৃষ্ণ! তুমি কোন নগরাধিপ অথবা রাজতিলক যুক্ত ছিলে না হেতুতে রাজকন্য়ার স্বয়ম্বরে বসিবার যোগ্যতা নাই এই অভিযোগ শুনিয়াছিলে।—হরি বি: ৫০।১৫

২৬৭। হে কৃষ্ণ! (তোমার অযোগ্যতা দূরীকরণে) কৈশিকরাজ তাঁহার রাজ্য ও সিংহাসন তোমাকে দিয়াছিলেন।—হরি: বি: ৫০।১২, ২৯

২৬৮। হে কৃষ্ণ! তুমি কৈশিক রাজ্যে রাজতিলক গ্রহণে তোমার (আসন-সঙ্কট) দূর করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫০।২০

২৬৯। হে কৃষ্ণ! তুমি কৈশিক রাজ্যে (ইন্দ্র প্রদত্ত) সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলে।—হরি বি: ৫০।২৮-৩০

২৭০। হে কৃষ্ণ! তুমি (রাজতিলক অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্বয়ম্বরাগত) কতিপয় মিত্র রাজ্যকে অনুশাসন দিয়াছিলে।—হরি বি: ৫০।৮০-৮৭

(১) অপূরাভিষেক :- সিংহাসন মনধ্যাত্ম পুরং চাত্ম ন বিতুতে
কথংরাজসমাজেহ্মিন্মাত্মতে দেবকী-সুত: —হরি: বি: ৫০।১৫

৪৬। সহ-অবস্থান-অনুশাসন

[কৈশিকপুর]

২৭১।	অহিংস-সন্নীতি-বোধক	কৃষ্ণ
২৭২।	ধর্ম-যোধানানুমোদক	কৃষ্ণ
২৭৩।	কোপ-পরিহারানুমত	কৃষ্ণ
২৭৪।	যদগত-তদগতাভিমত	কৃষ্ণ (১)
২৭৫।	অবৈরাবস্থান-বাচক	কৃষ্ণ
২৭৬।	স্বাপরাধ-ক্ষমা-বাচক	কৃষ্ণ (২)

হরিবংশ-লীলা

২৭১। হে কৃষ্ণ! তুমি (কৈশিকপুরে) উপস্থিত মিত্র রাজত্ব-বর্গকে তোমার অহিংস রাষ্ট্রনীতি বুঝাইয়াছিলে।—হরি: বি: ৫০।৮৪

২৭২। হে কৃষ্ণ! তুমি ধর্মার্থ যুদ্ধেই অনুমোদন করিয়াছিলে কদাপি হিংসা বা লোভ-পরবশ যুদ্ধ সমর্থন কর নাই।—হরি: বি: ৫০।৮৫

২৭৩। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বাবস্থায় ক্রোধ পরিহার অনুমোদন করিয়াছ।—হরি: বি: ৫০।৮৬

২৭৪। হে কৃষ্ণ! (পরম্পরের প্রতি) অতীতের সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ বিন্যত হওয়াই তোমার স্বেচ্ছাচিন্তিত অভিমত ছিল।—হরি: বি: ৫০।৮৬

২৭৫। হে কৃষ্ণ! তুমি নৃপতিগণকে পরম্পরের প্রতি বীত-বৈর হইয়া (অহিংস) সহাবস্থানের অনুমোদন করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫০।৮৭

২৭৬। হে কৃষ্ণ! তুমি অতীতে তোমার কোন বিচ্যুতি হইয়া থাকিলে তাহা সর্বরাজত্বসমীপে ক্ষমা চাহিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫০।৮৭

(১) যদগত:—“তেবাং কিং হেতুনা কোপঃ কৰ্ত্তব্যস্ববনীধরা:

যদগতঃ তদতিক্রান্তং যে যুতাস্তে দিবং গতাঃ” —হরি: বি: ৫০।৮৬

(২) ক্ষমা:—“ক্ষম্যং রোচতে হৃদ্যং বীতবৈরা ভবন্ত তে”

—হরি: বি: ৫০।৮৭

৪৭। অপমান-সহন

[কৈশিকপুর]

২৭৭।	স্বয়ম্বর-ত্যাগ-জ্ঞাপিত	কৃষ্ণ
২৭৮।	বাল-ভাব-দান-প্রাবিত	কৃষ্ণ
২৭৯।	স্বচ্ছন্দ-দানানুমোদন	কৃষ্ণ (১)
২৮০।	অ-কৃত্যাবিস্মকদোষন	কৃষ্ণ
২৮১।	বহিরভ্যন্তরচরিত্রো	কৃষ্ণ
২৮২।	সকলাবমানসহিত্রো	কৃষ্ণ

হরিবংশ-লীলা

২৭৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (রাজতিলকগ্রহণে আসনসঙ্কট দূর করিবা-
মাত্র) 'স্বয়ম্বর পরিত্যক্ত হইল' জ্ঞাপিত হইয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫১।১

২৭৮। হে কৃষ্ণ! (তোমাকে বঞ্চিত করিতে) সাধারণ নিয়মে কৃত্যার
পিতাই ইচ্ছামত বরে কৃত্যাদান করিবেন" শুনিয়াছিলে।—হরিঃ
বিঃ ৫১।১

২৭৯। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বয়ম্বর দিনেই (তুমি ব্যতীত) অপর পাত্র
কৃত্যাদান করিতে রাজাকে অনুরোধ করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫১।১৩-১৪

২৮০। হে কৃষ্ণ! তুমি (বিদর্ভরাজ ভীষ্মককে আশ্বাস দিয়াছিলে
যে) তুমি কৃত্যাদান কার্যে কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিবে না।—হরিঃ
বিঃ ৫১।১৫-২১

২৮১। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বলোকের বাহিরে ও ভিতরে বিচরণ
করিয়া থাক (বিদর্ভরাজের অভিপ্রায় অবগত ছিলে)—হরিঃ বিঃ ৫১।১৪

২৮২। হে কৃষ্ণ! তুমি বিদর্ভরাজের অনুরোধিত (আতিথ্য-অকরণ,
সকামা কৃত্যাদানে অস্বীকৃতি, কপটবাক্য প্রয়োগ) প্রভৃতি সমস্ত
অপমান নীরবে সহ করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫১।১৬-১৮

(১) স্বচ্ছন্দদান :—পাত্রভ্যো দায়িত্বাং কৃত্যামাপান্ত নরেশ্বর
মমাগমনদোষণে কথং কৃত্যং ন দান্তসে—হরিঃ বিঃ ৫১।১৪

৪৮। অপমানিতের-উদার্য্য

[কৈশিকপুর]

২৮৩।	বিরোধ-বারণ-প্রযত্ন	কৃষ্ণ
২৮৪।	ভ্যক্ত-স্বয়ম্বর-স্ত্রীরত্ন	কৃষ্ণ
২৮৫।	কারিত-রাজানুশোচন	কৃষ্ণ
২৮৬।	ন-যাচকাযাচক-বাচন	কৃষ্ণ (১)
২৮৭।	অবমান-বঞ্চন-কাস্ত	কৃষ্ণ
২৮৮।	প্রস্থিত-শূরসেন-শাস্ত	কৃষ্ণ

হরিবংশ-লীলা

২৮৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (তোমার সঙ্গে) ভারতীয় রাজত্বগণের অকারণ বিরোধ বারণে সর্বপ্রকার যত্ন করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫০।৪৫

২৮৪। হে কৃষ্ণ! তুমি এই বিরোধ বারণ জন্তই বিদর্ভ স্বয়ম্বর ও কৃষ্ণিণীর ত্রায় রূপগুণবতী স্ত্রীরত্ন পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলে।—হরি: বি: ৫১।৬৬

২৮৫। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার সম্ভবহারে ভীষ্মক রাজাকে তাঁহার হীন ব্যবহার জন্ত অহুতপ্ত করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫১।২০-২৫

২৮৬। হে কৃষ্ণ! তুমি বিদর্ভ ত্যাগকালে বলিয়াছিলে যে তুমি রাজকন্যা কৃষ্ণিণীর প্রার্থীও নহ অপ্রার্থীও নহ।—হরি: বি: ৫১।২৭

২৮৭। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বয়ম্বরগত সমস্তরাজত্ববর্গের অহুষ্ঠিত সর্বপ্রকার অপমান ও বঞ্চনা সহ করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫১।৩৮

২৮৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (বিদর্ভে এত উত্তেজনার কারণ হইলেও) শান্তভাবে শূরসেন রাজ্যে (মথুরা) প্রত্যাগমন করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫১।৩২-৪২

(১) “মা দেহীতি ন চাখ্যেয়ং দদস্বেতি ন যে বচঃ”। হরি: বি: ৫১।২৭

৪৯। অ-দত্তাপহারী

[মথুরা]

২৮৯।	ব্যর্থ-জোহারতি-চেষ্টিত	কৃষ্ণ
২৯০।	বিমনা-মথুরোপস্থিত	কৃষ্ণ
২৯১।	অর্ঘ্যপাণ্যুগ্রসেনার্থিত	কৃষ্ণ
২৯২।	আসন-পুনপ্রতাপিত	কৃষ্ণ
২৯৩।	যদুরাজ-প্রজা-স্বীকৃত	কৃষ্ণ (১)
২৯৪।	দত্তাপহারণ-ধিক্কৃত	কৃষ্ণ (২)

হরিবংশ-জীল।

২৮৯। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজন্তবর্গের (পরম্পরের সঙ্গে) যুদ্ধবিগ্রহে আসক্তি নিবারণ চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াছিলে।—হরি: বি: ৫২।১২-৩১

২৯০। হে কৃষ্ণ! তুমি (অহিংস-সহাবস্থান প্রচেষ্টায় অকৃত কার্য হইয়া চিন্তাকুল মনে মথুরায় আসিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫১।৬৬

২৯১। হে কৃষ্ণ! তুমি (রাজতিলক গ্রহণ করিয়াছ সংবাদে) রাজা উগ্রসেন তোমাকে (মথুরা রাজ্য প্রতাপর্ণ করিতে) অর্ঘ্যহস্তে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।—হরি: বি: ৫৫।১৪-৪১

২৯২। হে কৃষ্ণ! তুমি (শত অপমান বহন করিয়াও) উগ্রসেনপ্রদত্ত রাজ-সিংহাসন গ্রহণ অস্বীকার করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৫।৪২

২৯৩। হে কৃষ্ণ! তুমি পুত্রাদিক্রমে উগ্রসেনকে যদুরাজ ও নিজেকে পুনরায় তাঁহার প্রজা স্বীকার করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৫।৪৮

২৯৪। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার প্রদত্ত রাজ্য পুনঃগ্রহণ করিয়া কদাচ দত্তাপহারী হইবে না বলিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৫।৪২-৪৮

(১) যদুরাজ:—ধারয়শ্ব মহাভাগ পালয়শ্ব পুরীমিমাম্
পুত্রপৌত্রৈ: প্রমুদিতো মথুরাং পরিপালয় ॥—হরি: বি: ৫৫।৪৮

(২) শ্রীরামচন্দ্র ও ভরত প্রতাপিত রাজ্য গ্রহণ করে নাই।

৫০। নিঃস্বার্থ-রাষ্ট্র-সেবক

[মথুরা]

২২৫।	কৃত-রাজ-প্রজা-স্বাগত	কৃষ্ণ
২২৬।	সানন্দ-পিতৃ-গৃহাগত	কৃষ্ণ (১)
২২৭।	সর্ব-কংসকোষোপহিত	কৃষ্ণ
২২৮।	প্রত্যর্পণ-স্বৈচ্ছা-বিহিত	কৃষ্ণ
২২৯।	নৃপেচ্ছাদান-ব্যয়ানুমত	কৃষ্ণ
৩০০।	রাষ্ট্র-সংরক্ষণ-সম্মত	কৃষ্ণ (১)

হরিবংশ-লীলা

২২৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (বিদর্ভ হইতে প্রত্যাগমন করিলে) মথুরার রাজা ও প্রজাসাধারণ তোমাকে স্বাগত করিয়াছিলেন।—হরি: বি: ৫৫।৫৪-৭৩

২২৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (রাজত্ববনে প্রবেশ না করিয়া) সানন্দে পিতৃগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৫।৭৪

২২৭। হে কৃষ্ণ! (কংস মাতা তোমাকে প্রদান করিতে) সমস্ত রাজকোষ বহুদেব গৃহে আনিয়াছিলেন।—হরি: বি: ৫৫।৭৮

২২৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (মথুরার রাজ্য বা রাজকোষ প্রত্যাশী নহ বলিয়া) সেই বিপুলধনরাশি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৫।৮০

২২৯। হে কৃষ্ণ! তুমি কংসের অর্জিত বিপুল ধন রাজার ও রাণীর ইচ্ছা মত দান ও ব্যয় করিতে অনুমতি দিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৫।৮১

৩০০। হে কৃষ্ণ! তুমি নিজ বাহুবলে উগ্রসেনের রাজ্য-রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৫।৮১

(১) সংরক্ষণঃ—যজ্ঞস্ববিধান্বজ্ঞান্ দদস্ববিপুলধনম্।

অয়ম্ব রিপুসৈন্তানি মম বাহুবলশ্রয়াং ॥ হরি: বি: ৫৫।৮১

৫১। কৃষ্ণ-সর্প-প্রেরণ

[মথুরা]

৩০১।	যবনামন্ত্রন-স্মরণ	কৃষ্ণ (১)
৩০২।	ভুজঙ্গোপহার-প্রেরণ	কৃষ্ণ
৩০৩।	মূদ্রায়িত-কুন্ত-প্রেষক	কৃষ্ণ
৩০৪।	কৃষ্ণ-কাল-সর্প-শংসক	কৃষ্ণ
৩০৫।	পিপীলি-ঘট-প্রত্যর্পিত	কৃষ্ণ
৩০৬।	অচিরোপযান-নির্গাত	কৃষ্ণ

হরিবংশ-লীলা

৩০১। হে কৃষ্ণ! (তোমাকে নিধন জন্ত) ভারতীয় রাজগণের যবন রাজাকে নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৩০।৫৫-৫৬

৩০২। হে কৃষ্ণ! তুমি (যবনরাজ কালকে মথুরা আক্রমণে বিরত থাকিতে বলিয়া) একটি কৃষ্ণ-সর্প উপহার দিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৭।৩২

৩০৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (একটি বিষধর কৃষ্ণ সর্প পূর্ণ ঘট) নিজ নামাঙ্কিত করিয়া দূত দ্বারা যবন-রাজকে পাঠাইয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৭।৩৩

৩০৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (শক্ররূপে) কালসর্পের আয় ভয়ঙ্কর এই বার্তাই যবনরাজকে জানাইয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৭।৩৫

৩০৫। হে কৃষ্ণ! তুমি যবনরাজ কর্তৃক অসংখ্য কৃষ্ণ পিপীলিকা পূর্ণ সেই সর্প-ঘট পুনঃ প্রেরিত হইয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৭।৩৭

৩০৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (ঘট মধ্যে পিপীলিকা ভক্ষিত সর্প-কঙ্কাল দর্শনে) মথুরা পরিত্যাগ মনস্থ করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৭।৩৮

(১) যবনামন্ত্রণঃ:—জরাসন্ধ দূত শাষ যবন-রাজাকে বলিয়াছিলেন—
 “প্রবিষ্ট রাষ্ট্রং মথুরাঞ্চ সেনয়া নিহত্য কৃষ্ণং প্রথয়ন্ স্বকং যশঃ”
 —হরি: বি: ৩০।৫৫

৫২। পঞ্চদশ-সম্বর-বিজয়

[মথুরা]

৩০৭।	পঞ্চদশাক্রমনাক্রান্ত	কৃষ্ণ (১)
৩০৮।	সুবিশালারাতি-কৃতান্ত	কৃষ্ণ
৩০৯।	ত্রি-বিংশতি-চমূ-রূপণ	কৃষ্ণ
৩১০।	মাথুর-স্বজন-রক্ষণ	কৃষ্ণ
৩১১।	দলিতারি-সদোপেক্ষক	কৃষ্ণ
৩১২।	হত-মান-মাগধেক্ষক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত-লীলা

৩০৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (যবনাক্রমণের পূর্বে) আরও পঞ্চদশ বার জরাসন্ধ কর্তৃক মথুরায় আক্রান্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৪১

৩০৮। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রতি আক্রমণেই জরাসন্ধের বিশাল সর্ব ভারতীয় সৈন্য বল স্ববীর্যে ধ্বংস করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৪২

৩০৯। হে কৃষ্ণ! তুমি জরাসন্ধ কর্তৃক (কাশ্মীর হইতে বিদর্ভ পর্যন্ত সকল রাজ্য হইতে) সংগৃহীত তেইশ-অশ্বোহিনী সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৪২; হরি: বি: ৩৪।১৩-২২

৩১০। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রত্যেক যুদ্ধেই নিজ বাহুবলে মথুরা-বাসী স্বজনগণকে রক্ষা করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৪২

৩১১। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রত্যেক যুদ্ধেই জরাসন্ধকে বন্দী করিয়া প্রতিবারই বন্ধন মুক্ত করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৪২

৩১২। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রত্যেক পরাজয়ের পরই জরাসন্ধকে (পুনরাক্রমণেচ্ছু) ও লজ্জিত লক্ষ্য করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৪২

(১) শ্রীকৃষ্ণের (একাদশ বর্ষ) মথুরা লীলার শেষ বৎসরে একবার কাল-যবন আক্রমণ হইয়াছিল ও তাহার অব্যবহিত পরেই জরাসন্ধের অষ্টাদশ বারের আক্রমণ হইয়াছিল। শ্রীভা: ১০।৫২।৬

৫৩। মথুরা-পরিভ্রাণ-বিচার

[মথুরা]

৩১৩।	সমরাপহারানুমত	কৃষ্ণ
৩১৪।	দুর্জ্ঞান-বর্জনাভিমত	কৃষ্ণ
৩১৫।	অরাতি-সুগম্যালোচিত	কৃষ্ণ
৩১৬।	মাথুরী-ভূরল্লালোকিত	কৃষ্ণ (১)
৩১৭।	জনতা-সম্মর্দ-বিমত	কৃষ্ণ
৩১৮।	দেশ-পরিভ্রাণাভিমত	কৃষ্ণ

হরিবংশ-লীলা

৩১৩। হে কৃষ্ণ! (সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে) যুদ্ধ পরিহার করাই তোমার অভিমত ছিল।—হরি: বি: ৫৬।১

৩১৪। হে কৃষ্ণ! তুমি বিরোধ বর্জনে ব্যর্থ-প্রচেষ্টে হইয়া দুর্জ্ঞান প্রতিবেশী হইতে দূরে গমন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৬।২-৩

৩১৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (ষড়রাজ সভায়) শত্রু কর্তৃক মথুরা সহজেই বিজিত হইবার সম্ভাবনার কথা বলিয়াছিলে। হরি: বি: ৫৬।৫

৩১৬। হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরা রাজ্যের ভূমির অল্পতা (ও তাহা বৃদ্ধির কোন উপায় নাই) লক্ষ্য করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৬।৫

৩১৭। হে কৃষ্ণ! তুমি অল্প স্থানে বহু জনতার সংঘট্ট সম্ভব মনে কর নাই এবং (তাহা জাতির শ্রীবৃদ্ধির পরিপন্থী বুঝিয়াছিলে।) —হরি: বি: ৫৬।৬

৩১৮। হে কৃষ্ণ! তুমি অনন্তোপায় হইয়া ভারত ত্যাগ মনস্থ করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৬।৭

(১) (ক) ভূরল্লা:—ইয়ং চ মাথুরী ভূমিরল্লা গম্যা পরশ্চ চ

—হরি: বি: ৫৬।৫

(খ) এষামাপীহ বসতাং সম্মর্দম্পলক্ষয়ে—হরি: বি: ৫৬।৬

৫৪। উপনিবেশ-পরিকল্পনা

[মথুরা]

৩১৯।	বাসস্থানাভাব-ব্যথিত	কৃষ্ণ
৩২০।	দ্বীপ-দুর্গাবাস-বিহিত	কৃষ্ণ
৩২১।	সিন্ধু-রাজ-দেশ-চিহ্নিত	কৃষ্ণ
৩২২।	কুশস্থল্যানূপ-নির্গীত	কৃষ্ণ
৩২৩।	সর্বতোদধি-মধ্যস্থিত	কৃষ্ণ
৩২৪।	রৈবতকাদ্রাবস্থিত	কৃষ্ণ (১)

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ-লীলা

৩১৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (ভারতবর্ষে নিরাপদ) বাসস্থান লাভে অসমর্থ হইয়া ব্যথিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৪৮ হরি বি: ৫৫।১০০

৩২০। হে কৃষ্ণ! তুমি স্থলপথে আক্রমণের অযোগ্য সাগর মধ্যস্থ (দ্বিপদ দুর্গম) দ্বীপে বাসই বিহিত মনে করিয়াছিলে। শ্রীভা: ১০।৫০।৪৯

৩২১। হে কৃষ্ণ! তুমি সিন্ধুরাজ্যের দেশই মনোনীত করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৬।২৬

৩২২। হে কৃষ্ণ! তুমি কুশস্থলীর নিকটবর্তি জলময় স্থানই যদু বংশীয়দের উপযোগী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৫।১০১

৩২৩। হে কৃষ্ণ! তুমি চতুর্দিকে মহাসমুদ্র-বেষ্টিত স্থানে নিবাস স্থাপন করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৫।১০৩

৩২৪। হে কৃষ্ণ! তুমি সুন্দর রৈবতক পর্বতের অদূরে (সমুদ্র মধ্যস্থ নূতন দ্বীপে) অবস্থান করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৬।২৭

(১) রৈবতক :—পশ্চিম সমুদ্র তীরস্থ (গুজরাটের) অন্তর্গত জুনাগড় রাজ্যে গির্গার পর্বতই প্রাচীন রৈবতক। বর্তমানে ইহা জৈনতীর্থ। প্রতিদিন সহস্র সহস্র যাত্রী এই পর্বতে আরোহণ করেন। “গিরিনাথ” শব্দের গুজরাটি উচ্চারণ গির্গার। বহু প্রাচীন কীৰ্ত্তি এখানে বর্তমান আছে। সর্বোচ্চ শৃঙ্গে দত্তাত্রেয় আশ্রম।

৫৫। দ্বারাবতী-দ্বীপোন্নয়ন

[আনন্ত-দেশ]

৩২৫।	ভারতাবাস-প্রতিহত	কৃষ্ণ
৩২৬।	সাগরাশ্রয়-সমাগত	কৃষ্ণ
৩২৭।	বারিধি-ভূদান-গ্রহণ	কৃষ্ণ
৩২৮।	স্বীকৃত-শ্রাস-প্রত্যর্পণ	কৃষ্ণ
৩২৯।	বায়ু-বেগ-বায়ুর্জিত	কৃষ্ণ
৩৩০।	যোজন-দশ-দ্বয়াজ্জিত	কৃষ্ণ (১)

হরিবংশ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-লীলা

৩২৫। হে কৃষ্ণ! (ভারতীয় ক্ষত্রিয় রাজগণ কর্তৃকই) তোমার ভারতবর্ষ বাস প্রচেষ্টা প্রতিহত হইয়াছিল।—শ্রীভাঃ ১০।৫০।৪৪-৪৮

৩২৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (ভারত ভূমিতে আশ্রয় স্থানাভাবে) সাগরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটি দ্বীপ প্রার্থনা করিয়াছিলে।
—হরিঃ বিঃ ৫৮।৩৫-৩৬ বিঃ পুঃ ৫।২৩।১৩

৩২৭। হে কৃষ্ণ! তুমি মহাসাগরের নিকট হইতে ভূমিদান গ্রহণ করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৩৬

৩২৮। হে কৃষ্ণ! তুমি গচ্ছিত দ্রব্যের শ্রাস ঐ দান প্রাপ্ত দ্বীপ পুনরায় প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছিলে।—ব্রঃ বৈঃ কৃঃ ১০।৩।৭

৩২৯। হে কৃষ্ণ! (তোমার ইচ্ছায় ও প্রয়োজনেই) প্রবল বায়ুবেগে সমুদ্র জল অপসৃত করিয়াছিলে। হরিঃ বিঃ ৫৮।৩৭-৩৮

৩৩০। হে কৃষ্ণ! তুমি পশ্চিম সমুদ্র মধ্য হইতে দ্বাদশ যোজন ভূমি সমন্বিত (দ্বারকা দ্বীপ) অর্জন করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৩৬

(১) যোজনদশদ্বয়ঃ—মহাসমুদ্র গর্ভ হইতে অকস্মাৎ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দ্বীপের উন্নয়ন এবং অকস্মাৎ কোন কোন দ্বীপের নিমজ্জন বর্তমান যুগের ভৌগলিকগণও অনেক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

৩৬। ভূস্বর্গ-নির্মাণ

[দ্বারাবতী]

৩৩১।	দ্বারাবতী-নাম-করণ	কৃষ্ণ
৩৩২।	শত-রাজ-রথ্যা-রচণ	কৃষ্ণ
৩৩৩।	কল্লিতাভেদ্য-জল-ভূর্গ	কৃষ্ণ
৩৩৪।	কারিতানবদ্য-ভূস্বর্গ	কৃষ্ণ
৩৩৫।	দেবকারুশিল্প-হর্ষণ	কৃষ্ণ
৩৩৬।	নৈপুণ্যাতিশয়-দর্শন	কৃষ্ণ (১)

শ্রীভাগবত, পদ্মপুরাণ ও হরিবংশ-লীলা

৩৩১। হে কৃষ্ণ! তুমি (নূতন উদ্ভিত দ্বীপের) দ্বারাবতী নাম করণ করিয়া তাহাতে ভূর্গনির্মাণ করিয়াছিলে ।—হরি: বি: ৫।৮৬

৩৩২। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারাবতী নগরে শত সহস্র রাজপথ রচনা করিয়াছিলে । হরি: বি: ৫।৮৮

৩৩৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (দেবতাগণেরও) প্রবেশের অযোগ্য জল-ভূর্গ নির্মাণ করিয়াছিলে ।—হরি: বি: ৫৫।১০৩ ; পদ্ম: উ: ১৪৬।৩২

৩৩৪। হে কৃষ্ণ! তুমি এই পৃথিবীতেই (দ্বারাবতী রাষ্ট্রে পরম সুন্দর) ভূ-স্বর্গ নির্মাণ করিয়াছিলে । হরি বি: ৫৮।১২ ; ৪২,

৩৩৫। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারাবতী নির্মাণে দেব-শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্মা শিল্পনৈপুণ্যে আনন্দিত হইয়াছিলে ।—হরি: বি: ৫৮।৫৬
শ্রীভা: ১০।৫০।৪২

৩৩৬। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারাবতী নির্মাণে স্থাপত্য শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দর্শন করিয়াছিলে ।—শ্রীভা: ১০।৫০।৫০

(১) নৈপুণ্যাতিশয়:—শ্রীকৃষ্ণ নূতন দ্বীপে দ্বারাবতী নির্মাণে দেবশিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্মা দেব-শিল্প-নৈপুণ্য এবং ঋগ্বেদ-রাজসভা নির্মাণে দানব শিল্পাচার্য্য ময়-দানবের দানব শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শন করাইয়াছিলেন ।

৫৭। দুর্জয়ন-বর্জয়ন

[দ্বারাবতী]

৩৩৭।	যবনাসন্নভী-প্রস্থিত	কৃষ্ণ (১)
৩৩৮।	সহ-গজ-বাজী-দংশিত	কৃষ্ণ
৩৩৯।	বিমত-মথুরাবস্থান	কৃষ্ণ
৩৪০।	স্বীয়-জন-সহাপয়ান	কৃষ্ণ
৩৪১।	সর্বপুৰোভাগাবস্থিত	কৃষ্ণ
৩৪২।	সগণ-দ্বারকোপস্থিত	কৃষ্ণ

হরিবংশ-লীলা

৩৩৭। হে কৃষ্ণ! তুমি যবনাক্রমণ ভয়-আসন্ন হইলে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারাবতী পুরীতে প্রস্থান করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৬।১৬; শ্রীভা: ১০।৫০।৪৬; বি: পু: ৫।২৩।১৫

৩৩৮। হে কৃষ্ণ! তুমি হস্তি অথ প্রভৃতি সহ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বর্ষপরিহিত অবস্থায় মথুরা ত্যাগ করিয়াছিলে। হরি: বি: ৫৬।১৭

৩৩৯। হে কৃষ্ণ! তুমি চিরতরে মথুরায় কল্যাণরাস্ত্র স্থাপন পরিকল্পনা পরিত্যাগ মনস্থ করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৬।১৭

৩৪০। হে কৃষ্ণ! তুমি সমস্ত স্বজনসহ (আর্য্যভূমি) ভারত ত্যাগ করিয়া (অনার্য্যভূমি) দ্বারাবতী উপনিবেশে গিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৬।১৭

৩৪১। হে কৃষ্ণ! তুমি (যাত্রাপথে) রক্ষী যাদব সেনার সর্ব পুরোভাগে যুদ্ধ সজ্জায় গমন করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৬।২০

৩৪২। হে কৃষ্ণ! তুমি সমস্ত আত্মীয় বান্ধব নরনারীগণ ও (ধনরত্নাদি) সহ নিরাপদে দ্বারাবতী পৌছিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৬।৩৪; বি: পু: ৫।২৩।১৫; শ্রীভা: ১০।৫০।৫৭

(১) যবনাসন্নভী:—স্বদেশবাসীকে নির্ধ্যাতন জন্ত বিদেশীকে আমন্ত্রণ অধঃপতিত জাতির মজ্জাগত ব্যাধি। সর্ব যুগেই এই পাপ বর্তমান ছিল। জরাসন্ধের নিমন্ত্রণে যবনাক্রমণ হয়। হরি: বি: ৫৩।৫৫

৫৮। আদর্শ-রূপ-নীতিবিদ্

[মথুরা]

৩৪৩।	সাগ্রজ-পুন-প্রত্যাবৃত্ত	কৃষ্ণ
৩৪৪।	নিরস্ত্র-নগর-নিস্থত	কৃষ্ণ
৩৪৫।	যবন-ভস্ম-বিধায়ক	কৃষ্ণ
৩৪৬।	মুচুকুন্দ-গতি-দায়ক	কৃষ্ণ
৩৪৭।	অরাতি-নিঃশেষ-ধ্বংসন	কৃষ্ণ
৩৪৮।	তদ্বন-দ্বারকা-নয়ন	কৃষ্ণ (১)

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ-জীল।

৩৪৩। হে-কৃষ্ণ! তুমি (দ্বারাবতী হইতে) মথুরায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলে।—হবি: ৫৭।৪০; বি: পু: ৫।২৩; শ্রীভা: ১০।৫০।৫৭

৩৪৪। হে কৃষ্ণ! তুমি নিরস্ত্র অবস্থায় পদব্রজে নগর হইতে বহির্গত হইয়া কাল-যবন সম্মুখে গিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৫৭

৩৪৫। হে কৃষ্ণ! তুমি যবন রাজাকে একপর্বত গুহায় মুচুকুন্দের নেত্রায়িতে ভস্ম করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫১।১২; বি: পু: ৫।২৩।২৪;

৩৪৬। হে কৃষ্ণ! তুমি বহুশত-বর্ষ নিজাগত সূর্য্য বংশীয় মুচুকুন্দ রাজাকে সঙ্গতি প্রদান করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫১।৬১-৬৩

৩৪৭। হে কৃষ্ণ! তুমি বিশাল সেনার নায়ক যবনরাজ কালকে কৌশলে নিধন করিয়া পরে সেনা ধ্বংস করিয়াছিলে। শ্রীভা: ১০।৫২।৫

৩৪৮। হে কৃষ্ণ! তুমি যবনরাজ পরিত্যক্ত বিপুল ধনরাশি দ্বারকায় নিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৫; হরি: ৫৭।৭৩

(১) তদ্বন:—উগ্রসেন মথুরা ত্যাগের পর কাল যবন নিধন করিয়া যে বিপুল ধন পাইয়াছিলেন, (তাহা রাজার প্রাপ্য নহে জ্ঞাত) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গ্রহণ করেন। “দ্বারকায়াং ধনৌ কৃষ্ণো যবনস্ত ধনেন হ।”
—ব্র: বৈ: কৃ: ১০।৫।৪৩

শ্রীনাম-ভাগবতম্

১১৩

৫৯। অভিনব-পলায়ন

[প্রবর্ষণ পর্বত]

৩৪৯।	অষ্টাদশ-সমর-শ্রান্ত	কৃষ্ণ (১)
৩৫০।	কপট-পলাতক-ক্লান্ত	কৃষ্ণ
৩৫১।	বহুল-বিন্ত-পথি-তাজন	কৃষ্ণ
৩৫২।	বহুল-পথ-পাদ-ব্রজন	কৃষ্ণ
৩৫৩।	প্রবর্ষণারোহ-চেষ্টিত	কৃষ্ণ
৩৫৪।	সমস্তাদনল-বেষ্টিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত-লীলা

৩৪৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (যখন সেনাধ্বংসের পরই) জরাসন্ধের অষ্টাদশ আক্রমণে রণশ্রান্তি লীলা করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।২-১০

৩৫০। হে কৃষ্ণ! তুমি (জরাসন্ধ ভয়ে ভীত হইয়া) অভিনব কপট-পলায়ন-লীলা করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।১০

৩৫১। হে কৃষ্ণ! তুমি (জরাসন্ধের দ্রুত আক্রমণ বিনশ্বিত করিতে) পথিমধ্যে বহু বিন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৮

৩৫২। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রীবলরাম সহ পলায়ন কালে বহু পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৮

৩৫৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (বৃষ্টি-বহুল উত্তুল) প্রবর্ষণ পর্বতে আশ্রয় লাভার্থ আরোহণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।১০

৩৫৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (সেই প্রবর্ষণ পর্বতে অদৃশ্য হইলে) জরাসন্ধ কর্তৃক সেই পর্বত চতুর্দিকে অগ্নিবেষ্টিত হইয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।৫২।১১

(১) অষ্টাদশ সমর :—সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণের বাইশ বৎসর বয়সে কাল যবনের সেনা ধ্বংসের অব্যবহিত পরেই জরাসন্ধের শেষ আক্রমণ হয়। এই পলায়ন লীলাও একটা অসামান্য রণকৌশল প্রদর্শন মাত্র।

৬০। পরিতোৎপত্তন

[প্রবৰ্ণ পৰ্বত]

৩৫৫।	দশৈক-যোজনোৎপত্তিত	কৃষ্ণ
৩৫৬।	অধঃস্থিতারাতলকিত	কৃষ্ণ
৩৫৭।	সাগর-পরিখা-সংবৃত	কৃষ্ণ
৩৫৮।	নিত্য-বৈর-বাধা-নিষ্কৃত	কৃষ্ণ
৩৫৯।	দুর্গম-দ্বারকা-বাসন	কৃষ্ণ
৩৬০।	মাগধ-মুষাপসারণ	কৃষ্ণ (১)

ত্রীভাগবত-লীলা

৩৫৫। হে কৃষ্ণ! তুমি অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা হেতু প্রবৰ্ণ হইতে লক্ষ প্রদানে একাদশ যোজন উৎপত্তিত হইয়াছিলে।
—ত্রীভা: ১০।৫২।১২

৩৫৬। হে কৃষ্ণ! তুমি পৰ্বত হইতে নিয়ে পতনকালে অধঃস্থিত শত্রু-সেনা তোমাকে দেখিতে পায় নাই।—ত্রীভা: ১০।৫২।১২

৩৫৭। হে কৃষ্ণ! তুমি শত্রুর অলক্ষ্য সমুদ্র পারিখা বেষ্টিত দ্বারকায় আগমন করিয়াছিলে।—ত্রীভা: ১০।৫২।১৩

৩৫৮। হে কৃষ্ণ! তুমি এই কৌশল দ্বারা ভারত পরিত্যাগ করিয়া নিত্য যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে পরিভ্রাণ পাইয়াছিলে।—ত্রীভা: ১০।৫২।১৪

৩৫৯। হে কৃষ্ণ! তুমি এইরূপে (যবন বধের পরে) স্থায়ীভাবে দুর্গম দ্বারাবতী উপনিবেশে বাস করিয়াছিলে।—ত্রীভা: ১০।৫২।১৩

৩৬০। হে কৃষ্ণ! (এই লীলায় তুমি অগ্নিদগ্ধ হইয়াছ) এই মিথ্যা ধারণা সহ জরাসন্ধকে স্বদেশে পাঠাইয়াছিলে।—ত্রীভা: ১০।৫২।১৪

(১) মুষাপসারণ :—ত্রীকৃষ্ণ প্রবৰ্ণে অগ্নিদগ্ধ হইয়াছেন এই মিথ্যা বুদ্ধি বহু ভারতীয় রাজসুগণের হইয়াছিল। কিছু পরে কুন্তীদেবীর বিবাহ কালে প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয়। (বর্তমান যুগেও জার্মানীর হিটলার ও বঙ্গ-জননী অমর পুত্র স্বভাষচন্দ্রের অগ্নিদাহ সঙ্কে মতদৈব আছে।)

৬১। নাম-কীর্তন-সম্ভূত

[যথুরা]

৩৬১।	নমো নাম-কীর্তন-সম্ভূত	কৃষ্ণ
৩৬২।	নমো নাম-কীর্তন-সংস্কৃত	কৃষ্ণ
৩৬৩।	নমো নাম-কীর্তন-সংস্মৃত	কৃষ্ণ
৩৬৪।	নমো নাম-কীর্তন-সঙ্কৃত	কৃষ্ণ
৩৬৫।	নমো নাম-কীর্তন-সঙ্গীত	কৃষ্ণ
৩৬৬।	নমো নাম-কীর্তন-সম্প্রীত	কৃষ্ণ

৩৬১। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তন সময়ে আবির্ভূত হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৬২। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তন দ্বারা সম্যকরূপে স্তবে পূজিত হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৬৩। হে কৃষ্ণ! নাম কীর্তনে তুমি সম্যক্ শ্রবণ মনন হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৬৪। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে ভক্তের নিকটে ধরা দিয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৬৫। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে সম্যক গীত হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৬৬। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে সম্যক প্রীতি লাভ করিয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৬২। নাম-কীর্তন-বন্দিত

[মথুরা]

৩৬৭।	নমো নাম-কীর্তন-বন্দিত	কৃষ্ণ
৩৬৮।	নমো নাম-কীর্তন-নন্দিত	কৃষ্ণ
৩৬৯।	নমো নাম-কীর্তন-রমিত	কৃষ্ণ
৩৭০।	নমো নাম-কীর্তন-নমিত	কৃষ্ণ
৩৭১।	নমো নাম-কীর্তন-হসিত	কৃষ্ণ
৩৭২।	নমো নাম-কীর্তন-রসিত	কৃষ্ণ

৩৬৭। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে সম্যাকরূপে বন্দিত হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৬৮। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে সম্যক আনন্দিত হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৬৯। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে সানন্দ-ক্রীড়াশীল হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৭০। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে স্তম্ভভাবে প্রণমিত হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৭১। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে সহাস্তবদন হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৭২। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে রস-স্বরূপে আনন্দিত হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৬৩। নাম-কীর্তনাত্ত

[মধুরা]

৩৭৩।	নমো নাম-কীর্তনাত্ত	কৃষ্ণ
৩৭৪।	নমো নাম-কীর্তনাধূত	কৃষ্ণ
৩৭৫।	নমো নাম-কীর্তনাত্ত	কৃষ্ণ
৩৭৬।	নমো নাম-কীর্তনাভূত	কৃষ্ণ
৩৭৭।	নমো নাম-কীর্তনাকৃত	কৃষ্ণ
৩৭৮।	নমো নাম-কীর্তনারূত	কৃষ্ণ

৩৭৩। হে কৃষ্ণ! নাম কীর্তনে সম্যকরূপে তোমার আবাহন হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৭৪। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে (প্রসন্নতায়) আন্দোলিত হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৭৫। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে (পঞ্চ মহাযজ্ঞে) আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৭৬। হে কৃষ্ণ! নাম কীর্তন দ্বারা (যুগে যুগে বহু ভক্ত) তোমাকে ধরিয়া থাকেন। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৭৭। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে তোমাকে লাভের আকৃতি প্রবণ করিয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৭৮। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে (দশদিকে) ধ্বনিত ও প্রচারিত হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৬৪। নাম-কীর্তনোল্লাস

[মথুরা]

৩৭৯।	নমো নাম-কীর্তনোল্লাস	কৃষ্ণ
৩৮০।	নমো নাম-কীর্তন-বিলাস	কৃষ্ণ
৩৮১।	নমো নাম-কীর্তন-বিভাস	কৃষ্ণ
৩৮২।	নমো নাম-কীর্তন-বিকাশ	কৃষ্ণ
৩৮৩।	নমো নাম-কীর্তন-সুহাস	কৃষ্ণ
৩৮৪।	নমো নাম-কীর্তন-সুভাষ	কৃষ্ণ

৩৭৯। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে উল্লসিত হইয়া থাক।
তোমাকে প্রণাম করি।

৩৮০। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে বিলাস করিয়া থাক।
তোমাকে প্রণাম করি।

৩৮১। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া
থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৮২। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে প্রেম-মধুররূপে প্রকাশিত
হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৮৩। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে হাস্যমধুর হইয়া থাক।
তোমাকে প্রণাম করি।

৩৮৪। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীর্তনে সম্যকরূপে ভাষিত হইয়া
থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৬৫। নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনার্চিত

[মথুরা]

৩৮৫।	নমো নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনার্চিত	কৃষ্ণ
৩৮৬।	নমো নাম-কীৰ্ত্তন-চৰ্চিত	কৃষ্ণ
৩৮৭।	নমো নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনার্জিত	কৃষ্ণ
৩৮৮।	নমো নাম-কীৰ্ত্তন-গৰ্জিত	কৃষ্ণ
৩৮৯।	নমো নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনার্হিত	কৃষ্ণ
৩৯০।	নমো নাম-কীৰ্ত্তন-তৰ্পিত	কৃষ্ণ

৩৮৫। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম সংকীৰ্ত্তনে অৰ্চিত হইয়া থাক।
তোমাকে প্রণাম করি

৩৮৬। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীৰ্ত্তনে আলোচিত হইয়া থাক।
তোমাকে প্রণাম করি।

৩৮৭। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম সঙ্কীৰ্ত্তনে (পরম-ধন-রূপে) অর্জিত
হইয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৮৮। হে কৃষ্ণ! নাম কীৰ্ত্তনে তোমারই মহিমা উচ্চকণ্ঠে
ঘোষিত হইয়া থাকে। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৮৯। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম সঙ্কীৰ্ত্তনে পুজিত হইয়া থাক।
তোমাকে প্রণাম করি।

৩৯০। হে কৃষ্ণ! তুমি নাম কীৰ্ত্তন শ্রবণে পরম তৃপ্তিলাভ
করিয়া থাক। তোমাকে প্রণাম করি।

৬৬। স্বয়ং-ভগবান

[মথুরা]

৩৯১।	নমস্তে স্বয়ং ভগবন্	কৃষ্ণ (১)
৩৯২।	নমস্তে স্বস্থ-স্বয়মন্	কৃষ্ণ
৩৯৩।	নমস্তে বহুবমানিত	কৃষ্ণ
৩৯৪।	নমস্তে জগদ্ধিতাষিত	কৃষ্ণ
৩৯৫।	জয়তু ভারতী-সংস্কৃতিঃ	কৃষ্ণ
৩৯৬।	জীবতু পূর্ণেন্দু-প্রণতিঃ	কৃষ্ণ

ইতি শ্রীনামভাগবতে শ্রীদ্বোষঠাকুরকৃতে
শ্রীমথুরা-লীলা-নাম-দ্বৈতীয়াঙ্কলিঃ

৩৯১। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বয়ং ভগবান (অষ্টাবিংশ দ্বাপরাস্তে নররূপে ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলে) তোমাকে প্রণাম করি।
স্বঃ পুঃ বিঃ ৩।১০

৩৯২। হে কৃষ্ণ! তুমি চির-নিরুদ্ভিগ্ন, (নির্বিকল্প) চির-হাস্য-ময়।
তোমাকে প্রণাম করি।

৩৯৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (তোমারি স্বজন কর্তৃক) বহু অপমানিত
হইয়াছ। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৯৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (নিত্যই) জগতের মঙ্গল চিন্তা ও
কল্যাণকর্ম করিয়াছ। তোমাকে প্রণাম করি।

৩৯৫। হে কৃষ্ণ! (তোমার সনাতন সত্য বাণী ও অনবদ্য আচরণ
অমূল্যরূপ) ভারতীয় সংস্কৃতি (সর্ব বিধে) জয়যুক্ত হউক।

৩৯৬। হে কৃষ্ণ! (দাসাহুদাস) পূর্ণেন্দুর এই (বাক্যময়ী পূজা) ও
প্রণাম (লোক লোকান্তরে) জীবন্ত হউক।

(১) স্বয়ং ভগবান—“অষ্টাবিংশে দ্বাপরাস্তে স্বয়মেব যদা হরি”
স্বঃ পুঃ বিঃ ৩।১০

শ্রীনাথ-ভাগবতম্ [শ্রীদ্বারাবতী-লীলা]

[ত্রয়োবিংশতি বর্ষ হইতে অষ্টাশীতি বর্ষ পর্য্যন্ত]

নারায়ণ নমস্তুত নরকৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ

১। কল্যাণ-রাষ্ট্র-পরিকল্পনা

[দ্বারাবতী]

১।	কল্যাণ-রাষ্ট্র-সুকল্পিত	কৃষ্ণ
২।	সুখদ-যৎসর্ব-জল্পিত	কৃষ্ণ
৩।	স্বল্প-তুষ্টি-বিপ্রযৎ-তৎপ্রিয়	কৃষ্ণ
৪।	যদবিহত-ধর্মতৎ-প্রিয়	কৃষ্ণ
৫।	যদনশন-হীনানুমত	কৃষ্ণ (১)
৬।	যদৃদ্ধ-জন-রাষ্ট্র-ভগ্নত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ বিষ্ণু পর্ব-লীলা

১। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারাবতীতে কল্যাণরাষ্ট্রের স্রষ্টা। শ্রীভাঃ
১০।৫২।৩০-৩৪

২। হে কৃষ্ণ! তোমার রাষ্ট্র সর্ব প্রজার সুখাবহ। শ্রীভাঃ
১০।৫২।৩৪।

৩। হে কৃষ্ণ! কল্যাণ-রাষ্ট্রের শিক্ষিত নির্লোভ। শ্রীভাঃ
১০।৫২।৩৩

৪। হে কৃষ্ণ! কল্যাণ রাষ্ট্রে স্বধর্মাচরণ নির্বাধ। শ্রীভাঃ ১০।৫২।৩০

৫। হে কৃষ্ণ! যে রাষ্ট্রে কোন অনশনক্লিষ্ট যাচক বা মলিন ও
ব্যাধিগ্রস্ত প্রজা নাই তাহাই তোমার অভিমত রাষ্ট্র।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৬৩

৬। হে কৃষ্ণ! যে রাষ্ট্রের প্রজাগণ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্যে, ও
চরিত্রে সমৃদ্ধ তাহাই তোমার অমুমোদিত রাষ্ট্র।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৬৫

(১) অনশন :—“নেচ্ছাম্যনশিতং দ্রষ্টুং কৃষ্ণং মলিনমেবচ
দেহীতি চৈব যাচন্তং নগর্যাং নির্জনম্ নরম্”—হরিঃ বিঃ ৫৮।৬৩

২। কল্যাণ-রাষ্ট্র-গঠন

[দ্বারাবতী]

৭।	উগ্রসেনাসন-স্থাপন	কৃষ্ণ (১)
৮।	কৃত-কাণ্ড-ব্যবস্থাপন	কৃষ্ণ
৯।	অনাধুষ্টি-সেনানী-করণ	কৃষ্ণ
১০।	বিক্রম-বরমস্ত্রি-বরণ	কৃষ্ণ
১১।	দশ-স্ববির-সংস্থাপক	কৃষ্ণ
১২।	আভ্যন্তরিক-নির্ব্বাচক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত, দেবীভাগবত ও হরিবংশ-লীলা

৭। হে কৃষ্ণ! তুমি উগ্রসেনকে দ্বারাবতী রাজ্যের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলে। (স্বয়ং রাজ্যের দাসের আয় ছিলে) দেবী ভাঃ ৪।১৭।৪৩ বঃ বৈঃ কৃঃ ১০।৪।৮৭ শ্রীভাঃ ১০।৫৬।৫৮ হরিঃ বিঃ ৫৮।৮০

৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (তোমার অবন্তীপুরের অধ্যাপক) সান্দীপনিকে উপনিবেশ রাষ্ট্রের প্রধান ব্যবস্থাপক করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৮০

৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (এক যাদব শাখার) অনাধুষ্টিকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৮০

১০। হে কৃষ্ণ! তুমি (অপর যাদব শাখার) বিক্রমকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলে। হরিঃ বিঃ ৫৮।৮০

১১। হে কৃষ্ণ! তুমি (যদুবংশের ৮টি শাখা হইতে) দশজন প্রবীণ ব্যক্তি দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিয়াছিলে। হরিঃ বিঃ ৫৮।৮০

১২। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজ্য বিষয়ক গুপ্তমন্ত্রণার ভার নির্ব্বাচিত আভ্যন্তরিক মন্ত্রি-মণ্ডলের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলে। হরিঃ বিঃ ৪৮।৮০

(১) উগ্রসেন (ক) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দ্বারাবতী রাষ্ট্র স্থাপন করিলেও রাজা বা প্রধান সেনাপতি বা প্রধান মন্ত্রী বা ব্যবস্থাপক বা মন্ত্রিসভার সদস্য বা কোন মর্যাদার পদ গ্রহণ করেন নাই।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৮০

(খ) “উগ্রসেনস্ত সেবা বৈ দাসবৎ সততং কৃত্য” দেবী ভাঃ ৪।১৭।৪৩

৩। কল্যাণ-সমাজ-প্রতিষ্ঠা

[দ্বারাবতী]

১৩।	শ্রেণী-মর্যাদা-নিয়ামক	কৃষ্ণ
১৪।	প্রকৃতি-প্রীতি-বিধায়ক	কৃষ্ণ
১৫।	দুরীকৃত-দৈন্ত-ছুরিত	কৃষ্ণ
১৬।	অভিপ্রেত-জনাপুরিত	কৃষ্ণ
১৭।	চাতুর্ব্যগ্য-জনালঙ্কৃত	কৃষ্ণ (১)
১৮।	স্বাস্থ্য-সুখসম্পৎ-বন্ধুত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব-লীলা

১৩। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারাবতীর বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজা প্রধান গণের শ্রেণী-মর্যাদা স্থাপন করিয়াছিলে। হরি: বি: ৫৮।৭২

১৪। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বশ্রেণীর প্রজাগণের সর্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভের ব্যবস্থা করিয়াছিলে।—হরি বি: ৫০।৭২

১৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (দ্বারাবতী হইতে সর্বপ্রকার দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক) দৈন্ত ও পাপাচার দূরীভূত করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৫৮।৬৫

১৬। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বজন অভিপ্রেত নাগরিক দ্বারা নগর পূর্ণ করিয়াছিলে। (সমাজদ্রোহীদের স্থান তথায় ছিলনা) হরি: বি: ৫৮।৫৫

১৭। হে কৃষ্ণ! তুমি সেই অনার্য দেশের উপনিবেশেও ভারতীয়-আর্য আচার বিশিষ্ট চাতুর্ব্যগ্য-সমাজ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলে।

—শ্রীভা: ১০।৫০।৫৩

১৮। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারাবতী রাষ্ট্র স্বাস্থ্যসুখ ও সম্পদের আনন্দ বন্ধারে পূর্ণ করিয়াছিলে শ্রীভা: ১০।৫০।৫৪ হরি: ৫৮।৮৩

(১) চাতুর্ব্যগ্য:—দ্বারাবতী (আর্যভূমি ভারতের বাহিরে অনার্যদেশ ছিল)। “দেশান্তরেহনার্যে গতবান্ স কথংহরি:” দেবী ভা: ৪।১৭।২২

৪। অতি-সঞ্চয়ী-শাসন

[দ্বারাবতী]

১৯।	সৰ্ব্ব-জন-সমৃদ্ধি-লিপ্স	কৃষ্ণ
২০।	ধন-সমতা-বিধানেন্স	কৃষ্ণ
২১।	নিধি-পতি-শঙ্খাহ্বায়ন	কৃষ্ণ
২২।	স্ব-গৃহ-গুহকানয়ন	কৃষ্ণ
২৩।	নৈশানুশাসন-দায়ক	কৃষ্ণ (১)
২৪।	গণ-সমৃদ্ধি-বিধায়ক	কৃষ্ণ

হরিবংশ বিম্বপৰ্ব-জীলা

১৯। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারাবতী রাষ্ট্রের সৰ্ব্ব শ্রেণীর প্রজার সমৃদ্ধিকামী ছিলে। হরিঃ বিঃ ৫৮।৫৭

২০। হে কৃষ্ণ! তুমি রাষ্ট্রের সৰ্ব্ব প্রজার ধন-সমতা সাধনের অভিলাষী ছিলে। হরিঃ বিঃ ৫৮।৫৭

২১। হে কৃষ্ণ! তুমি (বহু ধন-সঞ্চয়কারী স্বার্থপর কুপণ) শঙ্খ নামক যক্ষকে আহ্বান করিয়াছিলে। হরিঃ বিঃ ৫৮।৫৮

২২। হে কৃষ্ণ! তুমি (সেই দেশাশ্রবুদ্ধিবিহীন) ধনপতি গুহককে (গোপনে) স্বগৃহে আনিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৫৮

২৩। হে কৃষ্ণ! তুমি সেই (নিজোদর-পূর্ণকারী যক্ষকে তাহার গুপ্তধন বটন দ্বারা দ্বারাবতীর সৰ্ব্বপ্রজাকে ধনবান করিতে) রাজিকালে আদেশ দিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৬২-৬৩

২৪। যে কৃষ্ণ! তুমি (অনুশাসন দিয়াই কর্তব্য শেষ কর নাই) সেই যক্ষধন বটন দ্বারা সমস্ত দ্বারকাবাসীর দৈন্ত্য দূর করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৬৫

(১) অনুশাসনঃ—জনাঃ কুশধনা য়েহস্মিংস্তান্ ধনেনাভিপূরয়”

হরিঃ বিঃ ৫৮।৬২

৫। সৰ্বজন-দৈন্য নিরসন

[দ্বারাবতী]

২৫।	যক্ষ-ধনাধন-বন্টক	কৃষ্ণ
২৬।	অনশন-কণ্টক-কণ্টক	কৃষ্ণ
২৭।	নির্ধন-ধনাঢ্য-কারণ	কৃষ্ণ
২৮।	কুশানশিতাৰ্দ্ধি-বারণ	কৃষ্ণ
২৯।	কৃত-যাচক-জনাভাব	কৃষ্ণ
৩০।	দুরীকৃত-দীন-স্বভাব	কৃষ্ণ (১)

হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব-লীলা

২৫। হে কৃষ্ণ! তুমি যক্ষের (লুকায়িত) ধনরাশি (দ্বারাবতীর) নির্ধন ব্যক্তিবর্গকে (তাহা দ্বারাই) বন্টন করিয়া দেওয়াইয়াছিলে।
—হরিঃ বিঃ ৫৮।৬৪

২৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (দ্বারাবতী রাষ্ট্র হইতে) অনাহার রূপ কণ্টক চিরতরে উৎপাটন করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৬৩

২৭। হে কৃষ্ণ! তুমি রাষ্ট্রের সমস্ত নির্ধন ব্যক্তিকে ধনাঢ্য করিয়াছিলে। হরিঃ বিঃ ৫৮।৬৫

২৮। হে কৃষ্ণ! তুমি অনশন-কুশ জনতার সর্ব ক্রেশ দূর করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৬৩-৬৫

২৯। হে কৃষ্ণ! তোমার ব্যবস্থাপনায় দ্বারাবতীতে কোন ভিখারী ছিল না।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৬৩

৩০। হে কৃষ্ণ! তুমি (দ্বারাবতী রাষ্ট্র হইতে) সর্বপ্রকার আর্থিক দৈন্য ও সামাজিক দুর্নীতি দূর করতঃ সকলকে সুখী করিয়াছিলে।
—হরিঃ বিঃ ৫৮।৬৫-৬৬

(১) দীন স্বভাবঃ—

“নাখনো বিঘ্নতে তত্র ক্ষীণভাগ্যোহপি বা নরঃ

কুশো বা মলিনো বাপি দ্বারবত্যাং কথঞ্চন”।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৬৫

৬। বাণিজ্যোন্নয়ন

[দ্বারাবতী]

৩১।	কৃত-সার্থবাহ-শোভন	কৃষ্ণ
৩২।	কৃত-নানা-পণ্য-লোভন	কৃষ্ণ
৩৩।	কৃত-কান্ত-মানবাগার	কৃষ্ণ (১)
৩৪।	কৃত-প্রপা-বাপী-প্রাকার	কৃষ্ণ
৩৫।	কৃত-সর্ব-রত্ন-সমৃদ্ধি	কৃষ্ণ
৩৬।	কৃত-কান্তোপবন-বৃদ্ধি	কৃষ্ণ

৩১। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারাবতী রাজ্য (নানা দেশীয়) বণিক দ্বারা শোভিত করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৪৬

৩২। হে কৃষ্ণ! তুমি বিভিন্ন পণ্যসম্ভার দ্বারা দ্বারাবতী উপনিবেশ (রাজ্য বাস) লোভনীয় করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৪৬

৩৩। হে কৃষ্ণ! তুমি উপনিবেশ রাষ্ট্র হৃন্দর নরনারীর বাসভূমিতে পরিণত করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৪৬

৩৪। হে কৃষ্ণ! তুমি বহু জলসত্র, জলাশয়, পুষ্করিণী ও প্রাকারাদি দ্বারা দ্বারাবতী পূর্ণ করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৪৭, ৯৮।৬৭

৩৫। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বপ্রকার মণিরত্ন দ্বারা দ্বারাবতী পুরী সমৃদ্ধি পূর্ণ করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৪৯ ; ৫৬ ; শ্রীভাঃ ৩০ ৫৯।৩৬

৩৬। হে কৃষ্ণ! তুমি বহু হৃন্দর উপবন নির্মাণ দ্বারা দ্বারাবতীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ৫৮।৫২

(১) কান্তমানবাগারঃ :—কান্তনারীনরগণা বণিগ্ভিক্রপশোভিতা”

—হরিঃ বিঃ ৫৮।৪৬

৭। পশু-শালা-শোভন

[দ্বারাবতী]

৩৭।	চতুর্দন্তৈরৈরাবতালঙ্কৃত	কৃষ্ণ (১)
৩৮।	পাণ্ডুর-দ্বিরদ-পরিবৃত	কৃষ্ণ
৩৯।	নানা-দেশজাশ্ব-গব্যায়িত	কৃষ্ণ
৪০।	শ্রামৈক-কর্ণাশ্ব-সমায়িত	কৃষ্ণ (২)
৪১।	মনোজব-খেতাশ্ব-সংবৃত	কৃষ্ণ
৪২।	প্রিয়-দর্শন-পক্ষি-বাক্ত	কৃষ্ণ (৩)

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব-লীলা

৩৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (দ্বারাবতীর পশুশালায়) চারিদন্ত বিশিষ্ট ঐরাবত হস্তিতে অলঙ্কৃত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৩৭

৩৮। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারাবতীতে (খেতবর্ণ হস্তি দ্বারা) পরিবৃত ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৩৭

৩৯। হে কৃষ্ণ! তুমি নানা দেশীয় অশ্ব ও গোসমূহ দ্বারা শোভিত ছিলে।—হরি: বি: ৬৪।১৩।১৪, ২৮।৭৪

৪০। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামবর্ণ এককর্ণ অশ্ব দ্বারা মণ্ডিত ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৫৫

৪১। হে কৃষ্ণ! তুমি মনের আয় শীঘ্রগামী খেতবর্ণ অশ্বসমূহ দ্বারা পরিবৃত ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫০।৫৫

৪২। হে কৃষ্ণ! তুমি বিবিধ প্রকার প্রিয় দর্শন পক্ষি সমূহ দ্বারা ভবনসমূহে বাক্ত হইতে।—হরি: বি: ৬৪।১৫ ; ২৮।৭৩

(১) চতুর্দন্ত:—ঐরাবতকূলেভাংশ চতুর্দন্তাংস্তরশ্বিনঃ—শ্রীভা: ১০।৫২।৩৭

(২) শ্রামৈককর্ণা:—শ্রামৈককর্ণান্ বক্ণো হয়ান্ শুক্লান্ মনোজবান্”

—শ্রীভা: ১০।৫০।৫৫

(৩) কামব্যাহারিণশ্চৈব পক্ষিণঃ প্রিয়দর্শনা:। হরি: বি: ৬৪।১৫

৮। ফল-পুষ্পোদ্ভান-পালন

[দ্বারাবতী]

৪৩।	বর্দ্ধিত-বর্ণাঢ্যানোকহ	কৃষ্ণ
৪৪।	রোপিত-সর্ববর্ষ-ভূরুহ	কৃষ্ণ
৪৫।	হিমাদ্রি-পাদপ-রক্ষণ	কৃষ্ণ (১)
৪৬।	মেরুরুহ-তরু-রোপন	কৃষ্ণ (২)
৪৭।	দিব্য-পারিজাত-সংহ্রাত	কৃষ্ণ
৪৮।	সর্ব-ফল-প্রসূনাবৃত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব-শীলা

৪৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (দ্বারাবতীর) উদ্যান সমূহে নানাবর্ণের পুষ্পপত্র বিশিষ্ট বৃক্ষলতাদি বর্দ্ধিত করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ২৮।৭০

৪৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (শীতগ্রীষ্মাদি) সর্ব ঋতুতে উৎপন্ন নানাবিধ ফল পুষ্প বৃক্ষ রোপন করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ২৮।৭০

৪৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপে) উত্তুঙ্গ হিমালয় পর্বত সমুদ্র বিবিধ ফল পুষ্পবৃক্ষ রক্ষা করিয়াছিলে। হরিঃ বিঃ ২৮।৬২

৪৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (সমুদ্র দ্বীপ মধ্যে) তুংগাচ্ছন্ন মেরু প্রদেশ জাত বৃক্ষসমূহ রক্ষা করিয়াছিলে।—হরিঃ বিঃ ২৮।৬২

৪৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (পৃথিবীর মাটিতে) স্বর্গের নন্দনকানন জাত পারিজাত বৃক্ষে ফুল ফুটাইয়াছিলে। শ্রীভাঃ ১০।৫০।৫১
হরিঃ বিঃ ২৮।৬৪

৪৮। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারাবতী দ্বীপকে সর্বদেশের সর্ব ফল, পুষ্প বৃক্ষলতায় পরিবৃত করিয়াছিলে। হরিঃ বিঃ ২৮।৭২

(১) হিমাদ্রিপাদপঃ :—যে চ হৈমবতো বৃক্ষা যে চ মেরুরুহাস্থা'
হরিঃ বিঃ ২৮।৬২

(২) পারিজাতশ্চ তত্রৈব কেশবেনাকৃতঃ স্বয়ম্। হরিঃ বিঃ ২৮।৬৪

৯। গার্হস্থ্য-আশ্রম-প্রবেশ

[দ্বারাবতী]

৪৯।	গার্হস্থ্য-আশ্রম-প্রবেশন	কৃষ্ণ
৫০।	বৈদৰ্ভী-বার্তা-নিবেদন	কৃষ্ণ
৫১।	চেদিপ-প্রয়াস-শ্রাবিত	কৃষ্ণ
৫২।	সৰ্ব্বারি-দমন-ধাবিত	কৃষ্ণ
৫৩।	রুশ্লিগী-প্রণয়ানন্দিত	কৃষ্ণ
৫৪।	কুরু-কেকয়াভিবন্দিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ ও গর্গসংহিতা দ্বারকা খণ্ড-নীলা

৪৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (অরাজা থাকিয়াই) গৃহস্থ্যশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলে। হরি: বি: ৩৫।১২ ; ৫০।১-২

৫০। হে কৃষ্ণ! তুমি বিদৰ্ভ রাজকন্যা রুশ্লিগীর প্রতি তদ্ব্রাতা রুশ্লীর অত্যাচার বার্তা নিবেদিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৩৬-৪৩

৫১। হে কৃষ্ণ! তুমি চেদিরাজপুত্র শিশুপাল কর্তৃক অকামা রুশ্লিগীকে বিবাহ প্রয়াসের কথা শুনিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।২৫, ৪০

৫২। হে কৃষ্ণ! তুমি অমুরজ্ঞা ও আশ্রয়ার্থিনী রুশ্লিগীর সর্বশত্রু দমনের জন্য ক্রত বিদৰ্ভে গিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৩।৬ ; গর্গ: দ্বা: ৪।২১

৫৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (অরাজকদি রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া) রুশ্লিগীকে দ্বারাবতী আনিয়া অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৪।৫৩ ; গর্গ: দ্বা: ৭।৪৩

৫৪। হে কৃষ্ণ! তুমি বিবাহোৎসবে আগত কুরু কেকয় বিদৰ্ভ প্রভৃতি রাজন্তবর্গ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৪।৫৮

(১) বৈদৰ্ভী : পূর্বাভূতি স্বয়ম্বরকালে নিমন্ত্রিত রাজন্যগণ কর্তৃক অরাজা কৃষ্ণের অপমানে রুশ্লিগী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি কদাচ কোন রাজার পত্নী হইবেন না।

“ন চাত্তেযাং নরেন্দ্রাণাং পত্নী ভবিতুম্‌সহে

কৃষ্ণাং কমলপদ্মাং সত্যমেতদ্বচো মম” হরি: বি: ৫২।৫১

১০। রুক্মিণী-মান-বর্দ্ধন

[নর্ষদা-তীর]

৫৫।	শ্যালক-কখন-শ্রাবিত	কৃষ্ণ
৫৬।	ভগিষ্ঠানয়ন-জ্ঞাপিত	কৃষ্ণ (১)
৫৭।	রুক্মিণী-মান-বিবর্দ্ধন	কৃষ্ণ
৫৮।	রুক্মভিমান-সংমর্দন	কৃষ্ণ
৫৯।	বিরূপ-স্বজন-রক্ষণ	কৃষ্ণ
৬০।	কারিত-বন্ধন-মোচন	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও গর্গসংহিতা দ্বারকা খণ্ড-লীলা

৫৫। হে কৃষ্ণ! তুমি রুক্মিণীর (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) রুক্মীর তোমাকে নিধনের প্রতিজ্ঞাযুক্ত আত্মশ্লাঘা শুনিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৪।২০

৫৬। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজপুত্র কর্তৃক তোমার নিধনান্তর রুক্মিণীকে বিদর্ভে প্রত্যানয়নের প্রতিজ্ঞার কথাও শুনিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৪।২০

৫৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (নর্ষদাতীরে বন্দী রুক্মীর জীবন রুক্মিণীর অনুরোধে রক্ষা করিয়া তাহার মান বর্দ্ধন করিয়াছিলে।

—শ্রীভা: ১০।৫৪।৩৩

৫৮। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্যালক রুক্মীর (বীৰ্য-শ্লাঘা ও আভি-জাত্যাভিমান সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৪।৩৫

৫৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (তোমাকে নিধন করিতে প্রাণপণ যত্নশীল) আত্মীয়ের মস্তক-মুণ্ডন দণ্ড বিধান করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৪।৩৫ ; পদ্ম: পু: ১৪৭।৪১ ; গর্গ: দ্বা: ৭।৩০

৬০। হে কৃষ্ণ! তোমা কর্তৃক বন্দীকৃত রুক্মীর বন্ধন তুমি রুক্মিণীর সমক্ষে বলরাম কর্তৃক মুক্ত করাইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৪।৩৬

(১) নিধন: অহস্তা সময়ে কৃষ্ণমপ্রতুহ যবীয়সীম্
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি ব: ।

—শ্রীভা: ১০।৫৪।২০

১১। মণিহরণ-অপবাদ

[ঋক্ষ-বান্ পর্বত)

৬১।	সর্ব-গুণ-গণ-ভূষিত	কৃষ্ণ
৬২।	মণি-হরণাঘ-দূষিত	কৃষ্ণ
৬৩।	ঋক্ষ-রাজ-বিল-প্রবিষ্ট	কৃষ্ণ (১)
৬৪।	বহু-দিবসাহব-ক্লিষ্ট	কৃষ্ণ
৬৫।	জাম্ববত-তনয়াবাপ্ত	কৃষ্ণ
৬৬।	স্যামন্তক-যৌতুক-প্রাপ্ত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ হরিবংশ-পর্ব-লীলা

৬১। হে কৃষ্ণ! তুমি (দ্বারাবতীর সর্বজন সমুদ্রকামী) ও সর্বমাত্র সর্ব-গুণ-গণ ভূষিত নাগরিক ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৬।৬-৮

৬২। হে কৃষ্ণ! তুমি ধনী সত্রাজিত কর্তৃক শ্রমন্তকমণি হরণাপবাদে মিথ্যা কলঙ্কিত হইয়াছিলে।—হরি: বি: ৩৮।২২; শ্রীভা: ১০।৫৬।১৬

৬৩। হে কৃষ্ণ! তুমি মণি অন্বেষণে (ঋক্ষবান পর্বতস্থিত) ঋক্ষরাজ বিবরে প্রবেশ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৬।১২; হরি: হরি: ৩৮।৩৪

৬৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (অপহৃত মণি উদ্ধারের জন্ত) মহাবলবান জাম্ববানের সঙ্গে (অষ্টাবিংশতি অহোরাত্র) দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যাপ্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৬।২৪; হরি: হরি: ৩৮।৩২; গর্গ: দ্বা: ৮।২

৬৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত) জাম্ববান কর্তৃক (জাম্ববতী) কন্যা প্রদত্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৬।৩২; হরি: হরি: ৩৮।৪১

৬৬। হে কৃষ্ণ! তুমি জাম্ববান কর্তৃক কন্যা বিবাহের যৌতুক স্বরূপ শ্রমন্তক মণি প্রদত্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৬।৩২; হরি: হরি: ৩৮।৪১; গর্গ: দ্বা: ৮।১০

(১) ঋক্ষরাজবিল:—নন্দদাতীরবর্তী ঋক্ষবান পর্বতে জাম্ববানের গুহা। “ঋক্ষবন্তং গিরিবরং বিদ্যাঞ্চ গিরিমুত্তমম্” হরি: হরি: ৩৮।৩২

১২। সগোত্রা-পরিণম

[দ্বারাবতী]

৬৭।	সদসি-রহস্য-ভাষণ	কৃষ্ণ
৬৮।	কলঙ্ক-কলুষ-নাশন	কৃষ্ণ
৬৯।	মহা-মূল্য-মণি-কামদ	কৃষ্ণ
৭০।	সুনাম-দূষক-মানদ	কৃষ্ণ
৭১।	সত্যভামা-কণ্ঠাজীকৃত	কৃষ্ণ
৭২।	যৌতুক-রত্নক-ধিকৃকৃত	কৃষ্ণ (১)

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ ও গর্গসংহিতা দ্বারকা খণ্ড-লীলা

৬৭। হে কৃষ্ণ! তুমি জাহবান হইতে (শ্রমন্তক প্রাপ্তি বিষয়ক) সমস্ত রহস্য যদুরাজ সভায় বলিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৬।৩৮; হরি: বি: ৩৮।৪৩

৬৮। হে কৃষ্ণ! তুমি নিজ বাহুবলে শ্রমন্তক উদ্ধার করিয়া নিজ কলঙ্ক মোচন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৬।৩৮; হরি: হরি: ৩৮।৪৪

৬৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (জাহবান হইতে যৌতুক স্বরূপপ্রাপ্ত) মহামূল্যমণি সত্রাজিতকে প্রদান করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৬।৩৮; হরি: হরি: ৩৮।৪৩; গর্গ: দ্বা: ৮।১১

৭০। হে কৃষ্ণ! তুমি মহামূল্য মণি দান করিয়া মিথ্যাপবাদ দাতাকেই সম্মানিত করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৬।৪০

৭১। হে কৃষ্ণ! তুমি সত্রাজিতের প্রদত্ত তাঁহার কণ্ঠা (সগোত্রা ও বাগ্দত্তা) সত্যভামাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলে।—

শ্রীভা: ১০।৫৬।৪৪; হরি: হরি: ৩৮।৪৭; গর্গ: দ্বা: ৮।১২

৭২। হে কৃষ্ণ! তুমি (রাজা সত্রাজিত কর্তৃক যৌতুকরূপে প্রদত্ত শ্রমন্তক) গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৬।৫৫

(১) শ্রমন্তক:—“ভগবানাহ ন মণিঃ প্রতীচ্ছামো বয়ং নৃপ”।
শ্রীভা: ১০।৫৬।৪৫

১৩। কুন্তী-কুল্য-করণ

[হস্তিনাপুর]

৭৩।	জতু-গৃহ-মোক্-বিদিত	কৃষ্ণ
৭৪।	কুল্য-করণ-সুবিহিত	কৃষ্ণ (১)
৭৫।	সাগ্রজ-হস্তিনা-গমন	কৃষ্ণ
৭৬।	বিহুর-দ্রোণ-সম্মেলন	কৃষ্ণ
৭৭।	কপট-শোক-প্রকাশক	কৃষ্ণ
৭৮।	পাণ্ডবাবেষণ-বারক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-নীলা

৭৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (পাণ্ডবগণসহ কুন্তীর) জতুগৃহের অগ্নি হইতে গোপনে পলায়ন সংবাদ পূর্বেই অবগত ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।১

৭৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (সত্যভামা পরিণয়ের পক্ষরই) (কুলোচিত শোক প্রকাশ) করিতে হস্তিনায় গিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।২

৭৫। হে কৃষ্ণ! তুমি অগ্রজ বলরাম সহ (এই প্রথমবার) কুরু রাজধানীতে গমন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।১

৭৬। যে কৃষ্ণ! তুমি এই উপলক্ষে পাণ্ডবগণের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী ভীষ্ম, দ্রোণ, বিহুর, গান্ধারী প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত ও পরিচিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।২

৭৭। হে কৃষ্ণ! তুমি পাণ্ডব যুত্যাতে ব্যথিত ব্যক্তিবর্গের নিকট পাণ্ডব ও কুন্তীর আকস্মিক অগ্নিদাহের জন্ত কপট শোক প্রকাশ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।২

৭৮। হে কৃষ্ণ! তুমি এইরূপে দুর্ব্যোধন কর্তৃক পাণ্ডবাবেষণ বারণ করিয়া (ভীষ্মাদিগকে নিরাপদ করিয়াছিলে)।—শ্রীভা: ১০।৫৭।২

(১) কুল্যকরণ :—

বিজ্ঞাতার্থোপি গোবিন্দ দক্ষানাকর্ষ্য পাণ্ডবান্

কুন্তীঞ্চ কুল্যকরণে সহ রামো যযৌ কুরুন্—শ্রীভা: ১০।৫৭।১

১৪। কপট-ক্রন্দন

[হস্তিনাপুর]

৭৯।	গুরু-রত্ন-নাশ-ভাষিত	কৃষ্ণ
৮০।	পূর্ব-বিদিতোচ্ছৃষিত	কৃষ্ণ
৮১।	নর-চরিতাম্বুকেরণ	কৃষ্ণ (১)
৮২।	কৃত-নেত্রাসার-মোচন	কৃষ্ণ
৮৩।	সভার্য্য-সাগ্রজাবস্থিত	কৃষ্ণ
৮৪।	দ্বারাবতী-পুর-প্রস্থিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ হরিবংশ পর্ব-লীলা

৭৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (সত্যভামার বাচনিক শব্দের সত্রাজিত) বধ ও তাঁহার মহামূল্য শ্রমস্বক মণি অপহরণের সংবাদ অবগত হইয়াছিলে।
—শ্রীভা: ১০।৫৭।৮; হরি: হরি: ৩২।৬

৮০। হে কৃষ্ণ! তুমি সমস্ত ব্যাপার পূর্বে অবগত থাকিয়া (কপট) শোকে উচ্ছৃষিত হইয়াছিলে।—১০।৫৭।৮

৮১। হে কৃষ্ণ! তুমি (এই দুঃসংবাদ শ্রবণে) সাধারণ গৃহস্থ মানবের ত্যক্ত আচরণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।৯

৮২। হে কৃষ্ণ! তুমি সত্যভামার দুঃখে ব্যথিত হইয়া বহু অশ্রুজল মোচন (ও বহু বিলাপ) করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।৯

৮৩। হে কৃষ্ণ! তুমি অগ্রজ বলরাম ও পত্নী সত্যভামাসহ এই সময় হস্তিনাপুরে (খণ্ডর শোকে শোকাবল) ছিলে। শ্রীভা: ১০।৫৭।১০

৮৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (দুঃসংবাদ প্রাপ্তিমান্ন কাল বিলম্ব না করিয়া) দ্বারাবতী প্রস্থান করিয়াছিলে।

—শ্রীভা: ১০।৫৭।১০; হরি: হরি: ৩২।৯

(১) নরচরিত:—“অনুসৃত্য নুলোকতাম্”—শ্রীভা: ১০।৫৭।৯

১৫। চৌর-অন্বেষণ

[দ্বারাবতী]

৮৫।	সভার্য্য-স্বপুৰাগমন	কৃষ্ণ
৮৬।	শত-ধ্বা-চৌরাণ্বেষণ	কৃষ্ণ
৮৭।	কৃতবৰ্ম্মা-মৰ্ম্ম-কম্পন	কৃষ্ণ
৮৮।	কারিত-ভীত-হৃদ্ধেলন	কৃষ্ণ
৮৯।	কারিতাক্রুর হৃৎস্পন্দন	কৃষ্ণ
৯০।	কারিত-বিচিত্র-বন্দন	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

৮৫। হে কৃষ্ণ! তুমি ভাতা বলরাম ও ও সভাভামা সহ
(হস্তিনা হইতে) দ্বারাবতী আগমন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।১০

৮৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (পলাতক হত্যাকারী) স্তম্ভক মণি
চৌর শত-ধ্বার অনুসন্ধান করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।১০

৮৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (চৌরের অত্যন্ত পরামর্শ দাতা মহাবীর)
কৃতবৰ্ম্মার মৰ্ম্ম-কম্পন স্বরূপ হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।১২

৮৮। হে কৃষ্ণ! (তোমার উপস্থিতি মাত্রেই) তোমার অবহেলা
হেতু কৃতবৰ্ম্মা ভীত হইয়াছিল।—শ্রীভা: ১০।৫৭।১২

৮৯। হে কৃষ্ণ! (তোমার উপস্থিতি মণি-চৌরের অপর সাহায্য-
কারী) অক্রুরের হৃৎস্পন্দন উৎপাদন করিয়াছিল।—১০।৫৭।১৪

৯০। হে কৃষ্ণ! (শতধ্বা তোমার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা
করিলে মহাভীত হইয়া) অক্রুর তোমার বিচিত্র স্তব করিয়াছিল।
—শ্রীভা: ১০।৫৭।১৪

১৬। পদ্মীর প্রিয়-আচরণ

[মিথিলা]

১১।	সত্যভামা-প্রিয়াচরণ	কৃষ্ণ
১২।	স-রাম-চৌরানুসরণ	কৃষ্ণ
১৩।	মিথিলোপবন-গমন	কৃষ্ণ
১৪।	স্যামন্তকচৌর-শমন	কৃষ্ণ
১৫।	হৃত-রত্নাবাপ্তিকথন	কৃষ্ণ
১৬।	অগ্রজাচরণ-বিমন	কৃষ্ণ (১)

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ হরিবংশ-লীলা

১১। হে কৃষ্ণ! তুমি (দ্বারাবতী পৌছিয়াই) সত্যভামাকে সম্ভট করিতে শব্দর-হত্যাকারী শ্রমন্তক চৌরের অনুসরণ করিয়াছিলে।
—শ্রীভা: ১০।৫৭।২৭

১২। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বরথে অগ্রজ বলরাম সহ পলায়মান চৌর শতধ্বার পশ্চাদানুসরণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।১২

১৩। হে কৃষ্ণ! (তুমি অস্বারোহণে পলায়নকারী চৌরের) অনুসরণে মিথিলার উপবন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।২০ ; হরি: হরি: ৩২।১২

১৪। হে কৃষ্ণ! তুমি রথ হইতে একক অবতরণ করিয়া পদব্রজে বহু দূর যাইয়া চৌর শতধ্বাকে নিধন করিয়াছিলে। (কিন্তু তাহার নিকট মণিপ্রাপ্ত হও নাই)।—শ্রীভা: ১০।৫৭।২১ ; হরি: হরি: ৩২।১৮

১৫। হে কৃষ্ণ! তুমি নিহত চৌরের নিকট মণির অপ্রাপ্তির কথা রথস্থ বলরামকে বলিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।২২ ; হরি: হরি: ৩২।২০

১৬। হে কৃষ্ণ! অগ্রজ বলরাম তোমার কথায় শ্রদ্ধা না করায় তুমি বিমনা হইয়া দ্বারাবতী প্রত্যাগমন করিয়াছিলে।

—শ্রীভা: ১০।৫৭।৩৮-৪১ ; হরি: হরি: ৩২।২১

১৭। বলরাম-সংশয়-নিরসন

[দ্বারাবতী]

৯৭।	একক-পূর-প্রত্যাগত	কৃষ্ণ
৯৮।	অক্রুর-প্রস্থান-বিজ্ঞাত	কৃষ্ণ
৯৯।	নির্ভয়াক্রুর-প্রহর্যণ	কৃষ্ণ
১০০।	কারিত-রত্ন-প্রদর্শন	কৃষ্ণ
১০১।	অগ্রজ-শাস্তি-বিধায়ক	কৃষ্ণ
১০২।	স্বাক্ষ-রত্নক-দায়ক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

৯৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (মিথ্যাচরণ করিয়াছ এই মিথ্যা সন্দেহে বলরাম তোমার সঙ্গী না হওয়াতে) তুমি একক দ্বারাবতী প্রত্যাগত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।২৩-২৪

৯৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (শতধন্য কর্তৃক গচ্ছিত শ্রমস্বত্ব সহ) অক্রুরের পলায়ন কথা সম্পূর্ণ অবগত ছিলে। শ্রীভা: ১০।৫৭।২২

৯৯। হে কৃষ্ণ! তুমি অক্রুরকে অভয় প্রদানে তুষ্ট করিয়া (মাতুলালয় হইতে) দ্বারকায় আনিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।৩৪-৩৭

১০০। হে কৃষ্ণ! তুমি যত্ন রাজসভায় (বলরাম সমক্ষে) অক্রুর কর্তৃক (লুঙ্ঘ্যিত) মণি প্রদর্শন করাইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।৪০

১০১। হে কৃষ্ণ! তুমি (এই কার্য দ্বারা বলরামের মিথ্যা সন্দেহ নিরসন করতঃ) তোমাদের পারিবারিক শান্তি আনয়ন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।৪১

১০২। হে কৃষ্ণ! তুমি (বলরামের সন্দেহ দূর করিয়া সভা মধ্যেই) শ্রমস্বত্ব মণি (স্বর্ণ-লোভী) স্বকপুত্র অক্রুরকে আনন্দ সহকারে দান করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৭।৪১

১৮। পিশাচ-মোচন

[বদরিকাশ্রম]

১০৩।	বদরি-বিশোলোপনীত	কৃষ্ণ
১০৪।	ঋষি-কুলাতিথ্য-লভিত	কৃষ্ণ
১০৫।	ঘোর-নৈশ-নাদাকর্ণিত	কৃষ্ণ
১০৬।	ঘণ্টা-কর্ণ-ব্যথা-বর্ণিত	কৃষ্ণ
১০৭।	কৃত-পিশিতাশনাইণ	কৃষ্ণ
১০৮।	মাংসাশী-পিশাচ-মোচন	কৃষ্ণ

হরিবংশ ভবিষ্য পর্ব-লীলা

১০৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (তপস্কার্থে কৈলাশ যাত্রা পথে) বদরিকাশ্রমে উপনীত হইয়াছিলে।—হরিঃ ভবিঃ ৭৬।৩৫

১০৪। হে কৃষ্ণ! তুমি বদরিকাশ্রমে ঋষিকুলের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া (একরাত্রি) বাস করিয়াছিলে।—হরিঃ ভবিঃ ৭৮।২, ১১।

১০৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (গদ্যার উত্তর তীরে) রাত্রিকালে ঘোর আর্তনাদ শ্রবণ করিয়াছিলে।—হরিঃ ভবিঃ ৭৮।২, ১১ ;

১০৬। হে কৃষ্ণ! তুমি তথায় ঘণ্টাকর্ণ (নামক এক পিশাচত্ব প্রাপ্ত ব্রাহ্মণের) আত্মকাহিনী শুনিয়াছিলে।—হরিঃ ভবিঃ ৮০।২৬-২৭

১০৭। হে কৃষ্ণ! সেই মাংসাশী পিশাচ তোমাকে একটি মল্লস্ত্রের মৃতদেহ আহ্বারার্থ দিয়াছিল।—হরিঃ ভবিঃ ৮০।৬-৮

১০৮। হে কৃষ্ণ! তুমি কৃপাপূর্বক সেই মাংসাশী পিশাচকে মৃত্ত করিয়া তাঁহাকে স্বর্গবাসী করিয়াছিলে।—হরিঃ ভবিঃ ৮০।২৪-২৫

(১) পিশিতাশন :—

“নবং স্তসংস্কৃতং ভক্ষ্যং ব্রহ্মণ্যং শবমুত্তমম্

অস্মাকং পিশিতাশানাং শাস্ত্রে নিয়তমেবহি” হরিঃ ভবিঃ ৮০।৬

১৯। তপস্তায়—সিদ্ধি-লাভ

[কৈলাস পর্বত]

১০৯।	তাপস-কৈলাসোপগত	কৃষ্ণ
১১০।	মানসোত্তরাজি-সঙ্গত	কৃষ্ণ
১১১।	সহোমা-সদাশিব-দৃষ্ট	কৃষ্ণ
১১২।	প্রহ্ম-পুত্র-লাভ-হৃষ্ট	কৃষ্ণ
১১৩।	দ্বাদশ-বর্ষ-তপস্তপ্ত	কৃষ্ণ
১১৪।	মম্বথ-সুত-বর-প্রাপ্ত	কৃষ্ণ (১)

মহাভারত মৌষল পর্ব ও হরিবংশ ভবিষ্য পর্ব-লীলা

১০৯। হে কৃষ্ণ! তুমি তপস্তার্থে (বহির্ভারতে) কৈলাস পর্বতে গমন করিয়াছিলে।—হরিঃ ভবিঃ ৮৪।২৪-১৩

১১০। হে কৃষ্ণ! তুমি মানস সরোবরের উত্তরস্থ পর্বতে তপস্তা করিয়াছিলে।—হরিঃ ভবিঃ ৮৪।১৪-১৫

১১১। হে কৃষ্ণ! তুমি তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করিয়া উমাসহ সদাশিবকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলে।—হরিঃ ভবিঃ ৮৬।১৭-১৮

১১২। হে কৃষ্ণ! (তুমি জগন্মঙ্গলার্থ) কামদেবকে জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে পাইবার বর লাভ করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলে।—হরিঃ ভবিঃ ৮৮।১৩

১১৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (একাদিক্রমে) দ্বাদশবর্ষ তপস্তা করতঃ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলে।—মভাঃ মৌঃ ২।১৩০; হরিঃ ভবিঃ ৮৪।২৭

১১৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (সত্যযুগে হরকোপানলে দগ্ধ কামদেবকে) তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রহ্মরূপে পাইয়াছিলে।—হরিঃ ভবিঃ ৮৮।১৪

(১) মম্বথঃ—

“স্মরণতঃ বিদ্ধি দেবেশ নাত্রকার্যা বিচারণা” হরিঃ ভবিঃ ৮৮।১৪

(২) দ্বাদশ বর্ষ—

ব্রতং চচার ধর্মীয়া কৃষ্ণো দ্বাদশবার্ষিকম্ । মভাঃ অহুঃ ১৩৯।১০

২০। দীক্ষা-গ্রহণ

[উপমহ্য-আশ্রম-মানগোস্তর]

১১৫।	উপমহ্য-দীক্ষা-দীক্ষিত	কৃষ্ণ
১১৬।	উমা-মহেশ্বর বীক্ষিত	কৃষ্ণ
১১৭।	সদাশিবাষ্ট-বরাবাণ্ড	কৃষ্ণ
১১৮।	শাস্ত-তনয়-বর-প্রাপ্ত	কৃষ্ণ
১১৯।	লক্ষ-দেবী-বরাযাচক	কৃষ্ণ
১২০।	শিব-সহস্র-নামা লোচক	কৃষ্ণ

মহাভারত অনুশাসন পর্ব ও শিবপুরাণ

উত্তরভাগ ও পূর্বভাগ-লীলা

১১৫। হে কৃষ্ণ! তুমি ঋষি উপমহ্যর নিকট শিব-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলে।—মভাঃ অহ্নঃ ৪৫।৩৬৭; শিব পুঃ উঃ ২।৪১

১১৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (দ্বিতীয়বার তপস্রাত্তেও) উমা মহেশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলে।—মভাঃ অহ্নঃ ৪৫।৩৭২; শিব পুঃ উঃ ২।৪৫

১১৭। হে কৃষ্ণ! তুমি সদাশিবের নিকট হইতে অষ্ট বর লাভ করিয়াছিলে।—মভাঃ অহ্নঃ ৪৬।৪; শিব পুঃ উঃ ২।৫২

১১৮। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বিতীয়বার তপস্রায় জাম্ববতীতনয় শাস্তকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলে।—মভাঃ অহ্নঃ ৪৬।৪; শিব পুঃ পুঃ ১।২২

১১৯। হে কৃষ্ণ! তুমি অযাচক হইয়াও মহাদেবী হইতে অষ্ট বর লাভ করিয়াছিলে।—মভাঃ অহ্নঃ ৪৬।৫; শিব পুঃ উঃ ২।৬০

১২০। হে কৃষ্ণ! তুমি শিব সহস্র নাম স্তব আলোচনা করিয়াছিলে।—মভাঃ অহ্নঃ ১৭।১

২১। পাণ্ডব-সখ্য-স্থাপন

[পাঞ্চাল]

১২১।	কৃষ্ণ-স্বয়ম্বরোপনীত	কৃষ্ণ
১২২।	পাণ্ডবগমন-ভণিত	কৃষ্ণ
১২৩।	বৃথা-বিগ্রহ-নিবারণ	কৃষ্ণ
১২৪।	কুন্তকার-গৃহাগমন	কৃষ্ণ
১২৫।	আত্ম-পরিচয়-দায়ক	কৃষ্ণ (১)
১২৬।	পাণ্ডব-সখ্য-বিধায়ক	কৃষ্ণ

মহাভারত আদি পর্ব-লীলা

১২১। হে কৃষ্ণ! তুমি বলদেবাদিসহ দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে পাঞ্চালে উপস্থিত হইয়াছিলে।—মভা: আদি ১৮৬।৮

১২২। হে কৃষ্ণ! তুমি (স্বয়ম্বরে মৎস্তচক্রভেদের পূর্বেই গোপনে বলদেবকে) পাণ্ডবগমনের কথা বলিয়াছিলে।—মভা: আদি ১৮৬।১০

১২৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (অর্জুন কর্তৃক লক্ষ্যভেদের পরে) অকৃত-কার্য রাজত্ববর্ণের বৃথা কলহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা নিবারণ করিয়াছিলে।

—মভা: আদি ১৮৯।৩৮

১২৪। হে কৃষ্ণ! তুমি কলহ বারণ করিয়া গোপনে ভার্গব কুন্তকারের গৃহে পাণ্ডবগণের বাসস্থানে আসিয়াছিলে।

—মভা: আদি ১২০।১৮

১২৫। হে কৃষ্ণ! তুমি কুন্তী ও পাণ্ডবগণের নিকট ভার্গবের কর্মশালায় স্বেচ্ছায় আত্মপরিচয় দিয়াছিলে।—মভা: আদি ১২০।২০

১২৬। হে কৃষ্ণ! তুমি কুন্তকার গৃহে পাণ্ডবগণসহ সখ্যতা স্থাপন করিয়া (অবিলম্বে দ্বারকা গিয়াছিলে)—মভা: আদি ১২০।২৪-২৫

(১) আত্ম পরিচয়:—শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের মাতুলপুত্র হইলেও তাঁহার উপনয়ন সময়ে মথুরায় প্রথম দেখা হয়। বহু বৎসর পরে পাঞ্চালে কুন্তকার গৃহে এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে সখ্যতা স্থাপিত হয়।

২২। স্বজন-অভাব-মোচন

[দ্বারাবতী]

১২৭।	পাণ্ডব-বিবাহ-জ্ঞাপিত	কৃষ্ণ
১২৮।	ভূষণাভরণ-প্রাপিত	কৃষ্ণ
১২৯।	আসন-শয়ন-প্রেরক	কৃষ্ণ
১৩০।	প্রেম্ভা-নানা-দেশ্যা-প্রেষক	কৃষ্ণ (১)
১৩১।	নানোপকরণ-প্রদান	কৃষ্ণ
১৩২।	কোটিশ স্তবর্ণ-বিধান	কৃষ্ণ

মহাভারত আদি পর্ব-শীলা

১২৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (সর্বহার্য) পঞ্চপাণ্ডবসহ রাজকন্যা দ্রৌপদীর বিবাহ সংবাদ (দ্বারাবতীতে) শুনিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ১২৮।১৩

১২৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (বিবাহের উপহার স্বরূপ) বিবিধ রত্নাভরণ ও ভূষণাদি পাঞ্চালে প্রেরণ করিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ১২৮।১৩

১২৯। হে কৃষ্ণ! তুমি পাণ্ডবগণকে বিবিধ শয্যা ও আসনাদি প্রেরণ করিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ১২৮।১৫

১৩০। হে কৃষ্ণ! (তুমি পর-গৃহ-বাসী রাজ-ভিখারী আত্মীয়গণকে) নানা দেশীয়া দাসী প্রেরণ করিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ১২৮।১৬

১৩১। হে কৃষ্ণ! তুমি (রাজ-গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয়) সর্ব-প্রকার উপকরণ পাঞ্চালে প্রেরণ করিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ১২৮।১৭

১৩২। হে কৃষ্ণ! তুমি (ভিক্ষাজীবী রাজ-জামাতাগণকে) কোটি স্তবর্ণমুদ্রা প্রেরণ করিয়া স্বচ্ছল করিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ১২৮।১৮

(১) প্রেম্ভা—প্রেম্ভাঃ সম্প্রদর্শো কৃষ্ণো নানাদেশ্যাঃ স্বলঙ্কতাঃ।
—মভাঃ আদি ১২৮।১৬

২৩। পুত্র-স্বীকরণ

[দ্বারাবতী]

১৩৩।	স্মৃতি-সদ্ব-সুতাপহতি	কৃষ্ণ
১৩৪।	কৃত-মৎস্তোদর-নিষ্কৃতি	কৃষ্ণ
১৩৫।	ষোড়শে স্বভার্য্য-স্বীকৃত	কৃষ্ণ
১৩৬।	সর্বজ্ঞ-সর্বার্থ-বিদিত	কৃষ্ণ
১৩৭।	কারিত-দেবর্ষি-বর্ণন	কৃষ্ণ (১)
১৩৮।	কৃতান্তঃ-পুরিকা-কর্ণন	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও হরিবংশ বিষ্ণু পর্ব-লীলা

১৩৩। হে কৃষ্ণ! (কল্লিণী গর্ভজাত তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রহ্লাদ) স্মৃতিকা গৃহ হইতে (সপ্তম রাতিতে) অপহৃত হইয়াছিল।

—শ্রীভা: ১০।৫৫।২-৩; হরি: বি: ১০৪।৩; গর্গ: দ্বা: ৮।২৫

১৩৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (চৌর-শম্বরাহর কর্তৃক সমুদ্র নিষ্কৃতি) পুত্রকে মৎস্তের উদর হইতে নিষ্কৃত করাইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৫।৫

১৩৫। হে কৃষ্ণ! তুমি ষোড়শবর্ষ পরে তোমার অন্তঃপুরে আগত সেই পুত্রকে সজ্ঞীক স্বীকার করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৫।২৫

১৩৬। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বজ্ঞ বলিয়া প্রহ্লাদ বিষয়ক সমস্ত গোপন ইতিহাস পূর্ব হইতেই অবগত ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৫।৩৬

১৩৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (স্বয়ং নীরব থাকিয়া অন্তঃপুরিকাদের বিশ্বাসোৎপাদন জন্ত) দেবর্ষি নারদ দ্বারা সমস্ত ঘটনা বিবৃত করাইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৫।৩৬

১৩৮। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বয়ং নিজান্তঃপুরের নারীগণসহ প্রহ্লাদ সম্বন্ধে নারদের বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৫।৩৬

(১) দেবর্ষিবর্ণন:—

বিজ্ঞাতার্থোহপি ভগবাংতুক্ষীমাস জনাৰ্দ্দন:

নারদোহকথয়ং সৰ্বং শম্বরাহরণাদিকম্ শ্রীভা: ১০।৫৫।৩৬

২৪। স্বজন-কল্যাণ-কল্পণ

[ভ্রূপদপুর]

১৩৯।	ভ্রূপদ-পুর-সমাগত	কৃষ্ণ
১৪০।	পাণ্ডব-কল্যাণানুমত	কৃষ্ণ
১৪১।	পাঞ্চাল-প্রস্তাব-সম্মত	কৃষ্ণ
১৪২।	হস্তিনা গমন-ভিমত	কৃষ্ণ
১৪৩।	মঙ্গলানুখ্যানা বস্থিত	কৃষ্ণ
১৪৪।	সপার্থ-হস্তিনা-প্রস্থিত	কৃষ্ণ (১)

মহাভারত আদি পর্ব-লীলা

১৩৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (পাণ্ডব বিবাহের পরে দ্বারকা হইতে) পাঞ্চালে ভ্রূপদ পুরে আসিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।১১

১৪০। হে কৃষ্ণ! তুমি সতত পাণ্ডবগণের কল্যাণ অনুখ্যান করিতে।—মভাঃ আদি ২০৬।২

১৪১। হে কৃষ্ণ! তুমি (ধৃতরাষ্ট্র প্রেরিত দূত বিহুরের সঙ্গেই সজীব পাণ্ডবগণের হস্তিনা গমন বিষয়ে) ভ্রূপদ রাজের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।২-৪

১৪২। হে কৃষ্ণ! তুমি (স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পাণ্ডবগণ সহ) হস্তিনা পুর গমন করিতে অভিমত করিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।৬

১৪৩। হে কৃষ্ণ! তুমি পাণ্ডবগণের পরম কল্যাণের জন্তই তাঁহাদের সঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।৯

১৪৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (ধৃতরাষ্ট্রের বিনা আহ্বানেই) পাণ্ডবগণ সহ হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।১১

(১) হস্তিনা প্রস্থিত :—

আদায় দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং কুন্তীং চৈব বশস্বিনীম্

স বিহারং স্বখং জগ্নুর্নগরং নাগসাহস্রম্। মভাঃ আদি ২০৬।১১

২৫। রাজ্যার্ক-প্রাপন

[হস্তিনাপুর]

১৪৫।	ষাদব-প্রধান-প্রখ্যাত	কৃষ্ণ
১৪৬।	সর্বত্র-স্ববীৰ্য্য-বিখ্যাত	কৃষ্ণ
১৪৭।	পাণ্ডব-প্রীতি-বিজ্ঞাপন	কৃষ্ণ
১৪৮।	কৌরব-রাজ্যার্ক-প্রাপন	কৃষ্ণ
১৪৯।	খাণ্ডবারণ্য-সংগ্রাহক	কৃষ্ণ
১৫০।	পার্থাভিষেকানুমোদক	কৃষ্ণ

মহাভারত আদি পর্ব-লীলা

১৪৫। হে কৃষ্ণ! তুমি মহা যোদ্ধা ষাদবগণের (রাজা না হইলেও) সর্বজনমাত্ৰ প্রধান নেতা এই কার্তা এই সময় সর্ব ভারতে প্রখ্যাত হইয়াছিল।—মভাঃ আদি ২০৪।২৬

১৪৬। হে কৃষ্ণ! (জরাসন্ধ, কাল যবনাদি বিখ্যাত বীরগণের তোমা কর্তৃক পরাজয় সংবাদে) তোমার ব্যক্তিগত বীৰ্যের কথা বিশ্ব-ব্যাপি হইয়াছিল।—মভাঃ আদি ২০৪।২৬

১৪৭। হে কৃষ্ণ! (বিনা নিমন্ত্রণে হস্তিনা গমন দ্বারা) তোমার অপরিসীম পাণ্ডব প্রীতিও বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।—মভাঃ আদি ২০৪।২০

১৪৮। হে কৃষ্ণ! (তোমার ব্যক্তিগত প্রতিপত্তিতেই এই সময়) নিরাশ্রয় পাণ্ডবগণের অর্দ্ধেক কৌরবরাজ্য প্রাপ্তি সম্ভব হইয়াছিল।—মভাঃ আদি ২০৬।২৫-২৭

১৪৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (গদ্যাতীরস্ব সমৃদ্ধিশালী জনাকীর্ণ হস্তিনাপুরের দাবী ত্যাগ করিয়া) পাণ্ডবগণের জ্ঞাত যমুনাতীরস্ব জনহীন খাণ্ডববন ভূভাগ সংগ্রহ করিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।২৫

১৫০। হে কৃষ্ণ! অরণ্যময় খাণ্ডবপ্রস্থ রাজ্যের রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভিষেক ক্রিয়া হস্তিনাপুরে সুসম্পন্ন করাই তুমি অনুমোদন করিয়া ছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।২৫

২৬। অরণ্যে-নগর-স্থাপন

[খাণ্ডব-প্রস্থ]

১৫১।	খাণ্ডব-প্রস্থ-সংপ্রস্থিত	কৃষ্ণ
১৫২।	সান্নুগ-পাণ্ডব-সুস্থিত	কৃষ্ণ
১৫৩।	পার্থ-পৈতামহ-স্থাপন	কৃষ্ণ
১৫৪।	কৃতজ্ঞ-কৌন্তেয়-মানন	কৃষ্ণ
১৫৫।	আরণ্য-পুরানুধাবক	কৃষ্ণ
১৫৬।	ইন্দ্রপ্রস্থ-পুর-স্থাপক	কৃষ্ণ (১)

মহাভারত আদি পর্ব-লীলা

১৫১। হে কৃষ্ণ! তুমি (হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন করিয়া নিবিড় অরণ্য পথে) খাণ্ডবপ্রস্থে আসিয়াছিলে।—
মভাঃ আদি ২০৬।২৭

১৫২। হে কৃষ্ণ! তুমি সান্নুচর পাণ্ডবগণ সঙ্গে পরমানন্দে (নির্বাসন ভূমি) খাণ্ডবপ্রস্থে আসিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।২৮

১৫৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (পিতৃশ্রমা) পৃথার পুত্রগণকে পৈত্রিক রাজ্যাংশে স্থাপন করিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।৫১

১৫৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (রাজ্য প্রাপ্তির একমাত্র হেতু বুঝিয়া) কৃতজ্ঞ পাণ্ডবগণ কর্তৃক বহু সন্মানিত হইয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।৫১

১৫৫। হে কৃষ্ণ! তুমি গভীর অরণ্য মধ্যে একটি মহাসমৃদ্ধ নগর স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।২২-৪৭

১৫৬। হে কৃষ্ণ! তুমি খাণ্ডব প্রস্থের অরণ্য-ভূমির একাংশ (বিশ্ববিখ্যাত) ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে পরিণত করিবার মূলে অবস্থিত ছিলে।—
মভাঃ আদি ২০৬।২২

(১) ইন্দ্রপ্রস্থ :—

কুরুষ কুরুরাজায় মহেন্দ্রপুরসন্নিভম্

ইন্দ্রেন কৃতনামানমিন্দ্রপ্রস্থং মহাপুরম্ —মভাঃ আদি ২০৬।২২

২৭। পাণ্ডব-উপদেশ

[ইন্দ্রপ্রস্থ]

১৫৭।	যুধিষ্ঠির-রূপোপদেশ	কৃষ্ণ
১৫৮।	ধর্মধুবহন-নিদেশ	কৃষ্ণ
১৫৯।	বিপ্র-সম্মানানুমোদন	কৃষ্ণ
১৬০।	নারদাগমন-গদন	কৃষ্ণ
১৬১।	দেবর্ষি-ভাষিত-সম্মত	কৃষ্ণ (১)
১৬২।	সরাম-দ্বারকোপনত	কৃষ্ণ

মহাভারত আদি পর্ব-লীলা

১৫৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (পাণ্ডবপ্রস্থ হইতে দ্বারকা প্রস্থানের প্রাকালে অনভিজ্ঞ নূতন রাজা) যুধিষ্ঠিরকে কতিপয় সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।৫১

১৫৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (নববিবাহিত যুবক রাজাকে) সর্ব অবস্থায় ধর্মের ভার বহন করিতে উপদেশ দিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।৫১

১৫৯। হে কৃষ্ণ! তুমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে সর্বদা সম্মান করিতে রাজাকে নির্দেশ দিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।৫১

১৬০। হে কৃষ্ণ! তুমি অচিরেই পাণ্ডব প্রস্থে (পরম ভাগবত) নারদের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলে। মভাঃ আদি ২০৬।৫১

১৬১। হে কৃষ্ণ! তুমি (নারদের সমস্ত উপদেশ তোমার অনুমোদিত এই বুদ্ধিতে) তাহা সম্যক্ প্রতিপালন করিতে পাণ্ডবগণকে নির্দেশ দিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।৫১

১৬২। হে কৃষ্ণ! তুমি (নারদাগমনের পূর্বে সেইদিনই) বলরামসহ দ্বারাবতীতে প্রস্থান করিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২০৬।৫২

(১) দেবর্ষিভাষিত :—

অদৈব নারদঃ শ্রীমানাগমিষ্ঠ্যতি সত্বরঃ

আদৃত্য তস্মৈ বাক্যানি শাসনং কুরু তস্মৈবৈ। মভাঃ আদি ২০৬।৫১

২৮। সখা-সন্তাষণ

[প্রভাস]

১৬৩।	প্রভাস-প্রবাস-সংশ্রুত	কৃষ্ণ
১৬৪।	সখা-সন্তাষণত-ক্রুত	কৃষ্ণ
১৬৫।	প্রবাসন-হেতু-কথিত	কৃষ্ণ
১৬৬।	পার্শ্বাচরণানুমোদিত	কৃষ্ণ
১৬৭।	নর-নারায়ণ-সুস্থিত	কৃষ্ণ
১৬৮।	স-সখ-রৈবত-প্রস্থিত	কৃষ্ণ

মহাভারত আদি পর্ব-লীলা

১৬৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (যুধিষ্ঠিরের খাণ্ডব আগমনের কিছুকাল পরেই) তীর্থযাত্রা উপলক্ষে অর্জুনের প্রভাসতীর্থে আগমন সংবাদ শুনিয়াছিলে।—মভা: আদি ২১৭।৩

১৬৪। হে কৃষ্ণ! তুমি অর্জুনকে সন্তাষণ করিতে অবিলম্বে দ্বারকা হইতে প্রভাসতীর্থে আসিয়াছিলে।—মভা: আদি ২১৭।৪

১৬৫। হে কৃষ্ণ! তুমি অর্জুনের নিকটে তাঁহার দ্বাদশবর্ষ তীর্থ প্রবাসের হেতু অবগত হইয়াছিলে।—মভা: আদি ২১৭।৭

১৬৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (নারদোপদেশ পালনে তীর্থে আগমন) অর্জুনের এই আচরণ অনুমোদন করিয়াছিলে।—মভা: আদি ২১৭।৭

১৬৭। হে কৃষ্ণ! এই প্রবাস উপলক্ষে নর-নারায়ণ ঋষিভ্রমের (১) (কৃষ্ণার্জুনের) পুনর্মিলন হইয়াছিল।—মভা: আদি ২১৭।৫

১৬৮। হে কৃষ্ণ! তুমি সখা অর্জুন সমভিব্যাহারে (যাদবগণের বিহার-শৈলাবাস) রৈবতকে আসিয়াছিলে।—মভা: আদি ২১৭।১৫

(১). আন্তাং প্রিয়সখায়ৌ তৌ নরনারায়ণাবুধৌ। মভা: আদি ২১৭।৫

২৯। অৰ্জুন-অভ্যর্থনা

[রৈবতক]

১৬৯।	কারিত-রৈবত-মণ্ডিত	কৃষ্ণ
১৭০।	প্রিয়-সম্মানন-পণ্ডিত	কৃষ্ণ
১৭১।	সংস্কৃত-শয়ন-কল্লিত	কৃষ্ণ
১৭২।	দর্শন-সন্দেশ-জল্লিত	কৃষ্ণ
১৭৩।	নৃত্য-গীত-বাছোপচিত	কৃষ্ণ
১৭৪।	স-সখ-দ্বারকোপনীত	কৃষ্ণ

মহাভারত আদি পর্ব-লীলা

১৬৯। হে কৃষ্ণ! তুমি অৰ্জুনের অভ্যর্থনার জন্ত (বিহার-শৈল)
রৈবতক পর্বত হ্রসজ্জিত করাইয়াছিলে।—মভা: আদি ২১৭।৮

১৭০। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রিয়জনের সম্মান-করণ-পদ্ধতিতে স্থপণ্ডিত
ছিলে।—মভা: আদি ২১৭।৯

১৭১। হে কৃষ্ণ! তুমি (পদব্রজে তীর্থ পর্যটনকারী ব্রহ্মচারী)
অৰ্জুনের শয়নের জন্ত উৎকৃষ্ট শয্যার ব্যবস্থা করিয়াছিলে।

—মভা: আদি ২১৭।১১

১৭২। হে কৃষ্ণ! তুমি অৰ্জুন সহ একত্র বাস করিয়া তাঁহার
বিভিন্ন তীর্থ-দর্শনের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলে।—মভা: আদি ২১৭।১২

১৭৩। হে কৃষ্ণ! তুমি রৈবতকে তোমার অতিথি সখাকে
নানাবিধ নৃত্যগীতবাঞ্চে অভ্যর্থিত করিয়াছিলে।—মভা: আদি ২১৭।১০

১৭৪। হে কৃষ্ণ! তুমি এইরূপে অনেকদিন রৈবতকে বাস করিয়া
সখাসহ নিজ রথে দ্বারাবতী আসিয়াছিলে।—মভা: আদি ২১৭।১৫

৩০। আভিত্য-করণ

[দ্বারাবতী]

১৭৫।	কারিত-দ্বীপালঙ্করণ	কৃষ্ণ
১৭৬।	কারিত-কুমারভ্যর্থন	কৃষ্ণ
১৭৭।	কারিত-প্রেমাভি নন্দন	কৃষ্ণ
১৭৮।	কারিত-জনতা-বন্দন	কৃষ্ণ
১৭৯।	সুখ-পূর্য্যাবাস-বাসিত	কৃষ্ণ (১)
১৮০।	বহুল-শর্বরী-যাপিত	কৃষ্ণ

মহাভারত আদি পর্ব-লীলা।

১৭৫। হে কৃষ্ণ! তুমি অর্জুনাগমন উপলক্ষে দ্বারাবতী দ্বীপ
বহু ধ্বজা পতাকায় অলঙ্কৃত করাইয়াছিলে।—মভা: আদি ২১৭।১৬

১৭৬। হে কৃষ্ণ! তুমি যাদব কুমারগণ কর্তৃক অর্জুনকে বিশেষ
ভাবে অভ্যর্থনা করাইয়াছিলে।—মভা: আদি ২১৭।২০

১৭৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (সমবয়স্ক যাদব রাজবংশীয়গণ দ্বারা)
অর্জুনকে পুনঃ পুনঃ সপ্রেম অভিনন্দন করাইয়াছিলে।

—মভা: আদি ২১৭।২০

১৭৮। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারাবতীর জন-সাধারণ দ্বারা অর্জুনকে
অভিনন্দিত করাইয়াছিলে।—মভা: আদি ২১৭।১৭

১৭৯। হে কৃষ্ণ! তুমি ভোমার নিজের পরম সুখকর বাসভবনে
অর্জুনের অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলে।—মভা: আদি ২১৭।২১

১৮০। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারাবতীতে অর্জুন সহ একই গৃহে বহু
রাত্রি বাস করিয়াছিলে।—মভা: আদি ২১৭।২১

(১) শর্বরী:—

কৃষ্ণশ্রু ভবনে রম্যে রত্ন-ভোজ্য-সমাবৃতে

উবাস সহ কৃষ্ণেন—বহুলাশ্রয় শর্বরী:। মভা: আদি ২১৭।২১

৩১ । শ্ৰুভদ্রা-হরণ-অনুমোদন

[রৈবতক]

১৮১ ।	শ্ৰুভদ্রা-হরণ-সম্মত	কৃষ্ণ
১৮২ ।	স্ব-সারথি-রথানুমত	কৃষ্ণ
১৮৩ ।	স্ব-কুল-সম্মান-স্বীকৃত	কৃষ্ণ
১৮৪ ।	পশুবৎ-প্রদান-ধিকৃত	কৃষ্ণ (১)
১৮৫ ।	সংহৃষ্টার্জুন-সমম্বিত	কৃষ্ণ
১৮৬ ।	স-সখ-সম্মুকোদ্ধাহিত	কৃষ্ণ

মহাভারত আদি পর্ব-লীলা

১৮১ । হে কৃষ্ণ ! তুমি (উৎসব উপলক্ষে রৈবতক আগমন করিয়া সখা অর্জুন কর্তৃক তোমার ভগিনী) শ্ৰুভদ্রাহরণ অনুমোদন করিয়াছিলে ।—মভাঃ আদি ২১৮।২৩

১৮২ । হে কৃষ্ণ ! তুমি নিজ রথ ও সারথি দ্বারা অর্জুনকে (ভগিনীহরণে) পরোক্ষে সাহায্য করিয়াছিলে ।—মভাঃ আদি ২১৮।২৩

১৮৩ । হে কৃষ্ণ ! তুমি (শ্ৰুভদ্রাহরণে ক্রুদ্ধ যাদবগণের নিকট) স্বীকার করিয়াছিলে যে অর্জুন শ্ৰুভদ্রাহরণ দ্বারা যদুকুলের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে ।—মভাঃ আদি ২২০।২

১৮৪ । হে কৃষ্ণ ! তুমি (কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে) কন্যা সম্প্রদান প্রথাকে পশুবৎ প্রদান বলিয়া খিকার দিয়াছ ।—মভাঃ আদি ২২০।৪

১৮৫ । হে কৃষ্ণ ! তোমার (ইচ্ছানুযায়ী পলায়ন পর) ভদ্রার্জুনকে দ্বারকায় সম্মানে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল ।—মভাঃ আদি ২২০।১২

১৮৬ । হে কৃষ্ণ ! তুমি নিজ সখা (মাতুলেয়) অর্জুনের সঙ্গে নিজ ভগিনী শ্ৰুভদ্রার বিবাহ দেওয়াইয়াছিলে ।—মভাঃ আদি ২২০।১৩

(১) পশুবৎ :—

প্রদানমপি কন্যায়াঃ পশুবৎ কোহনুমত্ততে—মভাঃ আদি ২২০।৪

৩২। অভিমন্যু-নামকরণ

[ইন্দ্রপ্রস্থ]

১৮৭।	পাণ্ডব-পুর-সমাগত	কৃষ্ণ
১৮৮।	সাদর-ভাবিত-স্বাগত	কৃষ্ণ
১৮৯।	সহস্র-দোক্খীগো-দায়ক	কৃষ্ণ
১৯০।	বহু-স্বর্ণ-দান-নায়ক	কৃষ্ণ
১৯১।	অভিমন্যু-নাম-করণ	কৃষ্ণ
১৯২।	স্বস্ত্যয়ন-ক্রিয়াচরণ	কৃষ্ণ (১)

মহাভারত আদি পর্ব-লীলা

১৮৭। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বাদশ-বর্ষ তীর্থবাসান্তে স্বভদ্রাসহ অর্জুন প্রত্যাগমনের পরে) পুনঃ ইন্দ্রপ্রস্থপুরে আগমন করিয়াছিলে।

—মভা: আদি ২২০।২৭

১৮৮। হে কৃষ্ণ! তুমি ইন্দ্রপ্রস্থ বাসীগণ কর্তৃক বিপুলভাবে স্বাগত সম্বন্ধিত হইয়াছিলে।—মভা: আদি ২২০।৬৪-৪৩

১৮৯। হে কৃষ্ণ! তুমি এই যাত্রায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে এক সহস্র (মথুরাদেশীয়) দুগ্ধবতী গাভী উপহার দিয়াছিলে।

—মভা: আদি ২২০।৪৬

১৯০। হে কৃষ্ণ! তুমি বহু উপদৌকন সহ দশ-মহুশ্য-ভার ওজনের স্বর্ণ রাজাকে প্রদান করিয়াছিলে।—মভা: আদি ২২০।৫২

১৯১। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বয়ং (স্বভদ্রাতনয়) অভিমন্যুর নাম-করণ সংস্কার করিয়াছিলে।—মভা: আদি ২২০।৬৭

১৯২। হে কৃষ্ণ! তুমি নবজাতক ভাগিনেয়ের কল্যাণার্থ স্বয়ং জাতকর্মাদি সমস্ত মঙ্গলক্রিয়া করিয়াছিলে।—মভা: আদি ২১০।৭১

(১) স্বস্ত্যয়ন:—

জন্ম প্রভৃতি কৃষ্ণচ চক্রে তস্মৈ ক্রিয়া: শুভা:। মভা: আদি ২১০।৭২

৩৩। তাপসী-পদ্মিণয়

[ইন্দ্রপ্রস্থ]

১১৩।	স-সখ-যামুনাবস্থিত	কৃষ্ণ
১১৪।	বিপিন-মৃগয়া-মোদিত	কৃষ্ণ
১১৫।	মহানস-মেধ্য-প্রেষক	কৃষ্ণ
১১৬।	তৃষার্ত-সলিলাষেষক	কৃষ্ণ
১১৭।	সূর্য্য-সুতা-তপঃশ্রাবিত	কৃষ্ণ (১)
১১৮।	তাপসী-কালিন্দী-কামিত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত, মহাভারত ও গর্গ সংহিতা দ্বারকাখণ্ড-লীলা

১১৩। হে কৃষ্ণ! তুমি যমুনা নদীতীরস্থ বনপ্রদেশ কিছুকাল সখা অর্জুনসহ স্থখে অবস্থান করিয়াছিলে।—মভা: আদি ২২০।২৭

১১৪। হে কৃষ্ণ! তুমি নির্জন অরণ্যে অর্জুনসহ মৃগয়ার আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলে। মভা: আদি ১২০।৬৪;—শ্রীভা: ১০।৫৮।১৪

১১৫। হে কৃষ্ণ! তুমি মৃগয়ালক্ষ্যমেধ্য (আহার যোগ্য পবিত্র) পশুগুলি রাজা যুধিষ্ঠিরের রন্ধনশালায় প্রেরণ করিতে।

—শ্রীভা: ১০।৫৮।১৬

১১৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (এই সময় একদা) তৃষার্ত হইয়া জলাষেষণে যমুনা নদীতে গিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৮।১৬

১১৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (যমুনাতীরে) সূর্য্যকন্ঠা কালিন্দীর (বিষ্ণু-পতি লাভার্থ) তপশ্রা কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৮।২২

১১৮। হে কৃষ্ণ! তুমি তাপসী কালিন্দীর তপশ্রায় সিদ্ধিদান করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৮।২২,

গর্গ: দ্বা: ৮।১৬

(১) সূর্য্যকন্ঠা :—

দ্বারকামেত্রে কালিন্দীঃ সূর্য্যকন্যাঃ মনোহরাম্

উপষেমে বিধানেন বিতরন্নঙ্গলং পরম—গর্গ: দ্বা: ৮।১৬

৩৪। খাণ্ডব-দাহন

[খাণ্ডববন]

১৯৯।	নিদাঘ-যমালুজাগত	কৃষ্ণ
২০০।	কপট-ব্রাহ্মণোপগত	কৃষ্ণ
২০১।	খাণ্ডব-বনান্ন-যাচিত	কৃষ্ণ
২০২।	গাণ্ডীব-সুনাভ-প্রাপিত	কৃষ্ণ
২০৩।	খাণ্ডব-দাহ-সহায়ক	কৃষ্ণ
২০৪।	হতাশন-তৃপ্তি-বিধায়ক	কৃষ্ণ

মহাভারত আদি পর্ব-লীলা

১৯৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (ইন্দ্রপ্রস্থ বাসকালে গ্রীষ্মঋতুতে একদা অর্জুনসহ) যমুনা-পুলিন-বিহারে আসিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২২৩।১৭

২০০। হে কৃষ্ণ! (এই সময় অগ্নিদেব) ব্রাহ্মণের ছন্দবেশে তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন।—মভাঃ আদি ২২১।৩০

২০১। হে কৃষ্ণ! (এই ছন্দবেশী ব্রাহ্মণ) তোমার নিকট বিশাল খাণ্ডব-বন-ভোজন প্রার্থনা করিয়াছিলেন।—মভাঃ আদি ২২৪।২৩

২০২। হে কৃষ্ণ! এই ব্রাহ্মণ অর্জুনকে গাণ্ডীবধনু এবং তোমাকে বজ্রনাভ চক্রপ্রদান করিয়াছিলেন।—মভাঃ আদি ২২৪।২৩

২০৩। হে কৃষ্ণ! তুমি অর্জুন কর্তৃক খাণ্ডব বন দাহকার্য্যে-সহায়ক হইয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২২৬।২৭

২০৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (সখাসহ) খাণ্ডববন দাহন দ্বারা অগ্নিদেবের (ক্ষুধামান্দ্য দূর করিয়া) তৃপ্তিবিধান করিয়াছিলে।—মভাঃ আদি ২২৭।৩৮

৩৫। দানব-শিল্পী-সংরক্ষণ

[খাণ্ডববন]

২০৫।	সকল-সুরাস্ত্র-রোধন	কৃষ্ণ
২০৬।	শিল্পি-রক্ষণানুমোদন	কৃষ্ণ
২০৭।	দশ-পঞ্চ-দিন-দীপিত	কৃষ্ণ
২০৮।	স্থির-প্রীতি-বর-লভিত	কৃষ্ণ
২০৯।	জন-হিত-জ্ঞান-বিহিত	কৃষ্ণ (১)
২১০।	স-শিল্পি-পুলিন-প্রস্থিত	কৃষ্ণ

মহাভারত আদি পর্ব-লীলা

২০৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (খাণ্ডববন দাহনকালে) দেবগণ নিষ্কিন্তু সমস্ত দিব্যাস্ত্র নিষ্কিয় করিয়াছিলে।—মভা: আদি ২২৬।৪৩

২০৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (দানব-শিল্পীচার্য ময়কে নিধনের অভিনয় করিলে) অর্জুন কর্তৃক অভয় দান অনুমোদন করিয়াছিলে।

—মভা: আদি ২২৭।৪৫

২০৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (সখা অর্জুনসহ একাদিক্রমে) পঞ্চ-দশদিন (ইন্দ্র-রক্ষিত) খাণ্ডববন-দাহন করিয়াছিলে।—মভা: আদি ২২৭।৪৫

২০৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (পরাজিত দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক বর যাক্রা করিতে অনুকম্প হইলে) অর্জুনসহ চিরন্তন প্রীতি-বর প্রার্থনা করিয়াছিলে।—মভা: আদি ২৩০।১৩

২০৯। হে কৃষ্ণ! তুমি খাণ্ডববন-দাহন করিয়া জগতের পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছিলে।—মভা: আদি ২৩০।৫

২১০। হে কৃষ্ণ! তুমি (খাণ্ডব-দাহন অন্তে) শিল্পী ময়দানবকে সঙ্গে লইয়া অর্জুনসহ যমুনাপুলিনে আসিয়াছিলে।

—মভা: আদি ২৩০।১৫-১৯

(১) জনহিত:—

দদাহ সহ কৃষ্ণাভ্যাং জনয়ঙ্গগতোহিতম্—মভা: আদি ২৩০।৫

৩৬। নব-শিল্পোদ্ভাবন

[ইন্দ্রপ্রস্থ]

২১১।	কৃতজ্ঞ-কারু-প্রচোদিত	কৃষ্ণ
২১২।	কিঞ্চিচ্চিস্তিতোদীরিত	কৃষ্ণ
২১৩।	পাণ্ডব-রাজ-সভা-নিদেশ	কৃষ্ণ
২১৪।	নু-দানব-নৈপুণ্যোপদেশ	কৃষ্ণ
২১৫।	মানব-বিশ্বয়োৎপাদন	কৃষ্ণ
২১৬।	শিল্প-সমন্বয়োদ্ভাবন	কৃষ্ণ (১)

মহাভারত সভা পর্ব-নীলা

২১১। হে কৃষ্ণ! তুমি দানব শিল্পাচার্য্য ময় কর্তৃক কিছু সেবা-গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে প্রার্থিত হইয়াছিলে।—মভা: সভা: ১।২

২১২। হে কৃষ্ণ! তুমি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া তাহাকে একটি সেবার আদেশ দিয়াছিলে।—মভা: সভা: ১।১০

২১৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (ইন্দ্রপ্রস্থের) রাজা পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের জন্ত একটি রাজ-সভা নির্মাণের নির্দেশ দিয়াছিলে।—মভা: সভা: ২।১১

২১৪। হে কৃষ্ণ! তুমি সেই সভা নির্মাণে মানব ও দানব শিল্পের পূর্ণ নৈপুণ্য প্রদর্শনের ইচ্ছা করিয়াছিলে।—মভা: সভা: ১।১৬

২১৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (সেই অপূর্ণ রাজসভা নির্মাণ করাইয়া) নরলোকের বিশ্বয় উৎপাদন করিয়াছিলে।—মভা: সভা: ১।১২

২১৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (এই কার্য্য দ্বারা মানব ও দানব দুইটি ভিন্ন) শিল্প নৈপুণ্যের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলে।—মভা: সভা: ১।১৩

(১) শিল্প-সমন্বয়:—

যত্র দিব্যানভিপ্রায়ান্ পশ্বেম হি কৃতান্শ্চয়া

অশ্বরান্ মানুবাংশ্চৈব সভাং তাং কুরুবৈ ময়। মভা: সভা: ১।১৫

৩৭। শিষ্ট-আচরণ

[ইন্দ্রপ্রস্থ]

২১৭।	পিতৃ-স্বম্-পাদ-প্রণত	কৃষ্ণ
২১৮।	ভীম-যুধিষ্ঠির-সঙ্গত	কৃষ্ণ
২১৯।	ধনঞ্জয়-প্ৰেমালিঙ্গিত	কৃষ্ণ
২২০।	যমজ-ভ্রাতাভিনন্দিত	কৃষ্ণ
২২১।	শৈব্য-বলাহক-বাহিত	কৃষ্ণ
২২২।	স্বরথ-দারকা-প্রস্থিত	কৃষ্ণ

মহাভারত সভা পর্ব-নীলা

২১৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (বিশ্ব-বিস্ময়কর রাজসভা নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া) দ্বারাবতী প্রস্থানকালে পিতৃস্বম্ কুন্তীর চরণে প্রণত হইয়াছিলে।—মভাঃ সভাঃ ২।৩

২১৮। হে কৃষ্ণ! তুমি যাত্রাকালে (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) যুধিষ্ঠির ও ভীমকে প্রণাম করিয়াছিলে।—মভাঃ সভাঃ ২।২৩

২১৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (সমবয়স্ক সখা) ধনঞ্জয় কর্তৃক সপ্ৰেমে গাঢ় আলিঙ্গিত হইয়াছিলে।—মভাঃ সভাঃ ২।২০

২২০। হে কৃষ্ণ! তুমি (কনিষ্ঠ) দুই যমজ ভ্রাতা (নকুল ও সহদেব) কর্তৃক প্রণমিত হইয়াছিলে।—মভাঃ সভাঃ ২।১১

২২১। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার নিজস্ব (১) শৈব্য (২) স্ত্রীব (৩) মেঘ পুষ্প ও (৪) বলাহক নামক (চারি বর্ণের চারি) অশ্বদ্বারা বাহিত হইয়াছিলে।—মভাঃ সভাঃ ২।১৫

২২২। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার (গরুড় ধ্বজ বিশিষ্ট ও দারুক সারথি চালিত) নিজ রথে দারকা প্রস্থান করিয়াছিলে।

—মভাঃ সভাঃ ২।২২-৩০

৩৮। অবন্তি-রাজকন্যা-পরিণয়

[অবন্তিপুত্র]

২২৩।	অবন্তি-পতি-সুতা-কান্ত	কৃষ্ণ
২২৪।	মিত্রবিন্দা-দয়িত-দান্ত	কৃষ্ণ
২২৫।	ব্যাহত-বর-মালাপর্ণ	কৃষ্ণ
২২৬।	কন্যা-হরণাবধারণ	কৃষ্ণ
২২৭।	সকামা-কন্যানুগ্রাহক	কৃষ্ণ
২২৮।	পিতৃ-স্বম্-সুতোদাহক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও গর্গ সংহিতা দ্বারকাখণ্ড-নীলা

২২৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (তৎকালীন ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ রাজা) অবন্তিপতি (জয়সেনের) কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলে। শ্রীভাঃ ১০।৫৮।৩১

২২৪। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজকন্যা মিত্রবিন্দার পরম প্রিয় পতি ও পরম সংযত পুরুষ ছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৫৮।৩০

২২৫। হে কৃষ্ণ! দুর্ধোধনের বশবর্তী বিন্দ ও অম্বুবিন্দ নামক অবন্তিরাজপুত্রদ্বয় তাহাদের ভগিনী কর্তৃক তোমাকে বরমালাপর্ণে বাধা প্রদান করিয়াছিল।—শ্রীভাঃ ১০।৫৮।৩০

২২৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (দুই রাজপুত্রগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বয়ম্বরসভা হইতে-সকামা-কন্যা) আনয়ন অবধারণ করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৫৮।৩১

২২৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (তোমার প্রতি পরম প্রেমপরায়ণা রাজ) কন্যাকে অনুগ্রহ করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৫৮।৩০, গর্গঃ দ্বাঃ ৮।১৭

২২৮। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার (অন্ততমা পিতৃস্বম্ রাজাধি-দেব্যার) কুমারী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলে। শ্রীভাঃ ১০।৫৮।৩১

(১) সকামা :—

আবন্ত্য রাজতনুজাং মিত্রবিন্দাং মনোহরাম্

স্বয়ম্বরে তাং জহার ভগবান্ কল্মষীং যথা—গর্গ সং দ্বাঃ ৮।১৭

৩৯। কোশল-রাজকন্যা-পরিণয় [কোশল-পুর]

২২৯।	কোশল-কন্যা-বাচক	কৃষ্ণ
২৩০।	অশুক-প্রদাতা-বাচক	কৃষ্ণ
২৩১।	বৃষজিচ্ছলভ্য-প্রাবিত	কৃষ্ণ
২৩২।	কৃতান্ন-সপ্তধা-ধাবিত	কৃষ্ণ (১)
২৩৩।	গৃহীত-সত্যা-সযৌতুক	কৃষ্ণ
২৩৪।	কৃত-বৈবাহিক-কৌতুক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত, পদ্মপুরাণ ও গর্গ সংহিতা দ্বারকাখণ্ড-লীলা

২২৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (অরাজা হইয়াও) কোশলের (স্বর্ঘ্যবংশীয়-রাজা) নগ্নজিভের কন্যাপ্রার্থী হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৮।৪৩

২৩০। হে কৃষ্ণ! তুমি (সেই যুগের প্রথমত) কোন কন্যা শুদ্ধ প্রদান না করিয়াই (রাজকন্যা নাগ্নজিভীকে) প্রার্থনা করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৮।৪০

২৩১। হে কৃষ্ণ! তুমি কোশলরাজ কর্তৃক সপ্ত মহাবলবান গো-বৃষকে এক-সঙ্গে দমন রূপ বীর্ঘ্য-শুদ্ধ দিতে আহত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৮।৪০-৪৪

২৩২। হে কৃষ্ণ! তুমি নিজ দেহ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া (সপ্ত কৃষ্ণ রূপে) সপ্ত গো-বৃষ যুগপৎ ধারণ ও দমন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৮।৪৫; পদ্ম: পু: ১৪২।৪, গর্গ: দ্বা: ৮।১৮

২৩৩। হে কৃষ্ণ! তুমি সেই বীর্ঘ্যশুদ্ধ প্রদানে বহু যৌতুকসহ রাজকুমারী সত্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে। শ্রীভা: ১০।৫৯।৪১-৫১

২৩৪। হে কৃষ্ণ! তুমি বহু যৌতুক ও কোশল-রাজগৃহে বহু বৈবাহিক কৌতুক লাভ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৮।৪৮

(১) সপ্তধা:—

নগ্নজিৎ কন্যাকাং সত্যাং দমিষ্টাসপ্তগোবৃষান্

পশুতাং সর্ব লোকানামুপেষমে হরিঃ স্বয়ম্—গর্গ: দ্বা: ৮।১৮

৪০। কেকয়-রাজকন্যা-পরিণয়

[কেকয়পুর]

২৩৫।	কেকয়-কুমারী-কামিত	কৃষ্ণ (১)
২৩৬।	সুভাষিণী-ভদ্রা-নমিত	কৃষ্ণ
২৩৭।	শ্রুতকীর্তি-সুতা-গ্রাহক	কৃষ্ণ
২৩৮।	পিতৃ-স্বম্-কন্যোদাহক	কৃষ্ণ
২৩৯।	সন্তর্দন-ভগিনী-কান্ত	কৃষ্ণ
২৪০।	সর্ব-করণ-মুক্ত-শান্ত	কৃষ্ণ (২)

শ্রীভাগবত ও গর্গ সংহিতা দ্বারকাধিপ-লীলা

২৩৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (অরাজা হইলেও কেকয় রাজা ধৃষ্টকেশুর কন্যাকে) পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৫৬

২৩৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (কেকয় রাজকন্যা) সুভাষিণী ভদ্রা কর্তৃক প্রণমিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৮।৫৬, গর্গ: দ্বা: ৮।১২

২৩৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (বনুদেবের অন্যতমা ভগিনী) শ্রুতকীর্তির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৮।৫৬

২৩৮। হে কৃষ্ণ! তুমি এই (বিবাহ-লীলাতেও) অন্যতমা পিতৃস্বসার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৮।৫৬

২৩৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (এই কন্যার ভ্রাতা) সন্তর্দন প্রভৃতি দ্বারা সাদরে সাকাম্য কন্যা প্রদত্ত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৮।৫৬

২৪০। হে কৃষ্ণ! তুমি বহু দেশীয় ও বহু চরিত্রের কন্যা বিবাহ করিলেও সমস্ত রমণীর কুহক-মুক্ত শান্ত পুরুষ ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৬১।৪

(১) কেকয় :—কৈকেয়রাজতনুজাং ভদ্রাং তু ভগবান হরি:

—গর্গ: দ্বা: ৮।১২

(২) করণ :—পদ্মাস্ত্রযোড়শসহস্রমনঙ্গবার্ণেষশ্চেন্দ্রিয়ংবিমথিতুং

করণৈর্নশেকু:—শ্রীভা: ১০।৬১।৪

শ্রীনাম-ভাগবতম্

১৬১

৪১। মদ্র-রাজকন্যা-পরিণয় (১)

[সকাল]

২৪১।	শোভনা-লক্ষণা-বল্লভ	কৃষ্ণ
২৪২।	ভুবন-কমন-সৌষ্ঠব	কৃষ্ণ
২৪৩।	অভেদ্য-রথাস্ত্র-ভেদন	কৃষ্ণ
২৪৪।	অনায়াস-মংশ-ছেদন	কৃষ্ণ
২৪৫।	অষ্ট-রামা-মুতাভিরাম	কৃষ্ণ
২৪৬।	বরাস্ত্রনা-প্রিয়াআরাম	কৃষ্ণ (২)

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ লীলা

২৪১। হে কৃষ্ণ! তুমি (মহা মাননীয় মদ্ররাজ বৃহৎ সেনের) পরমাসুন্দরী কন্যা লক্ষণার প্রাণবল্লভ ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮৩।১৭

২৪২। হে কৃষ্ণ! তুমি ত্রিভুবনের সকল দৈহিক সৌন্দর্য্যে পরম সুন্দর ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৩২।২১

২৪৩। হে কৃষ্ণ! তুমি লক্ষণা স্বয়ম্বরে মদ্ররাজ স্থাপিত (অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অভেদ্য মংশ চক্র ভেদ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮৩।১২

২৪৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (অর্জুনেরও প্রাণপণ যত্নে অভেদ্য) মংশ চক্র অনায়াসে ছেদন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮৩।২৪-২৫

২৪৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (ভুবনসুন্দরী) অষ্টমহিষী পরিবৃত হইয়া পরম অভিরাম হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮৩।৬

২৪৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (পরম পরিতুষ্টা) বহু বরাস্ত্রনাগণের পরম প্রিয় পতি হইলেও স্বয়ং আশ্রাম পুরুষ ছিলে।—শ্রীভা: ১০।৮৩।৩২

(১) মদ্রদেশ:—পাঞ্জাবে ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী দেশ। ইহার রাজধানীর নাম সকাল। ইহা মাদ্রাজ নহে।

(২) আশ্রামস্ত তন্ত্ৰেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকা:।—শ্রীভা: ১০।৮৩।৩২

৪২। মুর-নরক-নিধন

[প্রাগ্জ্যোতিষপুর]

২৪৭।	হ্রত-ছত্র-কুণ্ডল-জ্ঞাপিত	কৃষ্ণ
২৪৮।	প্রাগ্জ্যোতিষপুর-ধাবিত	কৃষ্ণ
২৪৯।	লৌহিত্যে সমুত্ত-মুরারি	কৃষ্ণ
২৫০।	দুষ্কৃত-নরকাসুরারি	কৃষ্ণ
২৫১।	ভগদত্তাভয়-দায়ক	কৃষ্ণ
২৫২।	দ্রবিণ-দ্বারকা-নয়ক	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত, কালিকাপুরাণ ও হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব-লীলা

২৪৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (১) বরুণের ছত্র (২) দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল (৩) ইন্দ্রের মণি পর্বত প্রভৃতি দেববিশ্ত নরকাসুর কর্তৃক অপহরণ বার্তা, দেবরাজ কর্তৃক জ্ঞাপিত হইয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।২

২৪৮। হে কৃষ্ণ তুমি (নরকাসুরের রাজ্য) প্রাগ-জ্যোতিষপুরে ঐ (দেব সম্পত্তি উদ্ধার জন্ত) গিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।২

২৪৯। হে কৃষ্ণ! তুমি লৌহিত্যের (ব্রহ্মপুত্র নদ) জলযুদ্ধে নরক রাজার সেনাপতি পঞ্চশিরা মুরকে সপুত্র নিধন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৬-১০; কালিকা পু: ১।১৮৭

২৫০। হে কৃষ্ণ! তুমি মহা দুষ্কৃতকারি নরক রাজাকে (হৃদর্শন চক্রে) নিধন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।২১; হরি: বি: ১৩।১২১

২৫১। হে কৃষ্ণ! তুমি (নরক নিধনের পরে) তৎপুত্র ভগদত্তকে অভয় প্রদান পূর্বক পিতৃরাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলে। শ্রীভা: ১০।৫২।৩২

২৫২। হে কৃষ্ণ! তুমি ভূমিপুত্র নরকাসুর সংগৃহীত বিপুল ধনরাশি দ্বারাবর্তীতে আনিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৩৬; হরি: বি: ৬৪।১৮

(১) প্রাগ্জ্যোতিষপুর:—সম্ভবত: আসামের অন্তর্গত কামরূপ বা গৌহাটি নহে। হিমালয়ের উত্তরে কৈলাশের সন্নিকটে ভৌমাসুরের প্রাগ্জ্যোতিষপুর দেখা যায়। গর্গ: বি: ২৫।৫৬-৫৭

শ্রীনাম-ভাগবতম্

১৬৩

৪৩। ঋষিভোদ্ধারণ

[প্রাগ্জ্যোতিষপুর] (১)

২৫৩।	নরকাস্তঃপুর-প্রবিষ্ট	কৃষ্ণ
২৫৪।	দ্ব্যষ্টসহস্র-বামা-দৃষ্ট	কৃষ্ণ
২৫৫।	লাঙ্গিতা-লজ্জা-নিবারক	কৃষ্ণ
২৫৬।	ধার্মিক-ধৰ্মিতা-ধারণ	কৃষ্ণ
২৫৭।	অমাত্য-মানদোদ্ধারণ	কৃষ্ণ (১)
২৫৮।	তাবজ্রপ-ধরোদ্ধাহন	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত ও কালিকা পুরাণ-লীলা

২৫৩। হে কৃষ্ণ! তুমি নরক রাজ্যের স্বরক্ষিত পার্শ্বত্যা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৩২; কালিকা পু: ৪৪।৬০।৩৮

২৫৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (তথায়) নানা রাজ-অন্তঃপুর হইতে বলপূর্বক আনীতা ষোড়শ সহস্র স্ত্রী দেখিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৩৩; ব্র: বৈ: কৃ: ১১২।৩৮; হরি: বি: ৬৪।১৫; বি: পু: ৫১২২

২৫৫। হে কৃষ্ণ! তুমি বলপূর্বক অপহৃত ও ধৰ্মিতা সেই সমস্ত লাক্ষিতা নারীগণের লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৩৫

২৫৬। হে কৃষ্ণ! তুমি পরম ধার্মিক ধৰ্মিতাগণকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সামাজিক মৰ্যাদা দিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৩৬

২৫৭। হে কৃষ্ণ! তুমি মানহীনগণকে স্বয়ং বিবাহ করিয়া সর্বোচ্চ সম্মান দিয়াছিলে।—হরি: বি: ৬৪।৩৩; বি: পু: ৫১২২।৩৩

২৫৮। হে কৃষ্ণ! তুমি ষোড়শ সহস্র দেহ ধারণে একই দিনে ষোড়শ সহস্র ভবনে বিবাহ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫৬।৪১

(১) অমাত্য মানদ:—সেই যুগের বিজয়ী রাজগণ যুদ্ধে পরাজিত শত্রুগণের কুলনারীগণকে হরণ করিয়া উপ-পত্নী করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ এই মহাপাপাচারের প্রতিবাদে নরক স্ত্রীগণকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করিয়াছিলেন।

৪৪। পারিজাত-হরণ

[স্বর্গ-পুর]

২৫৯।	অদিতি-কুণ্ডল-প্রাপিত	কৃষ্ণ
২৬০।	দেবেন্দ্রাবমান-লভিত	কৃষ্ণ
২৬১।	পারিজাত-দ্রুমোৎপাটক	কৃষ্ণ
২৬২।	দেবেশ-কুলিশ-গ্রাহক	কৃষ্ণ
২৬৩।	সত্যভামোদ্যান-স্থাপন	কৃষ্ণ
২৬৪।	স্বশ্রুযমা-মর্ত্য-মাদন	কৃষ্ণ (১)

শ্রীভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব-লীলা

২৫৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (অদিতির কুণ্ডল প্রভৃতি সমস্ত উদ্ধারকৃত) দেব সম্পত্তি স্বর্গে দেবরাজকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৬৮

২৬০। হে কৃষ্ণ! তুমি (স্বর্গের একটি পারিজাত পুষ্পবৃক্ষ সত্যভামার জন্ত যাজ্ঞা করিলে) দেবরাজ তাহা মাল্যরূপে দিতে অস্বীকার করিয়া তোমাকে অপমান করিয়াছিলেন।—হরি: বি: ৭০।৪

২৬১। হে কৃষ্ণ! তুমি নন্দন কানন হইতে বলপূর্বক পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া আনিয়া মর্ত্যের উদ্যানে রোপন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৭০ ; হ: বি: ৭৩ ; বি: পু: ৫।৩০।৩৮ ; ত্র: বৈ: কু: ১১৩।৪১

২৬২। হে কৃষ্ণ! তুমি ক্রোধান্বিত দেবরাজ কর্তৃক বজ্রধারা আক্রান্ত হইলে। তাঁহার উত্তত বজ্র কাড়িয়া লইয়াছিলে বি: পু: ৫।৩০।৩৫

২৬৩। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বর্গের বৃক্ষ পারিজাত মর্ত্যে আনিয়া সত্যভামার গৃহোদ্যানে স্থাপন করিয়াছিলে।—শ্রীভা: ১০।৫২।৪১।

২৬৪। হে কৃষ্ণ! তুমি পারিজাতের স্বর্গীয় স্বষমায় মর্ত্যের আকাশে বাতাসে স্বর্গের উন্মাদনা আনিয়াছিলে। শ্রীভা: ১০।৫২।৪০

(১) স্বশ্রুযমা:—স্থাপিত: সত্যভামায়া গৃহদ্যানোপশোভন:

অশ্বগুহমর্য: স্বর্গাত্মদগদাসব লম্পটা: শ্রীভা: ১০।৫২।৪০.

৪৫। মর্ত্য-স্বর্গ-সৃজন

[দ্বারাবতী]

২৬৫।	কৃত-পুত্রী-স্বর্গ-সমান	কৃষ্ণ
২৬৬।	কৃতেন্দ্র-শীতোষ্ণ-প্রদান	কৃষ্ণ
২৬৭।	কৃত-জরা-গ্নানি-শাসন	কৃষ্ণ (১)
২৬৮।	কৃতানিষ্ট গন্ধ-নাশন	কৃষ্ণ
২৬৯।	কৃত সর্ব-ব্যাধি-হরণ	কৃষ্ণ
২৭০।	কৃত-পূর্ব-জাতি-স্মরণ	কৃষ্ণ (২)

হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব-লীলা

২৬৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (পারিজাত রোপণ করতঃ) দ্বারাবতীকে স্বর্গের সমান স্বাস্থ্য-সম্পন্ন করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৬৯।৬০-৬৫

২৬৬। হে কৃষ্ণ! তুমি পারিজাতের গুণে দ্বারকায় শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতু স্বেচ্ছাধীন করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৬৯।৬০-৬৫

২৬৭। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারকাবাসীর বৃদ্ধ ও দেহের সর্বপ্রকার গ্নানি দূর করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৬৫।২০৩, ৬৫।৫৫

২৬৮। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারাবতী হইতে সর্বপ্রকার অনিষ্ট-গন্ধ সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৬৫।২৭

২৬৯। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারকাবাসীর সর্বপ্রকার রোগ ও দৈহিক ক্লেশ নিবারণ করিয়াছিলে।—হরি: বি: ৭৫।৫৬

২৭০। হে কৃষ্ণ! তুমি পারিজাত সুষমায় দ্বারকাবাসীর পূর্ব জন্মস্মৃতি ফিরাইয়া আনিয়াছিলে।—হরি: বি: ৬৪।৬৭, ৭৫।৫৬

(১) জরাগ্নানি:—বিরোগারোগিণ্যচাসন্ ভ্রাত্বা গন্ধং বনস্পতে:

হরি: বি ৭৫।৫৬

(২) জাতিস্মৃতি:—যমাসাঞ্জন: সর্বোজাতিং স্মরতি গোবিন্দকীম্

হরি: বি: ৬৪।৬৭

৪৬। প্রভাস-মিলন

[শ্রমস্ত-পঞ্চক-প্রভাস] (১)

২৭১।	সূর্যোপরাগ-বিগণন	কৃষ্ণ
২৭২।	স্যমন্ত-পঞ্চকাগমন	কৃষ্ণ
২৭৩।	অভুক্ত-সত্ৰীক-সংযত	কৃষ্ণ
২৭৪।	রাম-হৃদ-সবিধি-স্নাত	কৃষ্ণ
২৭৫।	বৃন্দাবনৌকস-সংবৃত	কৃষ্ণ
২৭৬।	গোপী-গণাধ্যাত্ম্য-সংস্কৃত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ-লীলা

২৭১। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারাবতী অবস্থানকালে একবার পূর্ণ গ্রাস সূর্যগ্রহণ গণনা করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৮২।১

২৭২। হে কৃষ্ণ! তুমি তীর্থস্নান করিতে স্বমন্ত-পঞ্চক তীর্থে (কুরুক্ষেত্রে) আসিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৮২।২

২৭৩। হে কৃষ্ণ! তুমি ষোড়শ সহস্র স্ত্রীসহ উপবাসী থাকিয়া সংযম পালন করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৮২।২, ১০।৮৩।৬-৭

২৭৪। হে কৃষ্ণ! তুমি সমস্ত পত্নীগণসহ তীর্থের বিধিমত রামহৃদে গ্রহণ স্নান করিয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৮২।১০

২৭৫। হে কৃষ্ণ! তুমি এই তীর্থ ক্ষেত্রে বহুবর্ষ পরে ব্রজের গোপ-গোপীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়াছিলে।—শ্রীভাঃ ১০।৮২।১৩

২৭৬। হে কৃষ্ণ! তুমি এই (কুরুক্ষেত্রান্তর্গত) প্রভাস তীর্থক্ষেত্রে তোমার বাল্য-সখি গোপীগণকে গোপনে অধ্যাত্ম্য বিদ্যায় সংস্কৃত করিয়াছিলে—শ্রীভাঃ ১০।৮২।৪৭

প্রভাস :—এই প্রভাস কুরুক্ষেত্রের প্রান্তবাহিনী সরস্বতী নদীতীরে চমসোন্ডেদের নিকটবর্তী বহুদেবের যজ্ঞস্থলী। ইহা পঞ্চ-শ্রোতা সরস্বতী সাগর-সঙ্গমস্থিত প্রভাস ক্ষেত্র নহে।

৪৭। জঙ্ঘম-নারায়ণ কৃষ্ণ

[দ্বারা বতী]

২৭৭।	নমস্তে জঙ্ঘম-নারায়ণ	কৃষ্ণ
২৭৮।	নমস্তে সংযম-পারায়ণ	কৃষ্ণ
২৭৯।	নমস্তে হৃৎকর্ণ-রসায়ন	কৃষ্ণ
২৮০।	নমস্তে সুবর্ণ-স্বস্তায়ন	কৃষ্ণ
২৮১।	নমস্তে সংকর্ষ-পরায়ণ	কৃষ্ণ
২৮২।	নমস্তে তদর্থ-নামায়ণ	কৃষ্ণ (১)

- ২৭৭। হে কৃষ্ণ! তুমি চলমান নারায়ণ। তোমাকে প্রণাম করি।
 ২৭৮। হে কৃষ্ণ! তুমি সংযত জীবনের পরিসমাপ্তি। তোমাকে প্রণাম।
 ২৭৯। হে কৃষ্ণ! তুমি হৃদয় ও কর্ণের রসায়ণ। তোমাকে প্রণাম।
 ২৮০। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বপাপহারি শ্রেষ্ঠ স্বস্তায়ণ। তোমাকে প্রণাম।
 ২৮১। হে কৃষ্ণ! তুমি পরম আশ্রয়। তোমাকে প্রণাম করি।
 ২৮২। হে কৃষ্ণ! তুমি (সর্বভাষার) ঈশ্বর বোধক সর্ব নামের
 মধ্যেই সর্বশক্তিতে পূর্ণরূপে অবস্থিত। তোমাকে প্রণাম করি।

(১) তদর্থনামায়ণ :—“গীতানিনামানিতদর্থকানি”—শ্রীভাঃ ১১।২।৩২

(ক) কৃষ্ণ (সংস্কৃত) = ক্রিম (আরবী) = কীষণ (ফার্সী) = ক্রীম
 (ইজিপ্ট) = কণ্ঠ = (পালী) = কাণ্ঠাইয়া (হিন্দি) = কাহু = কানাই =
 কিষ্ট = কেটে = কুষ্ট (বাংলা) = ক্রুশ (উড়িয়া) = ক্রীজ = (গ্রীক) = শিব =
 কালী = ব্রহ্ম = স্বয়ম্ভু (স্বয়ং = খোদ) = স্বধা (সংস্কৃত) = খোদা
 (ফার্সী) = গোদা (টিউটন) = গড্ = (ইংরাজী) = গড্ (ফ্রেঞ্চ)
 গট্ (জার্মান) প্রত্যেক নামই ঈশ্বরবোধক ও সর্বশক্তিমান।

(খ) “শ্রী” (সংস্কৃত) = “সরিফ” (ফার্সী) = “আল্” (আরবী)
 “দি” ইংরাজী = জী = (হিন্দি) = হের (গ্রীক) গোরব বাচক শব্দ যথা
 শ্রীনাথ, শ্রীভাগবত, কোরাণসরিফ, কাবাসরিফ, আল্লাহ, আল্‌করিম
 হেরক্লীজ, নাথজী কীষণজী রাম-জী। দি লর্ড দি বাইবেল।

৪৮। লীলা-নরাবতংশ কৃষ্ণ

[দ্বারাবতী]

২৮৩।	নমস্তে লীলা-নরাবতংশ	কৃষ্ণ
২৮৪।	নমস্তে স্বভক্ত-হৃদ্বংশ	কৃষ্ণ
২৮৫।	নমস্তে রণ-জিদনৃশংশ	কৃষ্ণ
২৮৬।	নমস্তে বহুরামারিরংশ	কৃষ্ণ
২৮৭।	নমস্তে হিংসিতাজিঘাংশ	কৃষ্ণ
২৮৮।	নমস্তে শস্ত্র-বিদহিংস	কৃষ্ণ

১৮৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (সর্বযুগের) লীলাপুরুষ-গণের অলঙ্কার স্বরূপ। তোমাকে প্রণাম করি।

২৮৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (সর্বদেশের) ভাগবত নরনারীর হৃদয় সরোবরের হংস স্বরূপ। তোমাকে প্রণাম করি।

২৮৫। হে কৃষ্ণ! তুমি বহু রণ-জয়ী হইলেও পরাজিত শত্রুর প্রতি চিরদিন অনুশংস ছিলে। তোমাকে প্রণাম করি।

২৮৬। হে কৃষ্ণ! তুমি বহু বরাধনার বল্লভ হইলেও নিয়ত অকামুক ছিলে। তোমাকে প্রণাম করি।

২৮৭। হে কৃষ্ণ! তুমি বহুজন কতৃক হিংসিত হইলেও কাহাকে হিংসা কর নাই। তোমাকে প্রণাম করি।

২৮৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (ব্রহ্মাঙ্গ প্রভৃতি) সর্বাযুধ সমন্বিত থাকিয়াও সর্বক্ষেত্রেই অহিংস ছিলে। তোমাকে প্রণাম করি।

(গ) (সংস্কৃত) নাথ—(আবী) লাহ্—লাত্—(হিব্রু) ইলোহা (শ্রাক্সন) ফ্লাফ্, লাভার্ড—(ইংরাজী) লর্ড। প্রভু অর্থবোধক।

(ঘ) শ্রীনাথ—আল্লাহ্—নাথজী—দি লর্ড—শ্রীকৃষ্ণ—আল্‌করিম্

(ঙ) (সংস্কৃত) “গৌরীনাথ”—(আবী—“গেরিলাত্”—(ইসলাম-পূর্ব আরবের প্রধান দেবতার নাম)

৪৯। পতিত-পাবন কৃষ্ণ

[দ্বারাবতী]

২৮৯।	নমস্তে-পতিত-পাবন	কৃষ্ণ
২৯০।	নমস্তে-ভুবন-ভাবন	কৃষ্ণ
২৯১।	নমস্তে-প্রণত-ধাবন	কৃষ্ণ
২৯২।	নমস্তে-প্রলয়-রাবণ	কৃষ্ণ
২৯৩।	নমস্তে-দুরিত-দ্রাবণ	কৃষ্ণ
২৯৪।	নমস্তে-অমৃত-স্রাবণ	কৃষ্ণ

২৮৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (যুগে যুগে ভারতে আবির্ভূত হইয়া তোমার চরিতামৃত) সমস্ত পতিতকে পবিত্র কর। তোমাকে প্রণাম করি।

২৯০। হে কৃষ্ণ! তুমি (এক ও অদ্বিতীয় হইয়াও বহু হইবার বাসনায়) তোমার মানসে এই বিশ্বের স্রষ্টা। তোমাকে প্রণাম করি।

২৯১। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার চরণে প্রণত জনকে (নানা সম্পদ ও বিপদ সলিলে) ধৌত করিয়া গ্রহণ কর। তোমাকে প্রণাম করি।

২৯২। হে কৃষ্ণ! তুমি (সৃষ্টি ও স্থিতিকালে শাস্ত্রস্বরূপ হইলেও) প্রলয়ে করাল ধ্বনিতে আত্মপ্রকাশ কর। তোমাকে প্রণাম করি।

২৯৩। হে কৃষ্ণ! তুমি নিরাশ্রয় ও অত্যাচারিত মানবের সমস্ত দুঃখ পাপরাশি দূর করিয়া দাও। তোমাকে প্রণাম করি।

২৯৪। হে কৃষ্ণ! তুমি "স্রাবণের ধারার মত" করুণামৃত বর্ষণে ভক্ত জনকে সুধারসে প্রাবিত্র কর। তোমাকে প্রণাম করি।

(১) দুরিতদ্রাবণ :—সেই যুগের দুষ্ট রাজন্তবর্গের দুর্নীতির ফলে লক্ষ লক্ষ ধর্মিতা ও বিধবা নারী সমাজপতিগণ কর্তৃক পরিত্যক্তা ও নিরাশ্রয়া হইয়া পাপ জীবন যাপনে বাধ্য হইতেন। এই পাপাচার দূর করিতে শ্রীকৃষ্ণ নরকরাজের অন্তঃপুরে বন্দিনী ষোড়শ সহস্র ধর্মিতাকে দ্বারাবতীর কল্যাণ রাষ্ট্রে আনিয়া শাস্ত্রমতে বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভজাত পুত্রগণের নিকটে পরে সমস্ত রাজন্ত নতি স্বীকার করেন।

৫০। পুরুষ-প্রধান কৃষ্ণ

[দ্বারাবতী]

২৯৫।	নমস্তে-পুরুষ-প্রধান	কৃষ্ণ (১)
২৯৬।	নমস্তে-সমস্তাবধান	কৃষ্ণ
২৯৭।	নমস্তে-কল্যাণ-নিধান	কৃষ্ণ
২৯৮।	নমস্তে-স্ববুদ্ধি-বিধান	কৃষ্ণ (২)
২৯৯।	নমস্তে-পীত-পরিধান	কৃষ্ণ
৩০০।	নমস্তে-বিশ্ব-সমাধান	কৃষ্ণ

২৯৫। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রধান পুরুষ। (লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রথিত।) তোমাকে প্রণাম করি।

২৯৬। হে কৃষ্ণ তুমি বিশ্বের (ব্যক্ত ও অব্যক্ত) (বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যৎ) সমস্তই অবগত আছ! তোমাকে প্রণাম করি।

২৯৭। হে কৃষ্ণ! তুমি জীবের (ইহকাল ও পরকালের) সর্ব কল্যাণের মূল। তোমাকে প্রণাম করি।

২৯৮। হে কৃষ্ণ! তুমি মানবকে স্ববুদ্ধি প্রদান করিয়া শুভকর্মে প্রণোদিত কর। তোমাকে প্রণাম করি।

২৯৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (দ্বাপরাস্তের লীলাদেহে অতসী পুষ্পের ত্রায় পীতবর্ণের বসন পরিধান করিতে। তোমায় প্রণাম করি।

৩০০। হে কৃষ্ণ! তুমি বিশ্বের (সৃষ্টি স্থিতি ও লয় বিষয়ক চিরন্তন ব্রহ্মের) একমাত্র সমাধান। তোমাকে প্রণাম করি।

(১) পুরুষ প্রধান: “অতোহস্মি লোকে বেদেচ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ
গীতা ১৫।১৮

(২) স্ববুদ্ধি বিধান “ধিয়ো যোনাঃ প্রচোদয়াৎ” গায়ত্রী মন্ত্রাংশ

৫৯। প্রজ্ঞান-প্রবুদ্ধ কৃষ্ণ

[দ্বারাবতী]

৩০১।	নমস্তে প্রজ্ঞান-প্রবুদ্ধ	কৃষ্ণ
৩০২।	নমস্তে সৌরভা বরুন্ধ	কৃষ্ণ
৩০৩।	নমস্তে বিজ্ঞান-বিশুদ্ধ	কৃষ্ণ
৩০৪।	নমস্তে নিয়ত-নিরুদ্ধ	কৃষ্ণ
৩০৫।	নমস্তে প্রণয়-প্রলুন্ধ	কৃষ্ণ
৩০৬।	নমস্তে কুহকাবিশুদ্ধ	কৃষ্ণ

৩০১। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্ববাস্থ্য প্রজ্ঞানে প্রবুদ্ধ (নিত্য জাগ্রত)। তোমাকে প্রণাম করি।

৩০২। হে কৃষ্ণ! তুমি (সর্বলীলার মধ্যেই) দেহ ও মনে নিত্য অবিকৃত। তোমাকে প্রণাম করি।

৩০৩। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সদা নির্মল রহিয়াছ। তোমাকে প্রণাম করি।

৩০৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (ইন্দিয়ারাম নহ) নিয়ত আত্মারাম অবস্থায় সমাধিস্থ রহিয়াছ। তোমাকে প্রণাম করি।

৩০৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (একমাত্র ভক্ত হৃদয়ের) অনাবিল প্রেমামৃত রস প্রলুন্ধ। তোমাকে প্রণাম করি।

৩০৬। হে কৃষ্ণ! তুমি কদাচ কোন নর-নারীর কোন কুহক্ ছলনা বা মায়্যা দ্বারা বঞ্চিত হও নাই। তোমাকে প্রণাম করি।

৫২। স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ

[দ্বারাবতী]

৩০৭।	ত্বং স্বয়ং ভগবান্ নমস্তে	কৃষ্ণ
৩০৮।	ত্বং শাস্ত্র-ভক্তমান্ নমস্তে	কৃষ্ণ (১)
৩০৯।	ত্বং রাষ্ট্রকুদরাজ নমস্তে	কৃষ্ণ
৩১০।	ত্বং জগদ্ধিৎ-সুপ্রজ নমস্তে	কৃষ্ণ
৩১১।	জয়তু ভারতী-সংস্কৃতিঃ	কৃষ্ণ
৩১২।	জীবতু পূর্ণেন্দু-প্রগতিঃ	কৃষ্ণ

ইতি শ্রীনাম ভাগবতে শ্রীঘোষঠাকুর কৃতে

শ্রীদ্বারাবতী লীলা-নামধেয়া-চতুর্থাঙ্কলিঃ

৩০৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (সর্ব আৰ্য্য শাস্ত্র সম্মত) স্বয়ং ভগবান্ ।
তোমাকে প্রণাম করি ।

৩০৮। হে কৃষ্ণ! তুমি সমস্ত ধর্ম শাস্ত্রের মূর্তিমান্ বিগ্রহ ।
তোমাকে প্রণাম করি । শ্রীভাঃ ১০।৮৫।৪২

৩০৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (স্বয়ং দ্বারাবতীতে) কল্যাণরাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া
কদাচ সেই রাজ্যেও রাজা হও নাই । তোমাকে প্রণাম করি ।

৩১০। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বভূত হিতকারী (বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ)
প্রজার ভূমিকায় লীলা করিয়াছ । তোমাকে প্রণাম করি ।

৩১১। হে কৃষ্ণ! (তোমার মহা-মহিমাযিত জীবন ও বাণী
অল্পশীলন রূপ) ভারতীয় সংস্কৃতি সর্ব বিশ্ব জয়যুক্ত হউক ।

৩১২। হে কৃষ্ণ! তোমার (দাসানুদাস) পূর্ণেন্দুর এই আকৃতি-
ময় প্রণাম (ভাষাভাষান্তরে) জীবন্ত হউক ।

(১) শাস্ত্রতত্ত্বঃ “বিশুদ্ধ সম্বাদ্যাদ্বয়ি শাস্ত্র শরীরিণি

শ্রীভাঃ ১০।৮৫।৪২

শ্রী নাম-ভাগবতম্

শ্রীপিণ্ডারক-লীলা

[এক-সপ্ততি বর্ষ হইতে পঞ্চ-সপ্ততি বর্ষ পর্য্যন্ত]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥

১। দ্বাপয়ান্তে কৃষ্ণ-পরিবেশ

[দ্বারাবতী]

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------|
| ১। | শ্রামল-কলেবরাবৃত | কৃষ্ণ |
| ২। | শ্রাম-পুত্র-পৌত্র-সংবৃত | কৃষ্ণ (১) |
| ৩। | শ্রামোদ্ধবাজ্জুনালিঙ্গিত | কৃষ্ণ |
| ৪। | শ্রাম-সখী-কৃষ্ণা-শংসিত | কৃষ্ণ |
| ৫। | শ্রাম-সৌভদ্র-দ্রোণ-সুখ্যাত | কৃষ্ণ (২) |
| ৬। | শ্রামাঙ্গ-শুক-ব্যাস-ব্যাখ্যাত | কৃষ্ণ |

মহাভারত, শ্রীভাগবত ও গর্গ-সংহিতা অশ্বমেধ-পর্বলীলা

- ১। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বাপর লীলায় শ্রাম দেহে আবৃত শ্রীভা: ১০।৩৩
- ২। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রাম-বর্ণ পুত্র পৌত্রে পরিবৃত । শ্রীভা: ১০।৫৫।২৭.
- ৩। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামবর্ণ সখা উদ্ধব ও অর্জুন কর্তৃক আলিঙ্গিত ।
শ্রীভা: ১০।৪৭।২
- ৪। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামবর্ণা সখী দ্রোণদ্বী কর্তৃক প্রশংসিত ।
- ৫। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রাম সৌভদ্র ও দ্রোণ সুখ্যাত । মভা: ২২০।৭৭
- ৬। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামাঙ্গ শাক্ত-বক্তা শুক ব্যাস কর্তৃক ব্যাখ্যাত

(১) শ্রামপুত্র : “কৃষ্ণাকারান্ কৃষ্ণ পুত্রান্ কৃষ্ণ পৌত্রাংশ্চ স্মরান”

গর্গ অশ্ব: ৪৭।১২

(২) শ্রাম সৌভদ্র : “কৃষ্ণশ্চ সদৃশং শৌর্য্যে বীর্য্যে রূপে তথাকর্ত্তো”

মভা: আ: ২২০।৭৭

২। উগ্রসেনের-রাজসূর-যজ্ঞ

[দ্বারাবতী]

৭।	কৃতোগ্র-সেন-যজ্ঞ-রাজ	কৃষ্ণ
৮।	স্বয়মাস্থিত-ভৃত্য-প্রজ	কৃষ্ণ (১)
৯।	শ্রাবিত রাজসূয়েপ্তিত	কৃষ্ণ
১০।	যজ্ঞপতি-কীর্ত্যভিস্পিত	কৃষ্ণ
১১।	জম্বু-জয়-বীটি প্রস্তাবন	কৃষ্ণ
১২।	প্রহ্ম-প্রগ্রহ-প্রীণন	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত ও গর্গ সংহিতা বিশ্ব-জিত খণ্ড-লীলা

৭। হে কৃষ্ণ! তুমি উগ্রসেনকে (দ্বারাবতীতেও) যজ্ঞরাজ করিয়াছিলে। গর্গঃ বিঃ ১।৫

৮। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রজারূপে বাস করিতে। শ্রীভাঃ ১০।৪৬।১৪

৯। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজা উগ্রসেন কর্তৃক রাজসূর যজ্ঞ সম্পাদনের ইচ্ছা জ্ঞাপিত হইয়াছিলে। গর্গঃ বিঃ ২।৩

১০। হে কৃষ্ণ! তুমি যজ্ঞরাজের বিশ্বব্যাপী কীর্তি ইচ্ছা করিয়াছিলে। গর্গঃ বিঃ ২।৬।৭

১১। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজসূয়ের অঙ্গ বিশ্বজয়ের নেতৃত্ব জগৎ তাশূল বিটিকা প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলে। গর্গঃ-বিঃ ২।৬

১২। হে কৃষ্ণ! তুমি (তোমার তৃতীয় ব্যূহ) প্রহ্ম বিশ্বজয়ের প্রতিজ্ঞা করিয়া তাশূল গ্রহণ করায় পরম প্রীত হইয়াছিলে। গর্গঃ বিঃ ২।১০

(১) ভৃত্য প্রজা—উগ্রসেনকে মথুরা সিংহাসন প্রদানকালে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে যজ্ঞরাজ বিশ্বের সমস্ত দেবতা ও নরপতিগণের কর-গ্রাহী সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ সদা ভৃত্যই থাকিবেন। এই বাক্য সত্য করিয়াছিলেন।

মণিভৃত্য উপাসীনে ভবতো বিবুধানয়ঃ

বলিং হরন্ত্যবনতা কিমুতাগ্নে নরাধিপাঃ শ্রীভাঃ ১০।১৫।১৪

৩। নারায়ণী-সেনা সংগঠন

[দ্বারাবতী]

১৩।	দুর্মদাভীর-সংগঠন	কৃষ্ণ
১৪।	অগণ্য-গোপসংগ্রহ	কৃষ্ণ
১৫।	সংশপ্তক-সেনা-শিক্ষণ	কৃষ্ণ
১৬।	নারায়ণী-নাম-করণ	কৃষ্ণ
১৭।	কৌরব-বাসনোত্তারণ	কৃষ্ণ
১৮।	নিঃশেষ-বিনশন মারণ	কৃষ্ণ (২)

গর্গ সংহিতা ও মহাভারত উদ্যোগ পর্ব

১৩। হে কৃষ্ণ! তুমি দুর্দ্ব বিচ্ছিন্ন আভীর গোপ জনতাকে অশৃঙ্খল সেনাবাহিনীতে সংগঠিত করিয়াছিলে।—মভা: উ: ৭।১৮

১৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (যদুরাজ উগ্রসেনের রাজস্বয় যজ্ঞ উপলক্ষে বিশ্বজয় হেতু) অগণন সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলে।—গর্গ বি: ৪।২২

১৫। হে কৃষ্ণ! তুমি এই সেনাদলকে যুদ্ধে যুত্ম-পণ-কারী বীর যোদ্ধারূপে অশিক্ষিত করিয়াছিলে। মভা: ৭।১৮

১৬। হে কৃষ্ণ! তুমি ইহার “নারায়ণী সেনা” নাম দিয়াছিলে। মভা: উ: ৭।১৮

১৭। হে কৃষ্ণ! তুমি দুর্যোধনকে (কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এই নারায়ণী সেনার সাহায্য প্রাপ্তির) আশা সমুদ্র পার করিয়াছিলে। মভা: উ: ৭।১৮

১৮। হে কৃষ্ণ! তুমি (অর্জুন দ্বারা এই সেনা) কুরু রণাঙ্গনে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছিলে।—মভা: দ্রো: ১৭-৩২ অধ্যায়

(১) নারায়ণী সেনা:— মৎসংহনন তুল্যানাং গোপানামবুদং মহত্
নারায়ণী ইতি খ্যাতা: সর্বে সংগ্রাম যোধিন:।

মভা: উ: ৭।১৮

(২) নিঃশেষ মারণ:—কুরুযুদ্ধে দুর্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা মধ্যে এক অর্জুন (অষ্ট অক্ষৌহিনী) নারায়ণী সেনা শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত এবং অর্জুন স্বয়ং এই সেনা সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। মভা: দ্রো: ১৭-৩২

৪। নারায়ণী-সেনার-বিশ্ব-জয়-যাত্রা

[দ্বারাবতী]

১৯। চতুর্বাহনক-বিশ্বয়	কৃষ্ণ:
২০। পুত্র-পৌত্র-বাহ-বিজয়	কৃষ্ণ
২১। প্রহ্মানিরুদ্ধ-বন্দিত	কৃষ্ণ
২২। উদ্ধব-সচিব-নন্দিত	কৃষ্ণ
২৩। অষ্টাদশ-রথী-সংস্কৃত	কৃষ্ণ
২৪। অগণিত-কার্ষি-সংযুত	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবৎ—ও গর্গসংহিতা বিশ্বজিৎ খণ্ডনীলা

১৯। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বয়ং সংকর্ষণ প্রহ্মান্ন অনিরুদ্ধ এই চারি মূর্তিতে ও নামে চতুর্বাহরূপে মহাবিশ্বস্বরূপ ছিলে। গর্গঃবিঃ ৪।২৮

২০। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রহ্মান্ন ও পৌত্র অনিরুদ্ধ বাহরূপে বিশ্ব বিজয়ীলা করিয়াছিলে। গর্গঃ বিঃ ৪।৮

২১। হে কৃষ্ণ! তুমি বিশ্ববিজয় যাত্রাকালে অধিনায়ক পুত্র প্রহ্মান্ন ও পৌত্র অনিরুদ্ধ কর্তৃক বন্দিত হইয়াছিলে। গর্গঃ বিঃ ৪।২০

২২। হে কৃষ্ণ! তুমি বিশ্ব-জিৎ সেনাপতির উপদেষ্টা রূপে বুদ্ধি সত্তম সখা উদ্ধবকে প্রেরণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলে। গর্গঃ বিঃ ৪।১২

২৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (নারায়ণীসেনার সঙ্গী তোমার) অষ্টাদশ মহারথী পুত্র পৌত্র কর্তৃক যাত্রাকালে সংস্কৃত হইয়াছিলে।

গর্গঃ বিঃ ৪।১২

২৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (এই যাত্রায়) তোমার অগণিত (কৃষ্ণবর্ণ) পুত্র পৌত্রকে সংযুক্ত করিয়াছিলে তাঁহারা সকলেই বিশ্ববিজয়ী।

(১) অষ্টাদশরথী:—শ্রীকৃষ্ণের অগণিত পুত্রগণ মধ্যে অষ্টাদশ জন রথী ছিলেন:—প্রহ্মান্নোশ্চানিরুদ্ধশ্চ দীপ্তিমান্ ভানুরেবচ

শাধোমধুবৃহদান্ন চিত্রভানুবকোরূপঃ

পুঙ্করোবেদবাহশ্চ শ্রুতদেবহ্ননন্দনঃ

চিত্রকেতু বিরূপশ্চ কবিত্তগ্রেধএবশ্চ গর্গঃ বিঃ ৪।২০-২১

৫। নারায়ণী-সেনার পশ্চিম-ভারত বিজয়

[মহারাষ্ট্র, মাহিন্তী, কঙ্কণ, কুটক, শূর্পারক, সহাদ্রি, কেরল, তৈলঙ্গ]

২৫।	মহারাষ্ট্র-মাহিন্তী-জিৎ	কৃষ্ণ
২৬।	কুটক-কোঙ্কণ-কর-ভৃৎ	কৃষ্ণ
২৭।	শূর্পারকপুর-বলি-ভৃৎ	কৃষ্ণ
২৮।	সহাদ্রি-বিষয়-বশী-কৃৎ	কৃষ্ণ (১)
২৯।	কেরল-নরেশ-নমন	কৃষ্ণ (২)
৩০।	তৈলঙ্গাধিপতি-দমন	কৃষ্ণ

গর্গ-সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-লীলা

- ২৫। হে কৃষ্ণ! তোমার নারায়ণী সেনা (পশ্চিম ভারতে)
নর্মদা তীরস্থ মাহিন্তী ও মহারাষ্ট্র রাজ্য জয় করে।—গর্গ বিঃ ৬।৩৪
- ২৬। হে কৃষ্ণ! তুমি তৎপরে কঙ্কন ও কুটক (ধারওয়ার) রাজ্য
হইতে কর গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গঃ ১০।১, ১৪
- ২৭। হে কৃষ্ণ! তুমি শূর্পারক (সুরাট) রাজ্য হইতে যজ্ঞ কর
গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গ বিঃ ১০।১৬
- ২৮। হে কৃষ্ণ! তুমি সহাদ্রি (পশ্চিমঘাট পর্বতমালা) প্রদেশের
রাজ্যসমূহ বশীভূত করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১৫।২
- ২৯। হে কৃষ্ণ! তুমি কেরল (মালাবারের কানাড়া প্রদেশ)
নরপতিকে নমিত করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১০।১২
- ৩০। হে কৃষ্ণ! তুমি তৈলঙ্গ (তেলিঙ্গানা) রাজ্যাধিপতিকে
দমন করিয়া কর গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২০।২০

(১) সহাদ্রি প্রদেশে গোকর্ণ, ঋত্মুকু প্রভৃতি ও অন্যান্য প্রদেশে
বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল সমস্ত রাজ্যের নামোল্লেখ হইল না।

(২) কেরল—অষ্টমঃ কেরলাধীশঃ শ্রীমহাবর্ত্তান্ত মনুখাৎ
দদৌ তস্মৈ বলিং শীঘ্রং প্রত্নায় মহাশ্বনে।

—গর্গঃ বিঃ ১০।১২

৬। শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষ

[বিদ্যা প্রদেশ চল্লিকাপুর]

৩১।	চল্লিকাপুর-নাথার্হিত	কৃষ্ণ (১)
৩২।	চৈত্য়-শিশুপাল-গর্হিত	কৃষ্ণ
৩৩।	গৌরাঙ্গ-পিতৃ-কুলাদ্বিত	কৃষ্ণ
৩৪।	সাম্বয়-শ্রামাঙ্গ-নিন্দিত	কৃষ্ণ (২)
৩৫।	আভীর-জাত-সুপ্রথিত	কৃষ্ণ
৩৬।	রাজশ্রামাঙ্গ-সংশয়িত	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-লীলা

৩১। হে কৃষ্ণ! তুমি (বিদ্যা প্রদেশস্থিত চেদিরাজধানী) চল্লিকাপুর পতি (দমঘোষ কর্তৃক) পূজিত হইয়াছিলে।—গর্গ বি ২।৩২

৩২। হে কৃষ্ণ! তুমি (চেদিরাজ দম ঘোষ পুত্র) শিশুপাল কর্তৃক ভৎসিত হইয়াছিলে।—গর্গ বি: ৭।১৫

৩৩। হে কৃষ্ণ! তুমি গৌরাঙ্গ পিতা ও পিতামহের কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গ বি: ৭।১৫

৩৪। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বয়ং এবং তোমার পুত্র পৌত্রাদি বংশধরগণ কৃষ্ণাঙ্গ থাকায় (শ্বেতাঙ্গ রাজন্তগণ কর্তৃক) নিন্দিত হইতে। গর্গ বি ৭।১৪

৩৫। হে কৃষ্ণ! তুমি আভীর বংশীয় নন্দ গোপাঙ্গজ বলিয়া পূর্ব হইতে সর্বজন পরিচিত ছিলে।—গর্গ বি: ৭।১৪

৩৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (ক্ষত্রিয় বহুদেব কর্তৃক স্বপুত্র স্বীকৃত হইলেও) (গৌরবর্ণ রাজন্তগণ) তোমার ক্ষত্রিয়ত্বে সংশয়িত ছিলেন।

—গর্গ বি: ৭।১৫ ; ঙ: বৈ: পু: ১১৬।১৭-২৬

(১) চল্লিকাপুর—অপর নাম শক্তিমতীপুর। (কেন) ভীয়ে অবস্থিত।

(২) শ্রামাঙ্গ—আভীরশ্রাপিনন্দন্ত পূর্ব পুত্র প্রকীর্ণিত:

বহুদেব মন্ত্রতে তং মৎপুত্রোহয়ং গত ত্রপঃ। গর্গ বি: ৭।১৪

বহুদেবাদ্ গৌরবর্ণাদয়ং শ্রাম: কুতোভবং

পিতামহোপি গৌরশ্চ দুঃখহান্ত মিদং বচঃ। গর্গ বি: ৭।১৫

৭। নারায়ণী-সেনান্য দক্ষিণ-ভারত ও লক্ষা বিজয়

[কুণ্ডিন, কুন্তল, দক্ষিণ-মথুরা, মল্লার, সেতুবন্ধ, লক্ষা]

৩৭।	কুণ্ডিন-পুর-পত্যাদৃত	কৃষ্ণ
৩৮।	কুন্তল-নাথ-নমস্কৃত	কৃষ্ণ (১)
৩৯।	মল্লারোপকূল-নমন	কৃষ্ণ
৪০।	দক্ষিণ-মথুরা-দমন	কৃষ্ণ
৪১।	রাম-সেতু-বন্ধ-স্বপন	কৃষ্ণ
৪২।	লক্ষা-পতি-বলি-গ্রহণ	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-নীলা

৩৭। হে কৃষ্ণ! তুমি বিদর্ভ রাজধানী কুণ্ডিনপুর (আধুনিক বেরার) পতি-কর্তৃক সমাদৃত হইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১২।৮,৯

৩৮। হে কৃষ্ণ! তুমি কুন্তল (গবালিয়র) রাজ কর্তৃক সমাদৃত হইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১২।১১

৩৯। হে কৃষ্ণ! তুমি মল্লার উপকূল (ত্রিবাঙ্গুর রাজ্যে মালাবার) অবনমিত করিয়াছিলে।—গর্গ: বি ১৩।১৩

৪০। হে কৃষ্ণ! তুমি দক্ষিণমথুরারাজ্য (মাহুরা) জয় করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১৩।১৪

৪১। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রীরামচন্দ্রের নির্মিত সেতুবন্ধ তীরে স্নান করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১৩।১৫

৪২। হে কৃষ্ণ! তুমি ভারতের দক্ষিণস্থ লক্ষা (সিলোন) দ্বীপের রাক্ষস রাজার উপহার গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১৩।১৫

(১) কুন্তল দেশ:—কৌন্তলকপুর=কোটলক পুর কেরল প্রদেশে অবস্থিত। মতান্তরে “গবালিয়র” মতান্তরে মহীশূর রাজ্যের কন্নুর জেলার অন্তর্গত সরিনাল। আমরা গবালিয়রই যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

৮। নারায়ণ-সেনার দক্ষিণ-পূর্ব-ভারত-বিজয়

[দ্রাবিড়, শ্রীরঙ্গ, কামকার্ষী, কাঞ্চীপুর, মহেন্দ্র, কলিঙ্গ]

৪৩। দ্রাবিড়াধিপতি-দমন কৃষ্ণ (১)

৪৪। শ্রীরঙ্গ-নরপতি-নমন কৃষ্ণ

৪৫। কাম-কার্ষী-পতি-পূজিত কৃষ্ণ

৪৬। কাঞ্চীপুর-নরেশাচিত কৃষ্ণ

৪৭। মহেন্দ্রাধিরাজ-বলি-ভৃৎ কৃষ্ণ (২)

৪৮। কলিঙ্গাধীশ্বর-বশী-কৃৎ কৃষ্ণ (৩)

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-শীলা

৪৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (ক্রমশঃ দক্ষিণ পূর্বভারতে প্রবেশ করিয়া) দ্রাবিড় দেশ জয় করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১৪।১৫

৪৪। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রীরঙ্গপত্তনের নরপতিকে নমিত করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১৪।১

৪৫। হে কৃষ্ণ! তুমি কামকার্ষীর রাজ্য কতৃক পূজিত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১৪।১

৪৬। হে কৃষ্ণ! তুমি কাঞ্চীপুর (কাঞ্চীভূম) রাজকতৃক সম্মানিত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১৪।১

৪৭। হে কৃষ্ণ! তুমি মহেন্দ্র-দেশাধিপতির নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১৪।১৮

৪৮। হে কৃষ্ণ! তুমি কলিঙ্গাধিপতিকেও বশীভূত করিয়াছিলে গর্গঃ বিঃ ৫।১৩

(১) দ্রাবিড়ঃ—মাদ্রাজ হইতে শ্রীরঙ্গপত্তন পর্য্যন্ত ভূভাগ। ইহার রাজধানী কাঞ্চীপুর। পরবর্তীকালের চোলরাজ্য।

(২) মহেন্দ্রঃ—উড়িষ্যা হইতে মাদুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্বতমালা।

(৩) কলিঙ্গঃ—আধুনিক উড়িষ্যা, অন্ধ ও মধ্যপ্রদেশের অংশ। পূর্বরাজধানী মণিপুর, পরবর্তী রাজধানী কলিঙ্গনগর (ভুবনেশ্বর)।

৯। নান্নান্ননী-সেনার পূর্বোত্তর-ভারত-বিজয়

[সাগর-সঙ্গম, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, অসীম, কামরূপ, ডামর]

৪৯। সাগর-সঙ্গম-গমন	কৃষ্ণ (১)
৫০। অঙ্গ-নরেশ্বর-দমন	কৃষ্ণ
৫১। বঙ্গাধিপ-দর্প-নাশন	কৃষ্ণ
৫২। পুণ্ড্রাসীম-নাথ-শাসন	কৃষ্ণ
৫৩। কামরূপ-পতি-পূজিত	কৃষ্ণ (২)
৫৪। ডামরপোড়ীশ-নির্জিত	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-নীলা

৪৯। হে কৃষ্ণ! তুমি গঙ্গাসাগর সঙ্গমে (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত) গিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১৪৪১

৫০। হে কৃষ্ণ! তুমি অঙ্গদেশ (মুন্সের ও ভাগলপুর) পতিকে দমন করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১৫১১

৫১। হে কৃষ্ণ! তুমি পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গে প্রাচীন গোড়রাজ্য) ও অসীম (আসাম) পতিকে জয় করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১৫১৭

৫২। হে কৃষ্ণ! তুমি কামরূপ (কামাখ্যা) রাজ কতৃক পূজিত হইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১৫১০২

৫৩। হে কৃষ্ণ! তুমি ডামর দেশাধিপতি উড়ীশকে জয় করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১৫১৩

(১) সাগর সঙ্গম :—প্রাচ্যাদি শিখি যমৌ রাজন্ গঙ্গাসাগর সঙ্গম্

গর্গ বি: ১৪৪১

(২) কামরূপ :—সম্ভবতঃ সেইযুগে কামরূপ রাজ্য উত্তরবঙ্গাধিপতি পৌণ্ড্রক বাহুদেবের অধীন ছিল।

“কামরূপেশ্বর: পুণ্ড্র:”।—গর্গ: বি: ১৪১০

১০। নারায়ণী-সেনার মধ্য-ভারত-বিজয়

[মিথিলা, মগধ, গয়া, কান্ধী, কোশল, প্রয়াগ]

- (১) ৫৫। মৈথিল-জনক-পূজিত কৃষ্ণ (১)
 ৫৬। মগধ-জরাস্মত-নির্জিত কৃষ্ণ
 ৫৭। গয়া-নরেশ্বর-শাসন কৃষ্ণ
 ৫৮। কান্ধী-পতি-গৰ্ব্ব-নাশন কৃষ্ণ
 (২) ৫৯। কোশল-নরেশ-বশী-কৃষ্ণ কৃষ্ণ
 ৬০। প্রয়াগপুরপ-বলি-ভৃৎ কৃষ্ণ

গর্গ-সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-লীলা

৫৪। হে কৃষ্ণ! তুমি মিথিলা (বিহারের ত্রিহত বিভাগ) পতি জনক “বহলাখ” কতৃক পূজিত হইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১৬:৪, ৫২

৫৫। হে কৃষ্ণ! তুমি মগধের (বিহারে পাটনা ও সম্বিহিত রাজগির প্রদেশ) রাজা জরাসন্ধকে জয় করিয়াছিলে।—গর্গ: বি. ১৭:৬৩

৫৬। হে কৃষ্ণ! তুমি গয়া প্রদেশের রাজাকে শাসন করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১৮:২

৫৭। হে কৃষ্ণ! তুমি কান্ধী নরেশের গৰ্ব্ব নাশ করিয়াছিলে।

গর্গ: বি: ১৮:৪

৫৮। হে কৃষ্ণ! তুমি কোশল (অযোধ্যা) নরপতিকে বশীভূত করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১৮:৬

৫৯। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রয়াগ (এলাহাবাদ) রাজের নিকট হইতেও কর গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১৮:৯

(১) জনক:—কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। ইহা মিথিলা দেশের রাজার উপাধি। এই সময় মিথিলার জনক ছিলেন “বহলাখ”। বর্তমান সময়ে যেমন “মিকাদো” (জাপানের রাজার উপাধি) “জার” রাশিয়ার রাজার উপাধি।

১১। নারায়ণী-সেনার মধ্য-ভারত-বিজয়
[বিশালা, উত্তর-কোশল, নয়পাল, নৈমিষ, কারুঘ, কাণ্ডকুজ]

৬১।	বিশালেশোবলি-গৃহীত	কৃষ্ণ
৬২।	উত্তরাধীশ্বরো-পূজিত	কৃষ্ণ
৬৩।	নয়পালেশো-নমস্কৃত	কৃষ্ণ
৬৪।	নৈমিষ নরেশ-প্রণত	কৃষ্ণ (১)
৬৫।	কারুঘাধীশ্বরো নমিত	কৃষ্ণ (২)
৬৬।	কাণ্ডকুজ-পতি শমিত	কৃষ্ণ (৩)

গর্গ সংহিতা বিশ্বজিৎ-খণ্ড-নীল।

৬১। হে কৃষ্ণ! তুমি বিশালার (অবন্তীরাজ্য) রাজা হইতে কর গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১৮।৭, ৮

৬২। হে কৃষ্ণ! তুমি উত্তরকোশলরাজ কর্তৃক পূজিত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১৮।৭

৬৩। হে কৃষ্ণ! তুমি নয়পাল রাজ কর্তৃক নমস্কৃত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১৮।৭

৬৪। হে কৃষ্ণ! তুমি নৈমিষারণ্যের রাজা কর্তৃক প্রণত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১৮।৮

৬৫। হে কৃষ্ণ! তুমি কারুঘ দেশ (রেওয়ারাজ্য) পতি কর্তৃক প্রণমিত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১৮।১৩

৬৬। হে কৃষ্ণ! তুমি কাণ্ডকুজ (কনৌজ) পতিকে শাস্ত করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১৮।১৪

(১) নৈমিষ—সীতাপুর জেলার নিম্ভার। এইস্থানে সীতার পাতাল প্রবেশ হয়। গোমতী নদী তীরস্থিত প্রসিদ্ধ আরণ্য-তীর্থ।

(২) কারুঘ রাজ্য—এই নামে দুইটি রাজ্য ছিল (১) দত্তবজ্রের দেশ (রেওয়ারাজ্য) (২) পৌণ্ড্রক বায়ুদেবের দেশ (উত্তরবঙ্গ)।

(৩) কাণ্ডকুজ :—আধুনিক ফরকাবাদ জেলার কনৌজ।

১২। নারায়ণী-সেনার মধ্য-ভারত-বিজয়

[কম্পিলা, বিন্দুদেশ, বিশ্বদেশ, মথুরা, বৃন্দাবন, নন্দগ্রাম]

৬৭।	কম্পিলোপায়ণ নয়ণ	কৃষ্ণ
৬৮।	বিন্দু-নাথ-বলি গ্রহণ	কৃষ্ণ
৬৯।	বিশ্বদেশেশ্বর-বশী-কৃৎ	কৃষ্ণ
৭০।	মথুর-নরেশ-কর-ভৃৎ	কৃষ্ণ
৭১।	বৃন্দাবন-পরিব্রাজক	কৃষ্ণ
৭২।	শ্রীনন্দ-গ্রামানুগ্রাহক	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-নীলা

৬৭। হে কৃষ্ণ! তুমি কম্পিলার (দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী) রাজা জগদেবের নিকট হইতে উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলে।—
গর্গঃ বিঃ ১৮।১৬

৬৮। হে কৃষ্ণ! তুমি বিন্দু দেশের (অবন্তীপুরের নিকটস্থ রাজ্য) রাজা হইতে কর গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১৮।১৬

৬৯। হে কৃষ্ণ! তুমি বিশ্বদেশের রাজাকে বশীভূত করিয়াছিলে।—
গর্গঃ বিঃ ১৮।১৮

৭০। হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরার রাজা হইতে কর গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১৮।৪২

৭১। হে কৃষ্ণ! তুমি সমস্ত বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়াছিলে।—
গর্গঃ বিঃ ১৮।৫১

৭২। হে কৃষ্ণ! তুমি নন্দগোপের বাসভূমি নন্দগ্রামবাসীগণকে বহু উপহার প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলে। (কোন কর গ্রহণ কর নাই)
—গর্গঃ বিঃ ১৮।৫৩

(১) নন্দগ্রামঃ—বলিঞ্চ নন্দরাজায় দত্তা দত্তা পুনঃ পুনঃ

তৈ পূজিতঃ কৈতিদিনৈঃ স্থিতোভূন্নন্দগোকুলে।

গর্গঃ বিঃ ১৮।৫৩

১৩। ষাদব-কৌরব সৌহৃদ-স্থাপন

[হস্তিনাপুর]

৭৩।	হস্তিনা-পুর-বলি-যাচক	কৃষ্ণ
৭৪।	কৌরবাবমান-প্রাপক	কৃষ্ণ
৭৫।	কুরু-যত্ন-যুদ্ধারম্ভন	কৃষ্ণ
৭৬।	প্রাণ-হরা-হবালম্ভন	কৃষ্ণ
৭৭।	সবল-সহসোপস্থিত	কৃষ্ণ (১)
৭৮।	স্বভাব-সৌহৃদ-স্থস্থিত	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিখজিৎ খণ্ড-মীমা

৭৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (উদ্ধব-দূত মুখে) হস্তিনাপুর রাজ্য হইতে উগ্রসেনের রাজত্ব কর প্রার্থনা করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১২।২২

৭৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (করের পরিবর্তে রাজ্য দুর্বোধন কর্তৃক) অপমান প্রাপ্ত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ১২।২৫-২৬

৭৫। হে কৃষ্ণ! এই উপলক্ষে তোমার (প্রতিনিধি ও পুত্র) প্রহ্লাদের সঙ্গে কুরু যুবরাজ দুর্বোধনের মহা যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল।—গর্গঃ বিঃ ২০।৫২

৭৬। হে কৃষ্ণ! এই উপলক্ষে কৌরব ও ষাদব উভয় পক্ষ প্রাণঘাতী যুদ্ধালিঙ্গন করিয়াছিলেন।—গর্গঃ বিঃ ২০।৫২

৭৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (হস্তিনাপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে) বলরামসহ অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২১।৪২

৭৮। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বয়ং চেষ্টা করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিয়াছিলে উভয় পক্ষকে পূর্ব সভাবে সংস্থাপিত করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২২।১

(১) সহসোপস্থিত :—দেবো পুরানো পুরুষো তদাবি

বভুবতুশ্চৈখিল রাম কৃষ্ণো।—গর্গঃ বিঃ ২১।৪২

১৪। নারায়ণী-সেনার জম্বু-জয়োদ্বোধন

[ইন্দ্রপ্রস্থ]

৭৯।	কৃত-কুন্তীমুতাভ্যর্থন	কৃষ্ণ
৮০।	গৃহীতেন্দ্রপ্রস্থামন্ত্রণ	কৃষ্ণ
৮১।	পাণ্ডবাতিথ্যানুমোদন	কৃষ্ণ
৮২।	জম্বু-বিজয়-প্রণোদন	কৃষ্ণ (১)
৮৩।	সরাম-স্বপূর-সরণ	কৃষ্ণ
৮৪।	পাণ্ডব-বান্ধব-বরণ	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-লীলা

৭৯। হে কৃষ্ণ! তুমি কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক (হস্তিনাপুরেই) অভ্যর্থিত হইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।২৪

৮০। হে কৃষ্ণ! তুমি সসৈন্তে ইন্দ্রপ্রস্থ গমনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।৩

৮১। হে কৃষ্ণ! তুমি পাণ্ডবাতিথ্য অমুমোদন করিয়াছিলে। গর্গ: বি: ২২।৪-৬

৮২। হে কৃষ্ণ! তুমি নারায়ণী সেনাকে সমগ্র জগত জয়ের আদেশ দিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বিদায় নিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।৮

৮৩। হে কৃষ্ণ! তুমি বলরামসহ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্বারকা প্রস্থান করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।৯

৮৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (যুধিষ্ঠিরের স্নেহাহরোধে জগজ্জয় ব্যাপারে) অর্জুনকে বান্ধবরূপে সঙ্গে নিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।১৬

(১) জম্বু-বিজয়:—

(ক) “উগ্রসেন মথারথায় জগজ্জেতুং প্রণোদিতঃ”।—গর্গ: বি: ২৮।৪৮

(খ) জগত বলিতে সেই যুগে ইলাবৃত বর্ষ প্রভৃতি নব-বর্ষ সমন্বিত জম্বুদ্বীপ (এসিয়া মহাদেশকেই) বুঝাইত।

১৫। নারায়ণ-সেনার উত্তর-ভারত-বিজয়

[বিরাট, ত্রিগৰ্ত্ত, উশীনর, শাষ, কেকয়, মদ্র, কৌশাঘী]

৮৫।	বিরাট-ভূপতি পূজিত	কৃষ্ণ
৮৬।	ত্রিগৰ্ত্তোপচার-চর্চিত	কৃষ্ণ
৮৭।	শাষোশীনর-কর-ভৃৎ	কৃষ্ণ (১)
৮৮।	কেকয়াধীশ্বরো-বশী-কৃৎ	কৃষ্ণ (২)
৮৯।	মদ্রেশোপহৃত-গৃহীত	কৃষ্ণ
৯০।	কৌশাঘীশ্বর-প্রণমিত	কৃষ্ণ

গগ' সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-লীলা

৮৫। হে কৃষ্ণ! তুমি বিরাট রাজ্য (আধুনিক জয়পুর) হইতে কর গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।১২

৮৬। হে কৃষ্ণ! তুমি ত্রিগৰ্ত্ত (জলন্ধর জেলার কাঙ্গড়া উপত্যকা) রাজ্যের নিকট হইতেও উপায়ণ গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।১৭

৮৭। হে কৃষ্ণ! তুমি শাষ (আলোয়ার) ও উশীনর (সেবালিক পর্বত) রাজ্য হইতে কর গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১২।৬

৮৮। হে কৃষ্ণ! তুমি কেকয় (পাঞ্জাবে শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্তী দেশ) রাজ্যকে বশীভূত করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১৫।৩৩-৩৪

৮৯। হে কৃষ্ণ! তুমি মদ্র (পাঞ্জাবে চন্দ্রভাগা ও ইরাবতীর মধ্যবর্তী দেশ) পতির নিকট হইতে উপহার গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১৮।৪৮

৯০। হে কৃষ্ণ! তুমি কৌশাঘীরাজ (সরস্বতী তীরবর্তী দেশ) কর্তৃক প্রণমিত হইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।২৮

(১) শাষদেশ—এই রাজ্য জয়পুর বোধপুর ও আলোয়ারের অংশ বিশেষ লইয়া গঠিত ছিল। ইহার রাজধানীর নাম মাঠিকাবৎপুর। আজমীর হইতে ৩৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মারোয়ার রাজ্যে মাইবটী বা মারুটা পাওয়া যায়। শাষপুরের অপভ্রংশ আলোয়ার।

১৬। নারায়ণী-সেনার উত্তর-পশ্চিম ভারত-বিজয়

[সিদ্ধ, সৌবীর, আভীর, জাঙ্গল, কাশ্মীর, গাঙ্গার]

১১। সৈন্ধব-চিত্রাঙ্গদানত কৃষ্ণ (১)

১২। সৌবীর-সুদেব-বিনত কৃষ্ণ

১৩। আভীর-বিচিত্র-নির্জিত কৃষ্ণ

১৪। জাঙ্গল-সুমেরু-বিজিত কৃষ্ণ

১৫। কাশ্মীরাদিশ্বর-শমন কৃষ্ণ

১৬। গাঙ্গার-বিড়োজা-দমন কৃষ্ণ (২)

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-নীলা

১১। হে কৃষ্ণ! তুমি সিদ্ধ (আধুনিকসিদ্ধ) রাজ চিত্রাঙ্গদকে পদানত করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।২৮

১২। হে কৃষ্ণ! সৌবীর (সিদ্ধুর উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত রাজ্য রাজ সুদেবকে বিনত করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।২৮

১৩। হে কৃষ্ণ! তুমি আভীর (পাঞ্জাবের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত রাজ্য) পতি বিচিত্রকে নির্জিত করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।২৮

১৪। হে কৃষ্ণ! তুমিই কুরু জাঙ্গল পতি সুমেরুকে পরাজিত করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।২৮

১৫। হে কৃষ্ণ! তুমি কাশ্মীর রাজ মহোজাকে জয় করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।২৮

১৬। হে কৃষ্ণ! তুমি গাঙ্গার রাজ বিড়োজাকে দমন করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।২৮

(১) সৈন্ধব:— তর্দৈব সৌবীর পতি: সুদেব:

আভীর নাথোপি বিচিত্র নামা।

চিত্রাঙ্গদ: সিদ্ধপতি মহোজা:

কাশ্মীরপোজাঙ্গলপ: সুমেরু: গর্গ: বি: ২২।২৮

(২) গাঙ্গার:—গঙ্কর দেশের অপভ্রংশ। পেশোয়ার রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি স্থান এই দেশের অন্তর্গত। ইহা সম্ভবত: “কান্দাহার” নহে।

১৭। নারায়ণী-সেনার স্লেচ্ছ-দেশ-বিজয়

[কাল-যবনদেশ, অৰ্ব্বুদ, মৌর্য-স্লেচ্ছ দেশ]

১৭।	যবনাধিরো-দমন	কৃষ্ণ
১৮।	চণ্ড-কাল-সুত-শমন	কৃষ্ণ
১৯।	স্লেচ্ছ-বল-ধ্বংস-করণ	কৃষ্ণ
১০০।	পার্থ-ধ্বজা-পতি-বরণ	কৃষ্ণ (১)
১০১।	অৰ্ব্বুদোপায়ণ-গ্রহণ	কৃষ্ণ
১০২।	মৌর্যধিপতি-দমন	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-শীলা

১৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (গান্ধার বিজয়ের পরে) তদন্তরস্থিত যবন রাজ্য পতিকে দমন করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।৩০

১৮। হে কৃষ্ণ! তুমি স্লেচ্ছপতি কাল যবন পুত্র চণ্ডকে শাস্ত করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।৩১

১৯। হে কৃষ্ণ! তুমি যবন রাজ চণ্ডের সংগ্রহীত বিরাট স্লেচ্ছ সেনাবল অর্জুন দ্বারা ধ্বংস করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।৩২

১০০। হে কৃষ্ণ! তুমি মহাবল চণ্ডের হিন্ন শির আনয়ন হেতু পাণ্ডব অর্জুনকে ধ্বজাপতি করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।৫২

১০১। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রণত: অৰ্ব্বুদ (অপর স্লেচ্ছরাজ) পতির উপহার গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।৫৩

১০২। হে কৃষ্ণ! তুমি মৌর্য স্লেচ্ছ রাজ মন্দহাসকে বিনত করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২২।৫৪

(১) ধ্বজাপতি:—সেনাং হৃষ্যপি যশচণ্ড শিরস্ত্র সহিতঃ শিরঃ

আনেশ্বতে তং অবলে করিষ্যামি ধ্বজাপতিম।—গর্গ: বি: ২২।৩৫

(২) যবন:—সম্ভবতঃ বৈদিকাচার বহির্ভূত অনার্য অভ্যর্থনীগণকে “যবন” এবং “স্লেচ্ছ” শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

১৮। নারায়ণী-সেনার হিমাদ্রি-লঙ্ঘন

[গন্ধমাদন]

১০৩।	আর্য্যানার্য্যায়-বিস্ময়	কৃষ্ণ
১০৪।	আসেতু-হিমাদ্রি-বিজয়	কৃষ্ণ
১০৫।	শ্বেতাজ-হৃদয়-কম্পন	কৃষ্ণ
১০৬।	গান্ধারে নগেন্দ্র-লঙ্ঘন	কৃষ্ণ
১০৭।	হিমাদ্রি-দক্ষিণী-করণ	কৃষ্ণ (১)
১০৮।	প্রাণ্ডদীচ্যাশাগ্রসরণ	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-লীলা

১০৩। হে কৃষ্ণ! তুমি অপূর্ব দিগ্বিজয় হেতু আর্য্য ও অনার্য্য সমস্ত রাজ বংশের মহা বিস্ময় স্বরূপ হইয়াছিল।—গর্গ: বি: ২২।৫৩-৫৪

১০৪। হে কৃষ্ণ! তুমি দক্ষিণে সেতু বন্ধ হইতে উত্তরে হিমাচল পর্য্যন্ত ভারতাস্তর্গত সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজাই পদানত করিয়াছিলে।

—গর্গ: বি: ২২।৫৫

১০৫। হে কৃষ্ণ! গৌরবর্ণ গর্বিত ছুষ্ট রাজ্য্যবর্ণের হৃদয় ও দেহ কৃষ্ণবর্ণ তোমার নামে কম্পিত হইত।—গর্গ: বি: ২২।৫৬-৫৮

১০৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (গান্ধারে গন্ধমাদনের সন্নিকটে সেনা সহ) নগাধিরাজ হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ১২।৫৫

১০৭। হে কৃষ্ণ! তুমি হিমালয় পর্ব্বতকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া (নারায়ণী সেনা সহ) অগ্রসর হইয়াছিলে?—গর্গ: বি: ২২।৫৫

১০৮। হে কৃষ্ণ! তুমি হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া (জম্বুদ্বীপের অবশিষ্ট অষ্ট-বর্ষ বিজয়ে) ক্রমশঃ পূর্ব্বোত্তর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলে।
—গর্গ: বি: ২২।৫৫

(১) দক্ষিণীকরণ :—

ইখংখণ্ডং ভারতাত্ম্যং জিত্বা কার্ষি যদুত্তমঃ

হিমাদ্রিং দক্ষিণীকৃত্য প্রাণ্ডদীচিং দিশংযযৌ।—গর্গ: বি: ২২।৫৫

১৯। নারায়ণী-সেনার-কিন্দু-বর্ষ (তিব্বত)-বিজয়

[শোণিতপুর, অলকাপুর, প্রাগ্জ্যোতিষপুর]

১০৯।	শোণিত-পুরাণসরণ	কৃষ্ণ (১)
১১০।	বিহিত-বহোপকরণ	কৃষ্ণ
১১১।	অলকাপুর-সম্প্রস্তুত	কৃষ্ণ
১১২।	যক্ষরাজ-বলি-পূজিত	কৃষ্ণ
১১৩।	প্রাগ্জ্যোতিষ-পুরোপস্থিত	কৃষ্ণ
১১৪।	ভৌম-সুত-বলি-গৃহীত	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-নীলা

১০৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (হিমালয়ান্তরে সর্ব প্রথম) বাণ রাজধানী শোণিতপুর রাজ্যে গিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২৩।২

১১০। হে কৃষ্ণ! তুমি বাণরাজ হইতে বহু উপহার গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২৩।১২

১১১। হে কৃষ্ণ! তুমি (শোণিতপুর হইতে যক্ষপতি কুবেরের রাজধানী) অলকাপুরে গিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২৩।১০

১১২। হে কৃষ্ণ! তুমি যক্ষরাজ কর্তৃক কর প্রদানে পূজিত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২৩।৩৮

১১৩। হে কৃষ্ণ! তুমি অলকাপুর হইতে পূর্বোত্তরে প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২৫।৫৬

১১৪। হে কৃষ্ণ! তুমি নরকাসুরের পুত্র নীলের প্রদত্ত কর গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২৬।৫৭

(১) শোণিতপুরঃ—পুরাণবর্ণিত বাণ রাজধানী শোণিতপুর ও নরক রাজধানী প্রাগ্জ্যোতিষপুর হিমালয়ের উত্তরে কৈলাশের সন্নিবর্তিত দুইটি রাজ্য—ইহা আসামের তেজপুর বা গোঁহাটি নহে। ইহা হিমালয়ের উত্তরস্থ ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী। গর্গ বিঃ ২৩।২; ২৫।৫৬
কৈলাশ গিরি পার্শ্বে চ করবীরশ সান্নিধ্য
বাণশ শোণিত পুরঃ প্রযযৌ যাদবেশ্বরঃ। গর্গ বিঃ ২৬।২৩

১৯২

শ্রীনাম-ভাগবতম্

২০। নারায়ণী-সেনার কিরুক্ষপুৰ বৰ্ষ বিজয়

[হেমকুট, চৈত্রদেশ, বসন্ততিলক পুর]

১১৫।	হেমকুটে সর্পাক্রমিত	কৃষ্ণ
১১৬।	গন্ধর্ব্ব-সুমতি-মুক্তিদ	কৃষ্ণ
১১৭।	বিচিত্র-চৈত্র-দেশস্থিত	কৃষ্ণ
১১৮।	এলা-লবঙ্গ-প্রমোদিত	কৃষ্ণ
১১৯।	দৃষ্ট নর-বলি-বর্জিত	কৃষ্ণ
১২০।	বসন্ত-তিলক-নির্জিত	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-লীলা

১১৫। হে কৃষ্ণ! তুমি হেমকুট পর্বত সন্নিকটে বিশাল সর্প কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলে।—গর্গ বি: ২৬।৩০-৩১

১১৬। হে কৃষ্ণ! তুমি শাপগ্রস্ত সুমতি নামক গন্ধর্ব্বকে সর্প দেহ হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলে।—গর্গ বি: ২৬।৪৩

১১৭। হে কৃষ্ণ! তুমি মনোহর বিচিত্র সমাবেশযুক্ত চৈত্র দেশে সমাগত হইয়াছিলে।—গর্গ বি: ২৬।৪৪

১১৮। হে কৃষ্ণ! তুমি এই দেশে এলাচিও লবঙ্গ-লতিকা লতার স্নগন্ধে আনন্দিত হইয়াছিলে।—গর্গ বি: ২৬।৪৬

১১৯। হে কৃষ্ণ! তুমি এই দেশের নরনারীকে বলিপলি বর্জিত দেহসম্পন্ন দেখিয়াছিলে।—গর্গ বি: ৩৬।৪৮

১২০। হে কৃষ্ণ! তুমি এই দেশে বসন্ততিলক পুরীর রাজা শৃঙ্গার তিলককে পরাজিত করিয়াছিলে।—গর্গ বি: ২৬।৫২

(২) প্রাগ্জ্যোতিষপুর: তিনটি স্থান প্রাগ্জ্যোতিষপুরের দাবীদার।

(১) আসামে গৌহাটি (২) বেত্রবতী নদীতীরস্থ প্রদেশ

(৩) হিমালয়ের উত্তরে কিম্পুরুষ বর্ষে এই শেবোক্ত স্থান রামায়ণ মহাভারত ও গর্গ সংহিতার বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। এই স্থান হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্বে হইতে পারে না।

শ্রীনাম-ভাগবতম্

১২০

২১। নান্দারানী-সেনার হরি-বর্ষ-বিজয়

(উত্তর তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া)

[নিক্কোশাসীপুর]

১২১।	কিম্পুরুষ-খণ্ড-বিজিত	কৃষ্ণ	(১)
১২২।	হরি-বর্ষ-খণ্ডোপস্থিত	কৃষ্ণ	(২)
১২৩।	নিক্কোশাসী-পতি-পূজিত	কৃষ্ণ	
১২৪।	দশার্ণ-প্রদেশ-সুস্থিত	কৃষ্ণ	
১২৫।	তীক্ষ্ণ-তুণ্ড-গৃধ্রাক্রমিত	কৃষ্ণ	
১২৬।	গরুড়ান্ত-বল-শাসিত	কৃষ্ণ	

গর্গ সংহিতা—বিষ্মজিৎ খণ্ড-লীলা

১২১। হে কৃষ্ণ তুমি নারায়ণী সেনা সহযোগে সমগ্র কিম্পুরুষ খণ্ড (দক্ষিণ-তিব্বত দেশ) জয় করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২৬৬১

১২২। হে কৃষ্ণ! তুমি (কিম্পুরুষ বর্ষ জয় করিয়া) হরিবর্ষ খণ্ড (উত্তর-তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া) উপস্থিত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২৬৬২

১২৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (হরিবর্ষান্তর্গত দশার্ণদেশের রাজধানী) নিক্কোশাসী-পুরপতি কতক পূজিত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২৭১৩

১২৪। হে কৃষ্ণ! তুমি দশার্ণ দেশে কতক দিন আনন্দে অবস্থান করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২৭১৮

১২৫। হে কৃষ্ণ! তুমি এই দেশে তীক্ষ্ণ চঞ্চু বিশালদেহ শকুন পক্ষীর দল কতক ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২৭১৩

১২৬। হে কৃষ্ণ! তুমি গরুড়ান্ত প্রয়োগে এই মহাগৃধ্রদলের আক্রমণ হইতে নিজ সেনাদল রক্ষা করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২৭১৫

(১) কিম্পুরুষবর্ষ—পৌরাণিক জম্বুদ্বীপ (এশিয়া মহাদেশ) নয়টি বর্ষে বা খণ্ডে বিভক্ত ছিল; তন্মধ্যে মধ্য বর্ষের নাম (১) ইলাবৃতবর্ষ তাহার দক্ষিণে যথাক্রমে (২) হরিবর্ষ (৩) কিম্পুরুষবর্ষ ও (৪) ভারতবর্ষ উত্তরোত্তরে (৫) রম্যকবর্ষ (৬) হিরণ্যবর্ষ সর্বোত্তরে (৭) উত্তরকুরুবর্ষ পূর্বদিকে (৮) ভদ্রাশ্ববর্ষ পশ্চিমে (৯) কেতুমালবর্ষ।—শ্রীভাঃ ৫।১৬৬-১০

২২। নারায়ণী-সেনার উত্তরকুরু-বিজয়

(সাইবেরিয়া)

[বারাহীপুর]

১২৭।	উত্তর-কুরুভূপস্থিত	কৃষ্ণ (১)
১২৮।	বারাহী-নগর-স্থিত	কৃষ্ণ
১২৯।	তন্ন-প-যজ্ঞাশ্ব-বন্ধন	কৃষ্ণ
১৩০।	কারিত-কুমার শোধন	কৃষ্ণ
১৩১।	গৃহীত-গুণাকরার্হণ	কৃষ্ণ
১৩২।	যজ্ঞ-ভুরগ-প্রত্যর্পণ	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-মীমা

১২৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (হরিবর্ষ হইতে) বিখ্যাত মেরু পর্বতের উত্তরে অবস্থিত উত্তর কুরুবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২৮।১

১২৮। হে কৃষ্ণ! তুমি উত্তর কুরুবর্ষের রাজধানী বারাহীপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন।—গর্গ: বি: ২৮।২

১২৯। হে কৃষ্ণ! তুমি এই সময়ে উত্তর কুরু-রাজের আরদ্ধ অশ্ব-মেধ যজ্ঞের অশ্ব বন্ধন করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২৮।৭

১৩০। হে কৃষ্ণ! তুমি মহা বুদ্ধিমান দূত উদ্ধব দ্বারা রাজপুত্র বীরধ্বাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২৮।১৩-১৭

১৩১। হে কৃষ্ণ! তুমি (মহাযুদ্ধে পরাজিত উত্তরকুরুরাজ গুণাকরের) প্রদত্ত উপহার (যজ্ঞ-কর) গ্রহণ করিয়াছিলে।—২৮।৫৪

১৩২। হে কৃষ্ণ! তুমি (যজ্ঞ-কর) গ্রহণ করতঃ উত্তরকুরুরাজের যজ্ঞাশ্ব তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ২৮।৫৮

(১) উত্তর কুরুবর্ষ:— উত্তরোত্তরেণোবৃতং ... রম্যক্ হিরন্ময় কুরুগাং বর্ধাগাং মর্ধ্যাদা গিরয়ঃ।”—শ্রীভা: ৫।১৬।৮

“এবং দক্ষিণেনোবৃতং.....হরিবর্ষকিম্পুরুষভারতানাং যথা-সংখ্যাম্।” শ্রীভা: ৫।১৬।৯

২৩। নারায়ণ-সেনার হিরন্ময়-বর্ষ-বিজয় (দক্ষিণ সাইবেরিয়া)

[চিত্রবন, মকরদেশ; ডিণ্ডিভদেশ ; ত্রিশূদ্রদেশ]

১৩৩। চিত্র-বন-বানর-বশ-কৃৎ	কৃষ্ণ
১৩৪। মকরে-মধুকর-নাশ-কৃৎ	কৃষ্ণ
১৩৫। ডিণ্ডিভে গজ-মুখ-স্পৃষ্ট	কৃষ্ণ
১৩৬। ত্রিশূদ্রে শূদ্র-নর-দৃষ্ট	কৃষ্ণ
১৩৭। দেব-সখ-নৃপ-পূজিত	কৃষ্ণ
১৩৮। চন্দ্র-কান্ত-নদী-স্নপিত	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-নীলা

১৩৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (হিরন্ময় বর্ষে) চিত্রবনে মহাকাব্য আক্রমণকারী বানর দল বশীভূত করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২২।১৩

১৩৪। হে কৃষ্ণ! তুমি মকর-মুখ মানবের দেশে বৃহৎ ভ্রমর দল কতৃক আক্রান্ত হইয়া উহা বিনাশ করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২২।১৪

১৩৫। হে কৃষ্ণ! তুমি ডিণ্ডিভ দেশে হস্তি-মুখ মানব কতৃক স্পৃষ্ট হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২২।১৫

১৩৬। হে কৃষ্ণ! তুমি ত্রিশূদ্র দেশে তিনটি শূদ্র বিশিষ্ট মানব দর্শন করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২২।১৬

১৩৭। হে কৃষ্ণ! তুমি দেবগণের ধনরক্ষক রাজা দেবসখা কতৃক বহু ধনরত্নোপহারে পূজিত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২২।১৭

১৩৮। হে কৃষ্ণ! তুমি সেই দেশে সর্বব্যাপি নাশক চন্দ্রকান্ত নদীতে স্নান করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ২২।১৮

(১) হিরন্ময় বর্ষ :—

প্রহ্মান্নোহথ মহাবাহু জিত্বারাহুস্তরান্ কুরুন্
হিরন্ময়ং নামখণ্ডং জেতুং কামির্জগাম হ।—গর্গঃ বিঃ ২২।১৯

(২) দক্ষিণেনতু নীলশ্র নিষথশ্রোস্তরেণ তু
বর্ষং হিরন্ময়ং নাম যত্র হৈরম্বতী নদী!—মভাঃ ভীঃ ৮।৫

২৪। নারায়ণী-সেনার রম্যক্-বর্ষ-বিজয়

(মাধুরিয়া, কোরিয়া)

[কালদেশ, মানব-নগর]

১৩৯।	রম্যক্-বর্ষোপস্থিত	কৃষ্ণ (১)
১৪০।	দেব-লোকনিভাবস্থিত	কৃষ্ণ
১৪১।	কলঙ্ক-রাক্ষসাক্রমিত	কৃষ্ণ
১৪২।	হনুমাঙ্কহায়-রক্ষিত	কৃষ্ণ
১৪৩।	স্বর্ণ-ময়-নগর-দৃষ্ট	কৃষ্ণ
১৪৪।	শ্রাদ্ধ-দেব-সংস্কৃত-হৃষ্ট	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-লীলা

১৩৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (হিরণ্য বর্ষ জয় করিয়া) রম্যক্-বর্ষে (মাধুরিয়া ও কোরিয়া দেশে) উপস্থিত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৩০।১

১৪০। হে কৃষ্ণ! তুমি রম্যক্ বর্ষ দেবলোকের আয় সমৃদ্ধি সম্পন্ন দর্শন করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৩০।১

১৪১। হে কৃষ্ণ! তুমি (রম্যক্ বর্ষান্তর্গত) কালদেশে কলঙ্ক নামক মহাভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৩০।২

১৪২। হে কৃষ্ণ! তুমি হনুমানের সাহায্যে এই রাক্ষসাক্রমণ হইতে সর্বসঙ্গে রক্ষিত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৩০।২০

১৪৩। হে কৃষ্ণ! তুমি এই রম্যক্ বর্ষে এক স্বর্ণময় মানব-নগর দেখিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৩০।৩২

১৪৪। হে কৃষ্ণ!—তুমি এই স্বর্ণ-নগরাধিপতি শ্রাদ্ধদেব বৃদ্ধ মনু কর্তৃক স্তুত হইয়া আনন্দিত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৩০।৩৫

(১) রম্যকবর্ষঃ—(ক) এবং হিরণ্যং খণ্ডং জিহ্বা কক্ষির্মহাবলঃ

জগাম রম্যকবর্ষ দেবলোক মিবক্ষুরং—গর্গঃ বিঃ ৩০।১

(খ) দক্ষিণেন তু খেতশ্চ নিষথস্ত্রোত্তরেণ তু

বর্ষং রমণকংনাম জায়ন্তে তত্রমানবাঃ।—মভাঃ ভীঃ ৮।২

২৫। নারায়ণী-সেনার ভদ্রাশ্ব-বর্ষ-বিজয়

(১) (চীন-দেশ, ইন্দোচীন, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি)

[বেদক্ষেত্র; চন্দ্রাবতী-পুর]

১৪৫। বেদ-ক্ষেত্র-তীর্থোপস্থিত কৃষ্ণ

১৪৬। ভদ্র-শ্রবা-নৃপোপচিত কৃষ্ণ

১৪৭। শকুনি-মায়া-পরিবৃত কৃষ্ণ

১৪৮। স্বয়মুপস্থিত-নিরাকৃত কৃষ্ণ

১৪৯। মদালসা-বাহু-বিধায়ক কৃষ্ণ

১৫০। চন্দ্রাবতী-পুর-প্রদায়ক কৃষ্ণ (১)

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-শ্রীল।

১৪৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (রম্যকবর্ষ বিজয়ের পরে জম্বুদ্বীপের পূর্ব ভাগস্থ) ভদ্রাশ্ববর্ষে বেদক্ষেত্র তীর্থে গিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৩২।২

১৪৬। হে কৃষ্ণ! তুমি এই বর্ষের (চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয় ব্রহ্মদেশ) অধিপতি ভদ্রশ্রবা কর্তৃক পূজিত হইয়াছিলে। গর্গঃ বিঃ ৩২।৫

১৪৭। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার সৈন্তগণসহ চন্দ্রাবতী পুরপতি দৈত্যরাজ শকুনির মায়া যুদ্ধে মোহিত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৩২।৫১

১৪৮। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বয়ং অকস্মাৎ চন্দ্রাবতীর যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া দৈত্যপতির সমস্ত মায়া নষ্ট করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৩২।৫৩

১৪৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (শকুনি বধের পরে তৎপত্নী) মদালসার পুত্রের জীবন-রক্ষা প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৪২।৭

১৫০। হে কৃষ্ণ! তুমি চন্দ্রাবতী রাজ্য (সম্ভবতঃ চীনের রাজধানী পিকিং) মদালসার পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৪২।৮

(১) চন্দ্রাবতী :—“প্রবিবেশ স্তরৈঃ সার্কং পুরীং চন্দ্রাবতীং প্রভুঃ”

“সর্কং চন্দ্রাবতীরাজ্যং দর্দৌ তস্মৈ মহামনাঃ”;—গর্গঃ বিঃ ৪২।৮

নারায়ণীসেনা রম্যক বর্ষ জয় করিয়া মেরুর পূর্বদিকস্থিত ভদ্রাশ্ববর্ষ (চীনে) আসিয়াছিল। সম্ভবতঃ “চীন” এই চন্দ্রাবতী নামেরই অপভ্রংশ।

চন্দ্রাবতীর মহাপ্রাচীর ২১৪ খ্রীঃ পূর্বাঙ্কে রাজা চিত্রাণটি নির্মাণ করেন।

২৬। নান্দারনী-সেনার ইলাবৃত-বর্ষ-বিজয়

[বেদনগর]

- ১৫১। স্বয়মিলাবৃতোপস্থিত কৃষ্ণ (১)
 ১৫২। মুচুকুন্দ-জামাত্রপচিত কৃষ্ণ
 ১৫৩। স্ত্রী-রূপাষ্ট-সিদ্ধি-সন্দৃষ্ট কৃষ্ণ
 ১৫৪। স্ব-চরিত-গীত-সংগ্রহ কৃষ্ণ
 ১৫৫। মূর্ত্ত-তাল-রাগ-সংস্কৃত কৃষ্ণ
 ১৫৬। দ্বারাবতী-পুর-প্রস্থিত কৃষ্ণ (২)

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-লীলা

- ১৫১। হে কৃষ্ণ! তুমি (ভদ্রাশ্রমবর্ষে চীন দেশের রাজধানী চন্দ্রাবতীপুর জয়ের পরে) স্বয়ং সসৈন্তে ইলাবৃত বর্ষে (মধ্য এশিয়ায় অল্টাই পর্বত-প্রদেশ) উপস্থিত হইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৩।১
 ১৫২। হে কৃষ্ণ! তুমি (নাভি-বর্ষ ইলাবৃতে বেদনগরে) মুচুকুন্দের জামাতা বর্ভুক পূজিত হইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৩।১০
 ১৫৩। হে কৃষ্ণ! তুমি এইস্থানে অষ্ট-সিদ্ধিকে অষ্ট নারীমূর্ত্তিতে দর্শন করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৩।২১
 ১৫৪। হে কৃষ্ণ! তুমি এই বর্ষে (অম্বর-সদ্বীতে) তোমার আবাল্য চরিত কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলে। গর্গ: বি: ৪৩।২২
 ১৫৫। হে কৃষ্ণ! তুমি এই বেদনগরে সমস্ত তাল ও রাগ-রাগিনীকে মূর্ত্ত অবস্থায় দেখিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৫ অধ্যায়
 ১৫৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (বেদনগর হইতে পুনরায়) দ্বারাবতী-পুরে প্রস্থান করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৩।৬৮

(১) ইথং খণ্ডস্ত ভদ্রাশ্রমং দ্বিত্বা শ্রীযাদবেশ্বরঃ

যজ্ঞভি: সৈনিকৈ: সার্কমিলাবৃতমথা যযৌ—গর্গ: বি: ৪৩।১

(২) শ্রীকৃষ্ণ (তৃতীয় ব্যুৎ প্রদ্যুম্নরূপে) নারায়ণী সেনা পরিচালনা করিতেন। কিন্তু মহাশঙ্কটজনক স্থান সমূহে স্বয়ং অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া বিপদ মোচনান্তর পুন: দ্বারাবতী আসিতেন।—গর্গ: বি: ৪৫।২৭

২৭। নারায়ণী-সেনার মধুধারা-বিজয়

[বসন্ত-মালতীপুর। মধুধারা(১) ও অরুণোদা তট]

১৫৭। বসন্ত-মালতী-পুরাগত	কৃষ্ণ
১৫৮। কৃত-পতঙ্গ-পদানত	কৃষ্ণ
১৫৯। উদ্ধব-দূত-সম্প্রেরিত	কৃষ্ণ (১)
১৬০। সক্র-সখা-বলি-পূজিত	কৃষ্ণ
১৬১। অরুণোদা-তীর-সন্দৃষ্ট	কৃষ্ণ (২)
১৬২। পূরন্দর-দর্শন-স্রষ্ট	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা বিশ্বজিৎ—খণ্ড-মীলা

১৫৭। হে কৃষ্ণ! তুমি মধুধারা নদী (সম্ভবতঃ ইনিসি নদী) তীরস্থ বসন্ত-মালতীপুরে আগমন করিয়াছিলে।—গর্গ: বিং ৪৬।১-২

১৫৮। হে কৃষ্ণ! তুমি বসন্ত-মালতীপুরের গন্ধর্ব্ব রাজা পতঙ্গকে পদানত করিয়া কর গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গ: বিং ৪৬।৩০

১৫৯। হে কৃষ্ণ! তুমি দেব-নিধি রক্ষক সক্রসখার পুরে (সম্ভবতঃ ইয়েনিসিস্ক) উদ্ধবকে দূত প্রেরণ করিয়াছিলে।—গর্গ: বিং ৪৭।৭-৮

১৬০। হে কৃষ্ণ! তুমি পরাজিত দেবধন-রক্ষক সক্রসখা কর্তৃক বহু রত্নোপহারে পূজিত হইয়াছিলে।—গর্গ: বিং ৪৮।১৮

১৬১। হে কৃষ্ণ! তুমি অরুণোদা-নদী (সম্ভবতঃ ওবিন্দী) দর্শন করিয়াছিলে।—গর্গ: বিং ৪৮।২০

১৬২। হে কৃষ্ণ! তুমি এই অরুণোদা নদী-তীরে (সম্ভবতঃ টোমস্কে) দেবরাজ পুরন্দরকে দর্শন করিয়াছিলে।—গর্গ: বিং ৪৮।২২

(১) “প্রত্যাগ্ন: সৈনিকৈ: সার্কং নদং কামদুগং যর্বো”—গর্গ: বিং ৪৬।১

(২) সেনানী প্রত্যাগ্নের দূত উদ্ধব পতঙ্গ রাজাকে বলিয়াছিলেন :—

উগ্রসেনো যাদবেজ্রো হারকেশো নৃপেশ্বর:

জম্বু-দ্বীপ নৃপান্ জিহ্বা রাজস্বয়ং করিশ্রুতি—গর্গ: বিং ৪৭।৮

“জিহ্বা স ভারতাদীনী খণ্ডানি স্বশ্রুতেজসা”—গর্গ: বিং ৪৭।৯

“অত্বেবেলাবৃতং প্রাপ্তো জেতুং কার্ষি মর্হাবল:”—গর্গ: বিং ৪৭।১০

২৮। বিদ্যাধরী-স্বয়ম্বর-বিজয়

[লীলাবতীপুর] (১)

১৬৩।	লীলাবতী-পুরাবস্থিত	কৃষ্ণ
১৬৪।	সুন্দরী-স্বয়ম্বর-স্থিত	কৃষ্ণ
১৬৫।	দিব্য-গৌর-রূপ-বিশ্ময়	কৃষ্ণ
১৬৬।	মর্ত্য-শ্রাম-রূপ-হ্রস্বয়	কৃষ্ণ
১৬৭।	বিদ্যাধরী-কণ্ঠা-মূচ্ছন	কৃষ্ণ
১৬৮।	কৃতোদ্বোধ-মঙ্গলার্তন	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-লীলা

১৬৩। হে কৃষ্ণ! তুমি হেম-পর্কত সান্নিধ্যে লীলাবতী (লেনা)
নদী তীরস্থ লীলাবতী নগরে গমন করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৪৮।৩০

১৬৪। হে কৃষ্ণ! তুমি বিদ্যাধর রাজকণ্ঠা (স্বর্গ-বিখ্যাত)
“সুন্দরী” নামী কণ্ঠার স্বয়ম্বর সভায় গিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৫৮।২৭

১৬৫। হে কৃষ্ণ! তুমি সভায় নিমন্ত্রিত দিব্য-গৌরবর্ণ দেবগণের
পরম বিশ্ময় স্বরূপ হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৪৮।২৮

১৬৬। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রাম বর্ণের মানবরূপেই উপস্থিত সকলের
হৃদয় মন আকর্ষণ করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৪৮।৩৬

১৬৭। হে কৃষ্ণ! তোমার রূপ-দর্শনে স্বর্গ-রূপসী বিদ্যাধর কণ্ঠা
“সুন্দরী” স্বয়ম্বর সভায় মূচ্ছিতা হইয়াছিলেন।—গর্গঃ বিঃ ৪৮।৪২

১৬৮। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামবর্ণ নররূপের সৌন্দর্য্যেই সমস্ত গৌরাক্ষ
দেব-রূপ পরাজিত করিয়া স্বর্গের শ্রেষ্ঠা রূপবতী কণ্ঠাকে বিবাহ
করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৪৮।৪০

(১) বিদ্যাধরী মূচ্ছন :—প্রহ্মাবীরং নরলোক সুন্দরম্

সমেত্যা মূচ্ছাং সমবাপ সুন্দরী—গর্গঃ বিঃ ৪৮।৩২

(২) লীলাবতীপুর :—সম্ভবতঃ ইয়ার্লোনয় পর্কত হইতে উদ্ভূত, লেনা নদী
তীরস্থ ইয়ার্কটক নগর। সম্ভবতঃ ‘লেনা’ লীলাবতী নামের অপভ্রংশ।

২৯। নান্ধারনী-সেনার কেতুমালা বর্ষ-বিজয়
(ইরান, আরব, জর্ডন, লেবানান, এসরাইল, সিরিয়া, তুরুস)

[মন্থ-শালিনীপুর]

১৬৯।	কেতুমালাজ-সুবা-কর্ণিত	কৃষ্ণ (১)
১৭০।	আজন্ম-চরিত-বর্ণিত	কৃষ্ণ
১৭১।	মন্থ-মায়া-সমাবৃত	কৃষ্ণ
১৭২।	সর্বান্ত-ভেজ-নিরাকৃত	কৃষ্ণ
১৭৩।	কেতুমালা-পতি-বন্দিত	কৃষ্ণ
১৭৪।	বলি-প্রদান-ভিনন্দিত	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-লীলা

১৬৯। হে কৃষ্ণ! তুমি (ভারত প্রত্যাবর্তন পথে) সূমেরুর পশ্চিমস্থ কেতুমালাবাসী জনগণের স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৩১।৭

১৭০। হে কৃষ্ণ! তোমার জন্ম হইতে রাজস্বয়ী লীলা পর্যন্ত সমগ্র চরিতকথা এই বর্ষে সঙ্গীতে শ্রবণ করিয়াছিলে। গর্গ: বি: ৩১।৮-৯৩

১৭১। হে কৃষ্ণ! তুমি এই বর্ষের মন্থশালিনী পুরে সসৈন্তে কামদেবের মায়ায় মোহিত হইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৩১।৩

১৭২। হে কৃষ্ণ! তুমি অনতিবিলম্বেই (সুন্দরী নারীগণের মোহ নিরাকরণ করত সর্বসেনা রক্ষা করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৩১।৪০

১৭৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (অনুচরগণকে কামবেগ হইতে মুক্ত করিলে) কেতুমালাবর্ষ পতি কতৃক বন্দিত হইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৩১।৫৫

১৭৪। হে কৃষ্ণ! তুমি মন্থ-শালিনীপুর পতি কতৃক নানা উপহারে অভিনন্দিত হইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৩১।৬৫

(১) কেতুমালা :—(ক) “মেরোস্তু পশ্চিম পার্শ্বে কেতুমালো মহীপতে।”

মভা: ভী: ৬।৩১।

(খ) ইউরান পর্বতের দক্ষিণস্থ সমগ্র পশ্চিম এসিয়া পৌরাণিক কেতুমালা বর্ষের অন্তর্গত ছিল।

৩০। নারায়ণী সেনার ভারত-প্রত্যাবর্তন

[কচ্ছ-গুজ্জর-আনর্ভ-দ্বারাবতী]

১৭৫।	কেতুমাল-খণ্ড-বিজিত	কৃষ্ণ
১৭৬।	ভারত-খণ্ড-সংপ্রস্থিত	কৃষ্ণ (১)
১৭৭।	বিজয়-হুন্দুভি-নাদিত	কৃষ্ণ
১৭৮।	বহু-দেশ-জয়-বাদিত	কৃষ্ণ
১৭৯।	কচ্ছ-গুজ্জরানর্ভানত	কৃষ্ণ
১৮০।	স্বপুর-দ্বারাবত্যাগত	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-লীলা

- ১৭৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (জম্বুদ্বীপের অভ্যন্তর বর্ষ) ইলাবৃত খণ্ড সম্পূর্ণ জয় করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৮।৪৪, শ্রীভা: ১।১৬।১২-১৩
- ১৭৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (সর্বশেষে কেতুমালখণ্ড জয় করিয়া তোমার জন্মভূমি) ভারত-খণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলে।—৪৮।৪৪
- ১৭৭। হে কৃষ্ণ! তুমি সমগ্র (এসিয়া মহাদেশ জয় করিয়া) ভারতে প্রত্যাগমন পথে বিজয় হুন্দুভি নিনাদ করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৮।৪৫
- ১৭৮। হে কৃষ্ণ! তোমার প্রত্যাগমন পথে বহু বিজিত দেশে ভারতের জয় ঘোষণা করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৮।৪৬
- ১৭৯। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রত্যাবর্তন পথে (পশ্চিমোত্তর ভারতের) কচ্ছ, গুজরাট ও আনর্ভ রাজ্য জয় করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৮।৪৬
- ১৮০। হে কৃষ্ণ! তুমি বিশ্ব বিজয়ী নারায়ণী সেনাসহ মহা-সমারোহে দ্বারকা প্রত্যাগমন করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৮।৪৭

- (১) “প্রহ্মায়ো ভগবান্ সাক্ষাদিত্যং জিত্বা স্বয়ম্বরম্
বিজিতেন্দ্রাবৃতং খণ্ডং ভারতং গন্তুমুত্তম:।”—গর্গ: বি: ৪৮।৪৪
- (২) “আবর্ষো ভারতং খণ্ডং নাদয়ন্ জয় হুন্দুভীন—গর্গ: বি: ৪৮।৪৫
- (৩) কচ্ছ:—গুজরাটের কয়রাজেলা (খ) গুজ্জর—গুজরাট
(গ) আনর্ভ:—কাটিয়াবারের উত্তর-পশ্চিমাংশ।

৩১। বিশ্ব-বিজয়-বার্তা-শ্রবণ

[দ্বারাবতী]

(১) ১৮১।	জয়-বার্তাবহ-প্রেমিত	কৃষ্ণ
১৮২।	বুদ্ধিমানুজবোপস্থিত	কৃষ্ণ
১৮৩।	অভিযান-মন্ত্রী-বণিত	কৃষ্ণ
১৮৪।	জম্বু-জয়-কথাকর্ণিত	কৃষ্ণ
১৮৫।	শ্রুত-প্রতি-বর্ষ-ঘটিত	কৃষ্ণ (১)
১৮৬।	যথা-যোগ্য-সর্ব-রুটিত	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা—বিশ্বজিৎ খণ্ড-লীলা

১৮১। হে কৃষ্ণ! (বিশ্ব বিজয়ী প্রহ্মা স্বদেশে পৌছিবার পূর্বেই) তোমার নিকটে বিজয় বার্তাবহ প্রেরিত হইয়াছিল।—গর্গঃ বিঃ ৪৮।৫৭

১৮২। হে কৃষ্ণ! তুমি (ব্রজের-সন্দেশ-বাহক) বুদ্ধিমান উদ্ধবকেই বিশ্ব-জয় বার্তাবহ রূপে উপস্থিত দেখিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৪৮।৪৭

১৮৩। হে কৃষ্ণ! তুমি এই বিশ্ব-বিজয়াভিযানের উপদেষ্টা রূপে প্রেরিত উদ্ধবের বিদ্রুত বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৪৮।৪৭

১৮৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (ভারতাদি নববর্ষ সমন্বিত) জম্বুদ্বীপ বিজয় বিবরণ বহু-রাজ-সভায় বসিয়া শ্রবণ করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৪৮।৪৭

১৮৫। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রত্যেক বর্ষেরই ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা সমূহ বিস্তারিত ভাবে শ্রবণ করিয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৪৮।৪৮

১৮৬। হে কৃষ্ণ! তুমি (প্রত্যক্ষ-দর্শী) উদ্ধব কর্তৃক যথাযোগ্য ভাবে প্রহ্মায়ের বিশ্ব-বিজয় বার্তা কথিত হইয়াছিলে।—গর্গঃ বিঃ ৪৮।৪৮

(১) প্রতি-বর্ষ-ঘটিত :—

বর্ষেবর্ষেইপি যজ্ঞাতং জম্বুদ্বীপ জয়ং তথা

তৎ-সর্বংই যথাযোগ্যং কথয়ামাস চোদ্ধবঃ

—গর্গঃ বিঃ ৪৮।৪৮

৩২। বিশ্ব-জিতের-অভ্যর্থনা

[দ্বারাবতী]

১৮৭।	স্বয়ং-সহাগ্রজ-বহির্গত	কৃষ্ণ (১)
১৮৮।	কৃতোগ্রসেন-নৃপ-নির্গত	কৃষ্ণ
১৮৯।	কারিত-ব্রহ্ম-ঘোষ-নাদন	কৃষ্ণ
১৯০।	কারিত-জয়-শঙ্খ-বাদন	কৃষ্ণ
১৯১।	কৃত-বর বারণারোহন	কৃষ্ণ
১৯২।	গৃহে-গৃহে মঙ্গলাচরণ	কৃষ্ণ

গর্গ সংহিতা বিম্বজিৎ খণ্ড লীলা

- ১৮৭। হে কৃষ্ণ! তুমি বিশ্ববিজয়ী পুত্রকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রজ বলদেব ও কুলবৃদ্ধগণসহ স্বয়ং বহির্গত হইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৮।৪৮
- ১৮৮। হে কৃষ্ণ! তুমি এই মহাবীর পুত্রের অভ্যর্থনা জ্ঞাত বৃদ্ধ যদুর্জা উগ্রসেনকেও পুরী হইতে বাহির করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৮।৪৯
- ১৮৯। হে কৃষ্ণ! এই অভ্যর্থনায় ব্রাহ্মগণকর্তৃক ব্রহ্ম-ঘোষ ওঁকার মন্ত্র উচ্চারণের ব্যবস্থা করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৮।৫০
- ১৯০। হে কৃষ্ণ! এই অভ্যর্থনায় বিজয় শঙ্খ, দুন্দুভি ও বহু বাদ্য নিনাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৯।৫১
- ১৯১। হে কৃষ্ণ! তুমি জগজ্জয়ী পুত্র প্রত্যক্ষকে সর্বোচ্চ গজারোহণে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করাইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৮।৫২
- ১৯২। হে কৃষ্ণ! তুমি জগজ্জয়ী পুত্রের অভ্যর্থনার জ্ঞাত দ্বারকায় প্রতি গৃহে নানারূপ মঙ্গলাচরণ করাইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৪৮।৫৬

(১) স্বয়ংবহির্গত:—

শ্রীকৃষ্ণবলদেবাত্ম্যং সর্বৈববৃদ্ধজ্ঞৈঃসহ

প্রহ্মাং তং সমানেতু মুগ্রসেনোবিনির্গতঃ। গর্গ: বি: ৪৮।৪৯

(২) মঙ্গলাচরণ:—“মঙ্গলং দ্বারকায়াক্ষং সর্বত্রাত্মদৃ গৃহে গৃহে।”
গর্গ: বি: ৪৮।৫৬

৩৩। ষড়-পতির-রাজসূয়-সমাপন

[পিণ্ডারক]

১২৩।	কৃত রাজসূয়-সমাধান	কৃষ্ণ
১২৪।	প্রাপিতোগ্রসেন মহামান	কৃষ্ণ
১২৫।	সপুত্র-সপৌত্রোপস্থিত	কৃষ্ণ
১২৬।	অজস্র-দান-প্রণোদিত	কৃষ্ণ
১২৭।	কৃত-দ্বারকেশ-বিশ্ব-জিৎ	কৃষ্ণ
১২৮।	দ্বাপরাস্ত-বিশ্ব-বলি-ভৃৎ	কৃষ্ণ (২)

গর্গ সংহিতা বিশ্বজিৎ খণ্ড-লীলা।

১২৩। হে কৃষ্ণ! তুমি (তোমার প্রিয়জন দ্বারকাপতি উগ্রসেনের) রাজসূয় যজ্ঞ এইরূপে স্বেসম্পন্ন করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৫০।১১-১২

১২৪। হে কৃষ্ণ! তুমি (তোমার একান্তানুগৃহীত) উগ্রসেনকে (তৎকালীন জগতে) মহামান্ প্রদান করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৫০।১৩

১২৫। হে কৃষ্ণ! তুমি (স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর হইলেও) এই মহাযজ্ঞে পুত্র-পৌত্রাদিসহ সামান্য প্রজার স্থায় উপস্থিত ছিলে।—গর্গ: বি: ৫০।১৬

১২৬। হে কৃষ্ণ! তুমি এই যজ্ঞে (রাজা উগ্রসেন দ্বারা) অকাতরে অজস্র দান করাইয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৫০।২-১০

১২৭। হে কৃষ্ণ! তুমি (ক্ষুদ্র দ্বারাবতী দ্বীপ-পতিকেকে বিশ্ববিজয়ী সত্রাটের সম্মানে সম্মানীত করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৫০।২১

১২৮। হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বাপর যুগান্তে উগ্রসেনের রাজসূয় যজ্ঞ হলে সমগ্র সভ্য বিশ্বের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলে।—গর্গ: বি: ৫০।২২-২৩

(১) পিণ্ডারক:—শুজরাটের গোলাগারের সমীপে অবস্থিত। আধুনিক দ্বারকা হইতে ১৬ মাইল পূর্বে সমুদ্র তীরবর্তী তীর্থ। এইস্থানে ষড়রাজ উগ্রসেনের রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল।

(২) দ্বাপরাস্ত:—শ্রীকৃষ্ণানুগৃহীত উগ্রসেন ও যুধিষ্ঠির ব্যতীত দ্বাপরাস্তের কোন রাজা রাজসূয় ও অশ্বমেধ উভয় যজ্ঞ করিতে সমর্থ হন নাই।

৩৪। শ্রাম-বর্ণোৎকর্ষ-প্রমাণ

[দ্বারাবতী]

১৯৯।	শ্রাম-তনু-ভৃৎ নমোহস্তুতে	কৃষ্ণ
২০০।	শ্রাম-কুল-কৃৎ নমোহস্তুতে	কৃষ্ণ
২০১।	শ্রাম-বিশ্ব-জিৎ নমোহস্তুতে	কৃষ্ণ (১)
২০২।	শ্রাম-জগদ্ধিত নমোহস্তুতে	কৃষ্ণ
২০৩।	শ্রাম-শাস্ত্র-কৃৎ নমোহস্তুতে	কৃষ্ণ
২০৪।	শ্রাম-শাস্ত্র-ভূত নমোহস্তুতে	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত, মহাভারত ও গর্গ সংহিভা-লীলা

১৯৯। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বেচ্ছায় শূদ্রের আশ্রয় শ্রামবর্ণ দেহ দ্বারা
করিয়াছিলে।—তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।—গর্গঃ বিঃ ৭।১৫

২০০। হে কৃষ্ণ! তুমি (বর্ণাভিজাত্য দূরীকরণে) তোমার বংশ-
ধারা শ্রামবর্ণ করিয়াছিলে—তোমাকে প্রণাম করি।—গর্গঃ অঃ ৪৭।১২

২০১। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামবর্ণ দেহেই (শ্বেত ও পীতবর্ণ মানব
অধ্যুষিত) বিশ্ববিজয় করিয়াছিলে। তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।

২০২। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামবর্ণবিশিষ্ট দেহে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ
হিতকারী ছিলে। তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।

২০৩। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামবর্ণ দেহেই জগতের সর্ব-শাস্ত্রজ
শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলে। তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।

২০৪। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামবর্ণ দেহেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ
মহাবীর ছিলে। তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।

(১) বিশ্বজিত্—(ক) এক শতাব্দি মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমুগ্ধহীত তিনটি ভারতীয়
শ্রাম-সেনানী তিনবার সমগ্র এশিয়া জয় করিয়াছিলেন।

(১) প্রথম অভিযানের নেতা শ্রীকৃষ্ণ পুত্র প্রহ্লাদ—গর্গ বিঃ ২৩-৪৮ অধ্যায়

(২) দ্বিতীয় অভিযানের নেতা শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুন—মভাঃ সভাঃ ২৮।১-৮।

(৩) তৃতীয় অভিযানের নেতা শ্রীকৃষ্ণ-রক্ষিত (বিষ্ণুরাত) পরিক্ষিত—

শ্রীভাঃ ১।১৬।১১-১৫।

শ্রীনাম-ভাগবতম্

২০৭

৩৫। শ্রাম-সুন্দর কৃষ্ণ

[দ্বারাবতী]

২০৫।	শ্রাম-সুন্দর নমোহস্ততে	কৃষ্ণ
২০৬।	শ্রাম-সুন্দর নমোহস্ততে	কৃষ্ণ
২০৭।	শ্রাম-শ্রীকান্ত নমোহস্ততে	কৃষ্ণ
২০৮।	শ্রাম-সুশান্ত নমোহস্ততে	কৃষ্ণ
২০৯।	শ্রাম-সমীকৃত্ নমোহস্ততে	কৃষ্ণ
২১০।	শ্রাম-ব্রহ্ম-বিদ্ নমোহস্ততে	কৃষ্ণ

শ্রীভাগবত, মহাভারত ও গর্গ সংহিতা-লীলা।

২০৫। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামলদেহেই ভুবন সুন্দর ছিলে।—
তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।

২০৬। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামলদেহেই ভক্তের সর্বাভিলাষ-
পূর্ণকারীছিলে।—তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।

২০৭। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামলদেহেই লক্ষ্মীকান্ত ছিলে।—
তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।

২০৮। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামলদেহে পরমহুস্মিন্ শান্তমূর্তি ছিলে।
তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।

২০৯। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামলদেহে সর্বমানবে সমীকরণকারী।—
তোমাকে প্রণাম করি।

২১০। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামলদেহে আদর্শ ব্রহ্মবিদ্ গৃহস্থ
ছিলে।—তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।

(খ) ১। ভদ্রাশ্বং কেতুমালঞ্চ ভারতং চোত্তরান্ কুরুন্
কিম্পুরুষাদিনি বর্ষাণি বিজিত্য জগৃহে বলিম্

২। তত্র তত্রোপশ্রবানঃ স্বপূর্বেষাং মহাত্মনাম্
প্রগীতমানন্ত যশঃ কৃষ্ণ মহাত্মা সূচকম্

৩। তেভ্যঃ পরম সংহৃষ্টঃ প্রীত্যুজ্জ্বলিত লোচনঃ

মহাধনানি বাসাংসি দদৌ হারান্নহামনাঃ—শ্রীভাঃ ১।১৬।১২-১৫

৩৬। স্বয়ং-ভগবান্-কৃষ্ণ

[দ্বারাবতী)

- ২১১। জং স্বয়ং ভগবান্—নমোহস্তুতে কৃষ্ণ
 ২১২। জং শ্রাম-বপুশ্চান্-নমোহস্তুতে কৃষ্ণ
 ২১৩। বিশ্ব-জিৎ-দাসক-নমোহস্তুতে কৃষ্ণ
 ২১৪। বিশ্বি-কৃৎ শাসক-নমোহস্তুতে কৃষ্ণ
 ২১৪। জয়তু ভারতী-সংস্কৃতিঃ কৃষ্ণ
 ২১৫। জীবতু পূর্ণেন্দু প্রণতিঃ কৃষ্ণ

ইতি শ্রীনাম-ভাগবতে শ্রীঘোষ ঠাকুর কৃতে
 শ্রীপিণ্ডারক-লীলা নাম ধেরা চতুর্থাঙ্কলিঃ

শ্রীভাগবত, মহাভারত ও গর্গ সংহিতা-লীলা

- ২১১। হে কৃষ্ণ! তুমি স্বয়ং ভগবান্।—তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।
 ২১২। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রামবর্ণ (পরম স্তম্ভ) দেহ বিশিষ্ট ছিলে।—তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।
 ২১৩। হে কৃষ্ণ! তুমি বিশ্ববিজয়ী হইলেও সর্ব-লীলাতেই তোমার ভক্তের দাসত্ব করিয়াছ।—তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।
 ২১৪। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রিয় ভক্তের আজ্ঞানুবর্তী দাস হইয়াও স্বীয় মহিমায় বিশ্ব শাসন লীলা কবিয়াছ।—তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।
 ২১৫। হে কৃষ্ণ! (তোমার জীবনাদর্শে জীবন-তরঙ্গী চালনারূপ) ভারতীয় সংস্কৃতি (সর্ববিশ্বে) জয়যুক্ত হউক।
 ২১৬। হে কৃষ্ণ! (দাসানুদাস পূর্ণেন্দুর এই কায়মনোবাক্যের প্রণতি (কথা কথান্তরে) জীবন্ত হউক।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

শ্রীনাম-ভাংবতম্

২০৯

প্রথম খণ্ড

(ক) পরিশিষ্ট

শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলী পঞ্জী (বর্ণনামুক্রমিক)

স্থান	পৃষ্ঠা	স্থান	পৃষ্ঠা
অকুর তীর্থ	৪৯	কুণ্ডিনপুর	২৮, ১৭৯,
অধিকাবন	৪১	কেকয়পুর	১৬০, ১৮৭
অবন্তীপুর (উজ্জয়িনী) ৭৬, ৭৭,		কেতুমালবর্ষ	১২৩, ২০১
৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ১৫৮		কেরল	১৭৭
অলকাপুর	১২১	কোশলপুর	১৫৯, ১৮০,
অরুনোদা তট (টোমস্ক)	১২২	কৈলাস পর্বত	১৩৯
আঙ্গিরস সত্র	৩৫	কৈশিকপুর	১০০, ১০১,
আণ্ডদেশ	১০২, ২০২	কোশাঘী	১৮৭
ইন্দ্র প্রস্থ (দিল্লী)	১৪০, ১৫২,	খাণ্ডবপ্রস্থ	১৪৬
১৫৩, ১৫৬, ১৫৭, ১৮৬		খাণ্ডব বন	১৫৪, ১৫৫
ইলাবৃতবর্ষ	১২৮	ক্ষীর সমুদ্র	১, ২, ৩
উত্তর কুরুবর্ষ	১২৪	গন্ধমাদন	১২০
উত্তর কোশল	১৮৩	গান্ধার (পেশোয়ার)	১৮৮
উত্তর তিব্বত	১২৫	গুজ্জর	২০২
উপমহা আশ্রম	১৪০	গোকুল বৃহদ্বন	১২, ১৪, ১৫,
ঋক্ষবান্ পর্বত	১৩১	১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২	
কঙ্কণ	১৭৭	গোবর্দ্ধন পর্বত	৩৬, ৬৭, ৬৮
কম্পিনা	১৮৪	গোমন্ত পর্বত	২৩, ২৪
কলিঙ্গ	১৮০	চন্দ্রিকাপুর	১৭৮
করবীরপুর	২৫	চন্দ্রাবতীপুর (পিকিং)	১২৭
কাঞ্চীপুর	৭৬, ১৮০	চীরাঘাট	৩৩
কামরূপ	১৮১	ডামর	১৮১
কাশী	৭৬, ১৮২	তালবন	২৮
কার্ণাট (রেওয়ারাজ)	১৮৩	দক্ষিণাপথ	২১
কাশ্মীর	১৮৮	দক্ষিণ মথুরা	১৭৯
কালিয় হ্রদ	২২	দক্ষিণ সাইবেরিয়া	১২৫

স্থান পৃষ্ঠা

দ্বারাবতী ১২১, ১২২, ১২৩,
১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮,
১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২,
১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭,
১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩,
১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮,

রা ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১,

7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875, 880, 885, 890, 895, 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080, 1085, 1090, 1095, 1100, 1105, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180, 1185, 1190, 1195, 1200, 1205, 1210, 1215, 1220, 1225, 1230, 1235, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260, 1265, 1270, 1275, 1280, 1285, 1290, 1295, 1300, 1305, 1310, 1315, 1320, 1325, 1330, 1335, 1340, 1345, 1350, 1355, 1360, 1365, 1370, 1375, 1380, 1385, 1390, 1395, 1400, 1405, 1410, 1415, 1420, 1425, 1430, 1435, 1440, 1445, 1450, 1455, 1460, 1465, 1470, 1475, 1480, 1485, 1490, 1495, 1500, 1505, 1510, 1515, 1520, 1525, 1530, 1535, 1540, 1545, 1550, 1555, 1560, 1565, 1570, 1575, 1580, 1585, 1590, 1595, 1600, 1605, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1655, 1660, 1665, 1670, 1675, 1680, 1685, 1690, 1695, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1735, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1785, 1790, 1795, 1800, 1805, 1810, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060, 2065, 2070, 2075, 2080, 2085, 2090, 2095, 2100, 2105, 2110, 2115, 2120, 2125, 2130, 2135, 2140, 2145, 2150, 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2185, 2190, 2195, 2200, 2205, 2210, 2215, 2220, 2225, 2230, 2235, 2240, 2245, 2250, 2255, 2260, 2265, 2270, 2275, 2280, 2285, 2290, 2295, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2360, 2365, 2370, 2375, 2380, 2385, 2390, 2395, 2400, 2405, 2410, 2415, 2420, 2425, 2430, 2435, 2440, 2445, 2450, 2455, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2485, 2490, 2495, 2500, 2505, 2510, 2515, 2520, 2525, 2530, 2535, 2540, 2545, 2550, 2555, 2560, 2565, 2570, 2575, 2580, 2585, 2590, 2595, 2600, 2605, 2610, 2615, 2620, 2625, 2630, 2635, 2640, 2645, 2650, 2655, 2660, 2665, 2670, 2675, 2680, 2685, 2690, 2695, 2700, 2705, 2710, 2715, 2720, 2725, 2730, 2735, 2740, 2745, 2750, 2755, 2760, 2765, 2770, 2775, 2780, 2785, 2790, 2795, 2800, 2805, 2810, 2815, 2820, 2825, 2830, 2835, 2840, 2845, 2850, 2855, 2860, 2865, 2870, 2875, 2880, 2885, 2890, 2895, 2900, 2905, 2910, 2915, 2920, 2925, 2930, 2935, 2940, 2945, 2950, 2955, 2960, 2965, 2970, 2975, 2980, 2985, 2990, 2995, 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3030, 3035, 3040, 3045, 3050, 3055, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3100, 3105, 3110, 3115, 3120, 3125, 3130, 3135, 3140, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165, 3170, 3175, 3180, 3185, 3190, 3195, 3200, 3205, 3210, 3215, 3220, 3225, 3230, 3235, 3240, 3245, 3250, 3255, 3260, 3265, 3270, 3275, 3280, 3285, 3290, 3295, 3300, 3305, 3310, 3315, 3320, 3325, 3330, 3335, 3340, 3345, 3350, 3355, 3360, 3365, 3370, 3375, 3380, 3385, 3390, 3395, 3400, 3405, 3410, 3415, 3420, 3425, 3430, 3435, 3440, 3445, 3450, 3455, 3460, 3465, 3470, 3475, 3480, 3485, 3490, 3495, 3500, 3505, 3510, 3515, 3520, 3525, 3530, 3535, 3540, 3545, 3550, 3555, 3560, 3565, 3570, 3575, 3580, 3585, 3590, 3595,

গর সঙ্গম ১৮১

...

শ্রীনাম-ভাগবতম্

২১১

(প্রথম খণ্ড)

(খ) পরিশিষ্ট

অবন্তিপুত্র গুরুকুলে শ্রীকৃষ্ণ অধীত চতুঃষষ্টি কলাবিজ্ঞান

সূচী :

- (১) গীত, (২) বাণ, (৩) বৃত্ত, (৪) নাট্য, (অভিনয় করা),
- (৫) আলেখ্য (চিত্রবিজ্ঞা) (৬) বিশেষকচ্ছেদ (তিলকে নানারকম বিচ্ছেদ রচনা), (৭) তণ্ডুলকুহুমবলিকার (তণ্ডুল ও পুষ্পদ্বারা নানাপ্রকার পুষ্পোপহার রচনা) (৮) পুষ্পান্তরণ (পুষ্পদ্বারা শয্যা রচনা), (৯) দশনবসনাদ্রাগ, (১০) মণিভূমিকাকর্ষ (ময় নিৰ্মিত পাণ্ডব-সভাবৎ মনোরম ভূমিকা ক্রিয়া), (১১) শয়ন রচনা, (১২) উদকবাদ্য (জলতরঙ্গ বাদ্য), (১৩) উদকঘাত (জলস্তম্ভ বিজ্ঞা), (১৪) চিত্রযোগ, (দৈহিক অবস্থা পরিবর্তন করা) (১৫) মালাগ্রন্থন বিকল্প, (১৬) কেশশেখরাপীড় যোজনা, (১৭) নেপথ্য যোগ, (দেশ-কালানুযায়ী বস্ত্রাদি পরিধান) (১৮) কর্ণপত্র ভঙ্গ, (১৯) গন্ধযুক্তি, (সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত) (২০) ভূষণ যোজনা, (২১) ইন্দ্রজাল, (২২) কোচুমার যোগ (বহুরূপী বিদ্যা), (২৩) হস্তলাঘব (হাত-সাক্ষাই), (২৪) চিত্র সাকাপুপভক্ষ্য বিকার, (নানারূপ খাদ্য প্রস্তুত), (২৫) পানক রসবাগাসব যোজনা (পানীয় দ্রব্যের বর্ণ ও মধুরতা সম্পাদন), (২৬) সূচী কৰ্ম (২৭) সূত্র কৰ্ম (২৮) প্রহেলিকা (গোপন বাক্যের অর্থজ্ঞান), (২৯) প্রতীসাম্য (সর্ববস্তুর প্রতিকৃতি নির্মাণ), (৩০) দুৰ্ভ্রমচৌষণ (যাহা বলা হয় না তাহা কথনের উপায়), (৩১) পুস্তক বাচন, (কথকতা) (৩২) নাটিকাখ্যায়িকা দর্শন, (৩৩) কাব্য সমস্তা পূরণ, (৩৪) পট্টিকা-বেত্র-বান-বিকল্প,

(৩৫) তর্ককর্ম দলীল করা বা হেতুবাদ), (৩৬) তক্ষণ (সূত্রধরের বিত্তা), (৩৭) বাস্তববিদ্যা, (৩৮) রূপা রত্ন পরীক্ষা, (৩৯) ধাতুবাদ, (বিভিন্ন ধাতু পরিষ্কার করা) (৪০) মণিরাগজ্ঞান, (৪১) আকরজ্ঞান, (খনিবিত্তা) (৪২) বুদ্ধাযুর্বেদ, (৪৩) মেঘ কুকুটশাবক যুদ্ধবিধি, (৪৪) গুণসারী প্রলাপন, (৪৫) উৎসাদন (মন্ত্র দ্বারা পরম্পর বন্ধুত্ব নষ্ট করা), (৪৬) কেশ মার্জ্জন কোশল, (৪৭) আক্ষর মুষ্টিকা কথন (অদৃষ্ট অক্ষর ও মুষ্টির মধ্যে কি আছে তাহা বলা), (৪৮) শ্লেচ্ছিতকলা বিকল্প (বিভিন্ন বিদেশী শ্লেচ্ছ ভাষা জ্ঞান) (৪৯) দেশভাষা জ্ঞান, (ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা জ্ঞান) (৫০) পুষ্পশকটিকা নিমিত্ত জ্ঞান, (দৈবীলক্ষণ, জ্ঞান (৫১) যন্ত্রমাতৃকা, (বিভিন্ন রূপ যন্ত্র নির্মাণ), (৫২) ধারণমাতৃকা (স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করা) (৫৩) সম্পাট্য (হীরকাদি প্রস্তর দৈবকরণ), (৫৪) মানসী বাক্য ক্রিয়া (পর-মন স্থিত অর্থে শ্লোক রচনা), (৫৫) ক্রিয়া বিকল্প (এক একটি কার্য্য বহু প্রকারে নিষ্পন্ন করা), (৫৬) ছলিতক যোগ (অপরকে বঞ্চনার উপায়), (৫৭) অভিধান কোষ ছন্দোজ্ঞান, (৫৮) বজ্রগোপন, (৫৯) দ্যুত বিশেষ, (জুয়া খেলা) (৬০) আকর্ষণ ক্রিয়া (৬১) বালক্ৰীড়া কর্ম, (৬২) বৈনায়কৌ, (বিনয় ও শিষ্টাচার) (৬৩) বৈজয়িকৌ (যুদ্ধবিজয় সম্বন্ধীয় গান, (৬৪) বৈতালিকৌ (স্মৃতি পাঠকদের বিদ্যা)।—

সংস্কৃত—শব্দ কল্পদ্রুম অভিধান

এবং

হিন্দী—শব্দ সাগর অভিধান মতে “কলা” শব্দের ব্যাখ্যা ।

